

Fripura Bhabhishyat, Bengali Daily, Agartala Year 32, Issue : 97: Sunday, 09th April, 2023, সংখ্যা- ৯৭ : ২৫শে চৈত্ৰ, ১৪২৯ বাংলা, রবিবার : মূল্য ঃ ৫ টাকা Online e-paper : www.tripurabhabishyat.in

রেলে কাটা

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি: রেলে কাটা

পরে এক ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। ওই ঘটনা আত্মহত্যা না দুর্ঘটনা, পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার সকাল সাতটা আগরতলা-সাব্রুম রেলে কাটা পরে গৌতম মজুমদারের(৫৫) মৃত্যু হয়েছে। মনুবাজার রেল স্টেশন সংলগ্ন রবিদাস সেবাশ্রম এলাকায় রেললাইনে ওই ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় মানুষ দেখতে পেয়ে পুলিশ ও দমকল বাহিনীকে খবর দিয়েছে। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ছুটে গিয়ে গৌতম মজুমদারকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিতক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা দিয়েছেন। ওই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি: আগামী ১১ এপ্রিল সন্ধ্যা ৫.৩০ মিনিটে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২ নম্বর হলে অনুষ্ঠিত হবে দক্ষিণী'র ৩১তম বাৰ্ষিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন কবি বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী ও নাট্যব্যক্তিত্ব যাদবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ঐ দিন বিকেল সাড়ে তিন টায় দক্ষিণী'র বর্ণময় শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে মিলিত হবে রবীন্দ্র ভবনে। আবৃত্তির প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে সবাইকে এই পদযাত্রায় অংশ নিতে অনুরোধ করা হয়েছে দক্ষিণী'র পক্ষ থেকে। প্রতি বছরের মতো এবার ও ঐদিন দক্ষিণী প্রদান করবে দক্ষিণী সম্মান ও হেমন্ত স্মৃতি শিক্ষক সম্মান। এবছর যথাক্রমে সংগীত শিল্পী শিবপ্রসাদ ধর এবং অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক ঋতেন চক্রবর্তীর হাতে এই সম্মান তুলে দেবে দক্ষিণী। ঐ সন্ধ্যায় দক্ষিণী'র শিল্পীরা উপহার দেবে এক মনোজ্ঞ আবৃত্তি অনুষ্ঠান। দক্ষিণী'র বার্ষিক অনুষ্ঠানে সবাইকে উপস্থিত থাকতে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করা হয়েছে।

প্রশা পরে ভুলের প্রসঙ্গ এনে টিআরবিটির পরীক্ষাত্রীরা যেভাবে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে কর্তৃপক্ষকে, শনিবার টিআরবিটির তরফে প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন করে পরীক্ষাত্রীদের বক্তব্যকে ত্রুটিপূর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। টিআরবিটির বক্তব্য যে কোনও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এবং উত্তর পত্র তৈরি করেন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘদিন শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা।

পরীক্ষা শেষ হলে টিআরবিটি বিশেষজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকাদের দ্বারা তৈরি করা সম্ভাব্য উত্তর পত্র প্রকাশ করে। তখন পরীক্ষার্থীদের বলা হয় প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে তাদের অভিযোগ বা কোনও বক্তব্য থাকলে তা অনলাইনে টিআরবিটি কর্তৃপক্ষকে জানাতে।

পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে যা যা অভিযোগ বা বক্তব্য আসে সেইগুলি বিশেষজ্ঞ শিক্ষক এর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। বিশেষজ্ঞ শিক্ষক লিখিতভাবে যে মতামত প্রদান করেন তার ভিত্তিতেই চুড়াস্ত উত্তর পত্র প্রকাশ করা হয়। চুড়ান্ত উত্তর পত্র প্রকাশের সময় পরীক্ষার্থীদের করা অভিযোগ বিশেষজ্ঞ শিক্ষক দারা সঠিক মনে হলে বিশেষজ্ঞ

ক্তে ২য় পাতায় দেখন

অত্যাধুনিক বিমানবন্দর

শনিবার চেন্নাই বিমানবন্দরের এই নবনির্মিত টার্মিনালের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। চেন্নাইয়ের উন্নয়নে এই টার্মিনাল গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলে আগেই টুইট করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। নতুন টার্মিনালের হাত ধরে স্থানীয় অর্থনীতির ভিত আরও মজবুত হবে বলে আশাপ্রকাশ করেছেন মোদী। পাশাপাশি বিমান পরিষেবার ক্ষেত্র আরও মসৃণ হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।২ লক্ষ ২০ হাজার ৯৭২ বর্গমিটার জুড়ে রয়েছে তৈরি হয়েছে এই নতুন টার্মিনাল।



नत भाषत (व

রেখে যাওয়া ঋণের বোঝা এখনো টেনে চলেছে ২য় বিজেপি সরকার। দিনে দিনে ঋণের পরিমান বেডেই চলেছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে ঠেকেছে যে অর্থদপ্তর পর্যন্ত সরকারকে সতর্ক করতে বাধ্য হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই ঋণের বোঝা না কমানো গেলে যতই ডবল ইঞ্জিন থাক একসময় সরকারের উন্নয়নমুখী কর্মযজ্ঞ খুঁড়িয়ে চলতে বাধ্য হবে। আঘাত আসবে কর্মসংস্থানেও। সরকারের অবস্থা এখন যেন ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রির অবস্থা। সরকার গঠন হয়েছে একমাস পূর্ণ হয়েছে মাত্র। এর মাঝেই ঋণের বোঝায়

প্রায় ন্যুক্ত হয়ে পড়েছে মানিক সাহার সরকার। সুদ সহ এই টাকা মেটাতে গিয়ে সরকারের কোষাগারে যেন মা ভবানী আশ্রয় নিয়েছে। ক্যাগের রিপোর্টেই উল্লেখ বামেরা বিদায় নেওয়ার সময়ে ত্রিপুরার ঋণের বোঝা ছিল ১৩ হাজার কোটি টাকা।

করা হয়েছে ত্রিপুরা ঋণের পরিমাণ ২০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে

কোটি টাকা।সদ্য শেষ হওয়া আর্থিক বছরে এই ঋণের বোঝা গিয়েছে। ২০২০-২১ সালে বেডে দাঁডিয়েছে ২১ হাজার ত্রিপুরার মোট ঋণ এবং দায়ের ৭৩২.৪২ কোটি টাকা। এখন কীভাবে ত্রিপুরার অর্থনীতির হাল পরিমাণ ছিল ২১ হাজার ৮৩.১০

গত বছরেই আসল সহ সুদের টাকা মেটাতে ত্রিপুরাকে দিতে হয়েছে ৩,৩৪২.৬২ কোটি টাকা

ফিরবে তা ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছে নতুন সরকার। ক্যাগের রিপোর্ট এবং অর্থ দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ত্রিপুরার সরকারকে দু-রকমের সুদ



ভে ২য় পাতায় দেখুন

প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা এদিকে,

ভবিষ্যৎ জনজাতিদের প্রিয় খাদ্য বুনো ওল। আর তা খেয়েই এবার চড়িলাম ব্লকের ধারিয়াথল এডিসি ভিলেজের ৫ জন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পডেছেন। এদেরকে সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্রামগঞ্জ সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর অসুস্থ ৫ জনের অবস্থা অপরিবর্তিত থাকায় এদেরকে জরুরী ভিত্তিতে জিবি হাসপাতালে রেফার করে দেওয়া হয়েছে। জিবি হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে এদের প্রত্যেকের

অবস্থাই আশংকাজনক

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি: দুটি গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন বহিঃরাজ্যের এক চালক। ওই দুর্ঘটনা শনিবার দুপুরে আঠারোমুড়া এলাকায় ঘটেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গেছে পুলিশ। পুলিশ আহত গাড়ির চালককে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে গেছে। হাসপাতালে কর্ত্যবরত চিকিৎসক তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে তাঁকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, আগরতলা থেকে খালি গাড়ি গৌহাটির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। আঠারোমুড়া পাহাড়ের পাদদেশে বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়ির সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। তাতে ওই খালি গাড়ির চালক গুরুতর আহত হয়েছেন। সাথে

ভে ২য় পাতায় দেখুন

প্রভাসনীল সেনরায়

বড়জলার খবর সংগ্রহে কোন

বেগ পেতে হয় নি। কর্মী থেকে

ভোটাররা সবাই ক্ষোভ উগডে

দিলেন। "হোঁচট খেলে পথ চেনে" একটা প্রবাদ আছে সেটা এখন চার বডজলার বিধায়ক হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন নির্বাচনে হেরে। এখন তিনি সবার সাথেই যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করছেন। অহংকার পতনের মূল কারণ সেটাও তিনি সময় থাকতে বুঝতে পারেন নি। ডঃ দিলীপ কুমার দাসকে (সুখ্যাতি আছে ভালো গাইনোকোলজিস্ট হিসেবে) স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে ত্রিপুরার মানুষ জানে। কিন্তু বিধায়ক হিসেবে যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ছিল তাদের তিনি অহংকারের বশে ভুলে গেলেন বা পাতার মধ্যে রাকলেন না। বাড়ীতে গেলে ন্যুনতম চা আপ্যায়ন তো দূরে থাক বসতে বলওে যেন দ্বিধা বোধ করতেন। কর্মীরা একজন বিধায়ক থেকে যে পরিমাণ শ্রদ্ধা ভালোবাসা বা পাশে থাকার সাহায্য সহায়তা পাবার কথা ছিল তার ছিটেফোঁটাও পায় নি। হয়ত এখন আছেন। কারণ তারা (নেতারা মন্ডলের) আত্মীয় বা সম্প্রদায়গত হয়ে নিজেদের মধ্যে নেতা নেত্ৰী হয়েছেন বা বানিয়েছেন, তাই রাজনীতিটা বড আকার ধরতে পারে নি বা সবার কাছে পৌছুতে পারে নি। আত্মীয়গত বা সম্প্রদায়গত যখন রাজনীতিটা হয় তখন তাতে বিজেপি, সিপিআইএম কংগ্রেস বলে আর কিছু থাকে না। অথচ এনারা ভাবেন না যে আজ যে উনি বা উনারা নেতা হয়েছেন তা একমাত্র বিজেপি ক্ষমতায় থাকার কারণে। সিপিআইএম বা কংগ্রেসের কারণে উনারা নেতা হন নি। তথাপ্যি আত্মীয় সেই অন্য দলের হলেও অন্যায় করলে তা পাত্তা পায় নি কোনদিন তাতে বিজেপির ক্ষতি হলেও কুছ পরোয়া নেহী ভাবে চলেছে। এইসব মনোভাবাপন্ন নেতারা চার বডজার ভোটারদের মনে বিজেপি জন্য কোন প্রভাব ফেলতে পারে নি সেই সাথে ডঃ দিলীপ কুমার দাসের অহংকার ভাব ও সব জান্তা ভাব সব কিছু গুলিয়ে একাকার হয়ে গেছিল তাই জিততে পারে নি বিজেপি চার বডজলা। তাছাডা আর একটি বড় ব্যর্থতার কারণ ছিল ডঃ দিলীপ কুমার দাসের কুপণ মানসিকতা। আর্থিক সাহায্য সহায়তা এখন করছেন বা কিছু সামান্যতম তা নির্বাচনে হারার পর। পুরো মন্ডল, ডিষ্ট্রিক্ট, প্রভারী, শক্তিকেন্দ্র ইনচার্জ সবাই ব্যর্থ। এমন কিছু নেতা আছেন (গায়ে মানে না আপনি মোড়ল) দিনে বড় বিজেপি রাত্রে বামগ্রেস হয়ে কাজ করেছেন। সেই সৃষ্টমোহন দাস প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করলেন তখন আবার

রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ করার প্রতিবাদে কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : সারা দেশের সাথে ত্রিপুরাতেও সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নেমেছে কংগ্রেস। রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজের প্রতিবাদে শনিবার বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন কংগ্রেস নেতা- কর্মীরা। পোস্ট অফিস চৌমুহনীস্থিত কংগ্রেস ভবন থেকে সার্কিট হাউস গান্ধী মূর্তির পাদদেশে যাওয়ার পথে রবীন্দ্র ভবনের সামনে তাঁদের আটকে দিয়েছে। ফলে পুলিশের সাথে কংগ্রেস কর্মীদের ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়েছে। দীর্ঘক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর তাঁদের পুলিশ আটক করেছে।

এ-বিষয়ে সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অজয় কুমার দাসের দাবি, মিছিলের অনুমতি ছিল না। তাই, আটকে দিয়েছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, রাহুল গান্ধীর সংসদ পদ খারিজের প্রতিবাদে সারা দেশে জয় ভারত সত্যাগ্রহের ডাক দিয়েছে কংগ্রেস। শনিবার ত্রিপুরাতেও ওই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। এদিন প্রদেশ কংগ্রেস গান্ধী মূর্তির পাদদেশে এক বিক্ষোভ ধর্ণার কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু পুলিশ



শহরে টহল দেওয়ার সময় আগরতলা প্রেস ক্লাবে ভেতর এক যুবককে দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। সেই যুবককে আটক করে প্রেস ক্লাবের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়। আটক চোরের নাম বাপন সরকার। বুধবার রাতে আগরতলা প্রেস ক্লাবে কোন এক সময় হানা দেয় চোর। নিয়ে যায় নগদ অর্থ সহ কিছু সামগ্রী। তারপর পশ্চিম আগরতলা থানায় মামলা দায়ের করার পর নডেচডে বসে পুলিশ। সদর মহাকুমার পুলিশ যথারীতি রাতের বেলা টহলদারিতে পা বাডাতে শুরু করে। শুক্রবার রাতে শহরে টহল দেওয়ার সময় আগরতলা প্রেস ক্লাবে ভেতর এক যুবককে দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। কিছুক্ষণের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় সে প্রেস ক্লাবের ভেতর থেকে একটি ক্যাশ বাক্স এবং অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে বের হচ্ছে। সাথে সাথে সেই যুবককে আটক করে প্রেস ক্লাবের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়।এদিকে খবর পেয়ে ছুটে আসে এলাকাবাসী। তারপর তাকে উত্তম মাধ্যম দিয়ে জানতে পারে তার বাড়ি জিরানিয়া কলাবাগান এলাকায়। বর্তমানে সে নলছড় এলাকায় থাকে। নাম বাপন সরকার। পুলিশ তার বিরুদ্ধে চুরির মামলা হাতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত

নিকেশ না করেই শুধ ক্ষমতার ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : ৮ এপ্রিল: রাজনীতিতে বেশি পড়াশুনা করতে হয় না, শুধু মানুষকে ভালোবাসতে হয়। এতেই রাজনীতির সাফল্য অর্জন করা যায়। ত্রিপরার বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম কংগ্রেস একসঙ্গে জোট করেছে বিজেপিকে হারানোর জন্য। অথচ একটানা কমিউনিস্ট জমানায় কত মানুষ খুন হয়েছে। কিন্তু সেই হিসেব

লোভে তারা একজোট হয়েছে। তাই মানুষই তাদের উপযুক্ত জবাব দিয়েছে। শনিবার পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে কলকাতায় আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে একথা বলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। আর এই জায়গাতেই

এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কোলকাতা গেলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা

জানাচ্ছেন বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।

ত্রিপুরায় মানিক ম্যাজিকে আপ্লুত

পশ্চিমবঙ্গের গেরুয়া শিবিরও

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ

মানিক সাহাকে ঐতিহাসিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের পাশাপাশি ত্রিপুরার দীর্ঘদিনের পুরনো কৃষ্টি সংস্কৃতিকেও তুলে ধরা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় সম্পাদক সুনীল দেওধর, ত্রিপুরা প্রদেশ

ভবিষ্যৎ প্ৰতিনিধি : তোলা না পেয়ে নির্বাচনের আগেই তার কাছ থেকেই মোটা অংকের টাকা চেয়েছিল দুস্কৃতিকারীরা। কারন এই এলাকার। সিসি ক্যামেরার টেন্ডার পেয়েছিলেন প্রণব লস্কর নামক এই মিস্ত্রি। তার বাড়ি টিএসআর ক্যাম্প এলাকায়। কাজ করতে গেলে দুস্কৃতিকারীরা তার ক্যাম্পের মাঠে। কিন্তু সেখানে জিবিতে নিয়ে যায়।

অপহরণ করেছে দুষ্কৃতিকারীরা। দুস্কৃতিকারীরা তাকে জোর করে এলাকার মানুষ গিয়ে দেখতে পান অপহরন করে নিয়ে যায়। এমন গাড়িতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে িকি তার স্ত্রীকে ফোন করে টাকাও রয়েছেন প্রণব লস্কর। খবর দেওয়া দাবী করে। তারা জানায় তাদেরকে হয় বিশালগড় থানান। পুলিশ গিয়ে টাকা না দিলে প্রণব লস্করকে আর গুরুতর আহত প্রণব বাবুকে উদ্ধার জীবিত ফিরে পাওয়া যাবে না। করে নিয়ে যান বিশালগড় এরপর প্রণব লস্করকে গাড়ী করে হাসপাতালে। পরে সেখান থেকে শনিবার গকুলনগরে সিসি ক্যামেরার নিয়ে যাওয়া হয় সিটিআই সঙ্গে সঙ্গেই উন্নত চিকিৎসার জন্য

কাছ থেকে তোলা দাবী করে। তিনি লোকজনদের দেখেই দুস্কতিকারীরা এক সিসি ক্যামেরার মিস্ত্রিকে এই টাকা দিতে অস্বীকার করলে গাড়ী ফেলে পালিয়ে যান। পরে

ভবিষ্যতের লড়াই।

সমর চক্রবর্তী

হিসেব মতে আর মাত্র ৩২ দিন বাকী।এর পরেই ২০২৪ এর রণ দুন্দুভি বাজবে ২০২৩ এর ১০ই মে। এ বছরের ১০মে ভারতের দক্ষিণী রাজ্য-কর্ণাটক বিধানসভা নিৰ্বাচন।২২৪ আসন বিশিষ্ট বিধানসভা ভোটের গণনা ১৩ মে। দক্ষিণের এই কর্ণাটক রাজ্যটি কিন্তু উত্তরপ্রদেশ ও গুজরাট নয়।যা মোদী অমিত শাহের বিজেপির পক্ষে সহজেই জয় ছিনিয়ে নেয়া যাবে।এই রাজ্যের ভোটের পরে এ বছরের শেষে ভারতের আরো কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভা ভোট

রয়েছে। মধ্যপ্রদেশ,রাজসান, ছত্তিশগড় রাজ্যে।সম্ভবতঃ তেলেঙ্গানা রাজ্যেও এবছর ভোট রয়েছে।ফলে ২০২৪ লোকসভা ভোটের আগে এসব বিধানসভার নিৰ্বাচনগুলোই মলতঃ লোকসভার সেমিফাইনাল ভোট। অর্থাৎ লোকসভায় কে কোন জায়গায় অবসান করবে.তার একটা আগাম ইঙ্গিত পাওয়া যাবে-এই রাজ্যগুলোর ভোটের মধ্য দিয়ে। সেই দিক থেকে আগামী ১০মে কর্নাটক বিধানসভা ভোট হতে যাচ্ছে ক্ষমতাসীন বিজেপি ও প্রধান

বিরোধী কথেস দলের মূল

দক্ষিনের কর্ণাটক রাজ্যটি ভারতের একটি অত্যন্ত সম্পদশালী রাজ্য।দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের ৮শতাংশ এ রাজ্যের অবসান।বায়ো প্রযুক্তি,বিমান পরিবহন,প্রতিরক্ষা উৎপাদন,তথ্য প্রযুক্তি, বিভিন্ন শিল্প,কৃষি ও পর্যটনে রাজ্যের অবসান প্রথম সারিতে।এই রাজ্য দখল মানেই একটি অত্যস্ত শক্তিশালী রাজ্য দখল াফলে বিজেপির কাছে তাকে ধরে রাখা বা প্রত্যাবর্তনের দিশায় আনাটা যেমন জরুরী,তেমনি

বিরোধী কথেসের কাছে

পরিবর্তনের

প্রত্যাশী হবার লড়াই। তবে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি জনমত সমীক্ষা কিন্তু বিজেপিকে যথেষ্ট চিন্তায় রাখছে।এবিপি ও সি-ভোটার তাদের সমীক্ষায় যা দেখিয়েছে-তাতে বিজেপিকে আশঙ্কায় ফেলে দিয়েছে।এখানে কংগ্রেসকে সংখ্যাগরীষ্ঠতা অর্জন করতে দেখানো হয়েছে।সমীক্ষায় ক্রেস পাচ্ছে- ১১৫-১২৭টি আসন। বিজেপি ১১৯থেকে নেমে

৬৮- ৮০ হতে পারে ৷জেডিএস পেতে পারে ২৩-৩৫ আসন।আবার জি- নিউজ সমীক্ষায় দেখিয়েছে-বিজেপি একক সংখ্যাগরীষ্ঠ দল হবে আসন কমে

৯৬-১০৬ হবে। কংগ্রেস ৮৮-৯৮ হবে।জেডিএস হবে।জি-নিউজ সংসার সমীক্ষা অনুযায়ী রাজ্যের ৫৯ শতাংশ মানুষ মনে করছে-'ভারত জড়ো যাত্রী' কগ্রেসের পালে হাওয়া যুগিয়েছে। ৃতবে এবারকার কর্ণাটক ভোটে

দুর্নীতি একটি বড় ইসু হয়ে উঠেছে রাজ্যের ১৩ হাজার স্কুলের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে চিঠি দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী ইতিমধ্যে আটবার রাজ্যটি সফর করেছেন।চেস্টার ত্রুটি রাখা কর্ণাটক রাজ্যের

ক্ত ২য় পাতায় দেখুন

তেজপুর (অসম), ৮ এপ্রিল (হি.স.) : অসমের তেজপুরে শালিনিবাড়ি ভারতীয় বায়ুসেনার ঘাঁটি থেকে সুখই-৩০ এমকেআই যুদ্ধবিমানে জলপাই রঙের পোশাক পরে আকাশমার্গে উডেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। আজ শনিবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্ব তৃতীয় তথা শেষদিনের সফরকালে তেজপুর এয়ার ফোর্স স্টেশন থেকে সকাল ১১:০৭ মিনিটে অত্যাধুনিক সুখই-৩০ এমকেআই যুদ্ধবিমানে চড়েন। এর আগে তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষাও করেন তাঁর সফরসঙ্গী

চিকিৎসকরা। যুদ্ধ বিমানের ককপিটে তিন সেনা বাহিনীর প্রধান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে নিয়ে ১০৬ স্কোয়াড্রনের কমান্ডিং অফিসার গ্রুপ ক্যাপ্টেন নবীন কুমার বিমান উড়িয়েছিলেন। বিমানটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার উচ্চতায় এবং ঘণ্টায় প্রায় ৮০০ কিলোমিটার বেগে উড়েছিল। আকাশমার্গ থেকে হিমালয় ও ব্রহ্মপুত্র এবং তেজপুর উপত্যকার মনোরম দৃশ্য উপভোগ করেছে যুদ্ধবিমান। প্রায় ২৫ মিনিট পর ১১.৩৮ মিনিটে রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে রানওয়েতে অবতরণ করে সুখই-৩০ এমকেআই।

ভে ২য় পাতায় দেখুন

আজ সকালে বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে তেজপুর বায়ু সেনা ঘাঁটিতে পৌঁছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এসেছেন অসমের রাজ্যপাল *ভে* ২য় পাতায় দেখুন

সূত্রের খবর, ঋণের বোজা কমানোর জন্য কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছে সেখানের অর্থ দফতর। তারা জানিয়েছে, এখনই এই নিয়ে ব্যবস্থা না নিলে ভেঙে পড়বে ত্রিপুরার অর্থনীতি। সেখানে প্রতি বছর ঋণের বোঝা বাড়ছে ৩.০৮ শতাংশ হারে এবং গত বছরেই আসল সহ সুদের টাকা মেটাতে ত্রিপুরাকে দিতে হয়েছে ৩,৩৪২.৬২ কোটি টাকা। চলতি বছরে সেখানে ২৬ হাজার কোটি টাকার বাজেট পেশ করা হয়েছে। যদিও এই জন্য আগের মানিক সরকারের আমলকে দায়ী করছে বিজেপি। প্রসঙ্গত, বামেরা বিদায় নেওয়ার সময়ে ত্রিপুরার ঋণের বোঝা ছিল ১৩ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু গত পাঁচ বছরে তা প্রায় দিগুণ করেছে বিজেপি। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ইন্দ্রনীল ভৌমিক জানান, ঋণের বোঝা না কমলে ব্যাহত হবে

কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ

উন্নয়নের গতি। এর ফলে

কর্মসংস্থানও হবে না।

প্রথম পাতার পর রবীন্দ্রভবনের সামনেই পথ আটকে কংগ্রেস নেতা কর্মীদের গ্রেফতার করেছে। এই নিয়ে পুলিশের সাথে কংখেস কর্মীদের অল্প বিস্তর ধ্বস্তাধ্বস্তিও হয়েছে। এদিন ওই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা, কংগ্রেস নেতা আশীষ কুমার সাহা সহ দলের কর্মী সর্মথকরা।

এদিন পিসিসি সভাপতি বীরজিৎ সিনহা বলেন, রাহুল গান্ধী ইস্যুতে ময়দানে লড়াই চালিয়ে যাবে কংগ্রেস। তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিকভাবে ষড়যন্ত্র করে রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ করা হয়েছে। তাই আগামী দিনে বিভিন্ন জেলায় এই কর্মসূচি পালন করা হবে।

এদিন কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা বলেন, জাতীয় কংগ্রেস জয় ভারত সত্যাগ্রহের ডাক দিয়েছে। তাঁর কথায়, একদিকে নিম্ন আদালতের রায়ের পর বিজেপি সরকার ষড়যন্ত্র করে রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ করেছে। অন্যদিকে, ত্রিপুরায় নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস বিজেপি পরিচালিত সরকারের মদতেই মাথা চাড়া দিয়েছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, বিরোধী দলের কর্মী সর্মথকদের বাড়ি ঘরে আক্রমন চালাছে বিজেপি মদতপুষ্ট দুষ্কৃতিকারীরা। গোটা রাজ্যে সন্ত্রাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করে যাচ্ছে। তাতে, মানুষ গনতান্ত্রিক অধিকার হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।

আশীষ কুমার সাহা আরও বলেন, সরকার অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক মনোভাব নিয়ে বিরোধীদের দাবিয়ে রাখার চেষ্টা চালালেও তাতে কোনো লাভ হবে না। দেশের অর্থনীতিকে বিজেপি সরকার পঙ্গু করে দিচ্ছে, তা নিয়ে রাহুল গান্ধী মুখ খোলতে না পারে সে জন্যই ষড়যন্ত্র করে সাংসদ পদ খারিজ করা হয়েছে বলে দাবি আশীষ কমার সাহার।

এ-বিষয়ে সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অজয় কুমার দাস বলেন, কংগ্রেসের মিছিলের অনুমতি ছিল না। তবও তাঁরা মিছিল নিয়ে এগিয়ে যেতে চেয়েছে।তাঁদের ফিরে যাওয়ার আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু, পুলিশের আবেদনে সাড়া দেওয়ার বদলে তাঁরা বলপূর্বক মিছিল নিয়ে এগিয়ে যেতে চাইছিলেন। তাই, তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে, জানান তিনি।

সাথে ঘটনার খবর দেওয়া হলে ছুটে

আসে পুলিশ। এদিকে, অপর গাড়ির চালক অবস্থা বেগতিক দেখে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

পুলিশ আহত গাড়ির চালককে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে গেছে। কিন্তু হাসপাতালের কর্ত্যবরত চিকিৎসক তাঁর অবস্থা আশঙ্কা জনক দেখে তাঁকে জি বি হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন। পুলিশ জানিয়েছে, আহত গাড়ির চালক উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা এবং তাঁর নাম স্বদবান কুমার সিং(৪২)। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে আছে।

প্রথম পাতার পর

ছলম পাল্টে ফেললেন। কিন্তু তথাপিও অপেক্ষায় ছিলেন বামগ্রেস যদি ক্ষমতায় এসে যায়। আজ যদি বামগ্রেস ক্ষমতায় আসতো তাহলে পুরো বড়জলাকে অশান্ত করে রক্ত ঝড়িয়ে শ্মশান বানিয়ে ফেলতো। ঐসব মন্ডলীরার হয়ত কোন ক্ষতিই হতো না কারণ উনারা কেউ কেউ বামগ্রেসের হুক্কোয় তামাক যে খেতেন তা বার বার প্রমাণ হয়েছে। নির্বাচনের আগে নারায়ণপুর এর ঘটনায় যেসব বিজেপি কর্মী সিপিআইএমের হাতে যার নেতৃত্বে মর খেলো সেই ঘটনা তো ধামাচাপাই পড়ে গেলো। কিন্তু কিভাবে তা এখন ওপেন সিক্রেট মূল অপরাধী ধরাছোয়ার বাইরে। আক্রান্ত কর্মীদের পাশে বড়জলা মন্ডল বা বিধায়ক পাশে আছেন বলে জানা নেই। কেউ যদি ভাবেন কর্মীদের রক্ত ঝড়িয়ে রাজনীতি করবেন তাহা সম্পূর্ণ ভুল

প্রথম পাতার পর

পাশ্চমবঙ্গের বিজেপির সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, ত্রিপুরার জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, বিধায়ক কিশোর বর্মন, ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অমিত রক্ষিত সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে প্রতিটি রাজ্যের সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয় নিউ আলিপুরদুয়ার ন্যাশনাল লাইব্রেরী অডিটোরিয়ামে।

উল্লেখ্য, ত্রিপুরায় দ্বিতীয়বারের মতো বিজেপি সরকারের প্রত্যাবর্তনের প্রেক্ষিতে শনিবার পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি পক্ষ থেকে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ

প্রথম পাতার পর

রাজনীতিও জাতপাত ভিত্তিক। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দুই প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় - লিঙ্গায়েত ভোক্বালিগার বাইরে রয়েছে ত পশীলি অনগ্রসররা।এছাড়া রয়েছে মুসলিম সম্প্রদায়। এবারকার এই ইসু ভোটে হয়ে আসছে-মোদী-আদানী সম্পর্ক.

রাহুল গান্ধীর সদস্য পদ খারিজ, ইডি-সিবিআই-আয়কর বিভাগের আতঙ্ক সৃষ্টির অভিযোগের যে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে.তার পরিণতি আগামী দিন কেমন হতে পারে,সে প্রশ্নের জবাব সম্ভবতঃ কর্ণাটক থেকেই আসতে চলেছে। কাজেই কর্ণাটক হতে

প্রথম ট্রেলার। সমাপ্ত।

যাচ্ছে কংগ্রেস-বিজেপির ২৪ এর

শিক্ষক পরীক্ষার্থীদের মতামতকে মর্যাদা দিয়ে পরীক্ষার্থীদের অনুকূলেই সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন। ২০১৫ সাল থেকে এই নিয়মেই টিআরবিটি কাজ করে চলেছে। টেট পেপার ওয়ানে ৬ বিষয়ের জন্য ৬ জন বিশেষজ্ঞ শিক্ষক থাকেন। টেট পেপার টু তে ১০ টি বিষয়ের জন্য ১০ জন বিশেষজ্ঞ শিক্ষক থাকেন।ওনারা সবাই স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ দিনের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোকজন। পরীক্ষার্থীরা তাদের পরীক্ষা খারাপ হলেই এই ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করে থাকেন

ଙ୍ଗ ৮ এর পাতার পর

বলেও অভিযোগ করেছেন

টিআরবিটি কর্তৃপক্ষ।

পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার পরে দেওয়া হবে। স্ক্রীনিং টেস্টের জন্য আবেদনপত্রটি ৯ই এপ্রিল (রবিবার) ২০২৩ থেকে (সকাল ১০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৪ ঘটিকার মধ্যে) স্কুল অফ সাইন্স, শ্যামলী বাজার, কুঞ্জবন, আগরতলার অফিস থেকে পাওয়া যাবে। পুরণকৃত আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৫-ই এপ্রিল (শনিবার) ২০২৩। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, স্কুল অফ সাইন্স থেকে ৪৬১ জনের বেশি শিক্ষার্থী বিগত বছরগুলিতে জিমার সহ বিভিন্ন মেডিকেল প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং প্রায় ৪৪৫ জন ছাত্ৰছাত্ৰী জেইই অ্যাডভান্সড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিভিন্ন আইআইটি সহ বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবেশিকা পরীক্ষায়

সফলতা পেয়েছেন।

হারের বড়জলা

রাজনীতি। কারণ এই বিশুদ্ধ রক্ত একদিন কথা বলে। ডিষ্ট্রিক্ট-এর এক মাকাল ফল নেতাও বিজেপির হারের কারণ। কোনও ক্ষেত্রেই সমন্বয় ছিল না। তাই খোলনলচে পাল্টানো দরকরা। ঝংকার ধরে গেছে। দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে। প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে থেকে খোঁজখবর নিয়ে মীরজাফরদের বাদ দিলেই মঙ্গল হবে। দলে এখন শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া চলছে। তাই চার বড়জলাকেও সাজানো দরকার। যারা পুরনো কর্মী প্রাণ হাতে নিয়ে সিপিআইএমের বিরুদ্ধে লড়েছে, এখনো লড়ে যাচ্ছে তাদেরই প্রাধান্য দেওয়া দরকার। যারা বিজেপিকে ছিলো, আবার তৃণমূলে গেছে বা কংগ্রেসে গেছে আবার বিজেপিতে ফিরে এসেছে তাদের কোনও দায়িত্বই দেওয়া ঠিক হবে না। হবে না তাদের

মানিক সাহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন

করা হয়। এদিন দুপুরবেলা বিমান

যোগে কলকাতা অবতরন করেন

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতা

বিমানবন্দরে তাঁকে উষ্ণ

অভিনন্দন জানান পশ্চিমবঙ্গের

বিজেপি সভাপতি সুকান্ত

মজুমদার, সাধারণ সম্পাদক

অগ্নিমিত্রা পাল। তারপর মুখ্যমন্ত্রী

বিমানবন্দর থেকে নিউ আলিপুরদুয়ার ন্যাশনাল

লাইব্রেরী অডিটোরিয়ামে গিয়ে

'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' অনষ্ঠানে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে

মুখ্যমন্ত্রীকে বিশেষভাবে সংবর্ধনা

জানান উপস্থিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

সূভাষ সরকার, পশ্চিমবঙ্গ

বিজেপি সভাপতি সুকান্ত যেতে হবে। এভাবেই বঙ্গ

নির্বাচনের সময় বামগ্রেস ছিলো। কারণ তারা প্রত্যেকেই স্বার্থবাজ নেতা, অৰ্থ কামাই ও স্বাৰ্থ না থাকলে আবারো কেটে পড়বে। স্বার্থবাজ সম্প্রদায়গত ও আত্মীয় বেষ্টিত ফর্মুলা ধ্বংস করতে হবে। এই ফর্মুলা দলের ১২টা বাজিয়েছে। ডঃ দিলীপ কুমার দাসকে আরো পরিণত রাজনীতিবিদ হতে হবে। মন্ডল থেকে সব স্তরের খোলনলচে পাল্টাতে হবে। এমন একজনকে সামনে আনতে হবে যে সাহসী, সৎ, কর্মীদরদী, সাংগঠনিক তুখোর, কর্মীদের আপদে বিপদে সদা উপস্থিত হন। পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রত্যুৎপন্ন উপস্থিত বুদ্ধি, যুব মোর্চার কর্মীদের সাহস, যিনি আত্মীয় ও সম্প্রদায়গত মনোভাবাপন্ন থাকবেন না, গোষ্ঠীবাজহীন, কর্মী মূল্যায়নকারী, কথায় নয় কাজে প্রমাণকারী। চার বডজলা

গেরুয়া শি

মজুমদার সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব।

তারপর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে

গিয়ে ডা: মানিক সাহা বঙ্গের

শাসক দল তথা তৃণমূল কংগ্ৰেসকে

সন্ত্রাসের জন্য কাঠগড়ীয় দাঁড করান।

তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ

অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।

টানা দীর্ঘ সময় ধরে তারা

গুন্ডারাজের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে

যাচেছ। এজন্য পশ্চিমবঙ্গের

মানুষকে স্যালুট জানান তিনি।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তৃণমূল

কংগ্রেস শুধু মারপিট আর

বোমাবাজি করে রাজনীতি করছে।

কিন্তু এভাবে লেলিয়ে দেওয়া

রাজনীতি আর চলবে না। বিজেপি

কর্মীদের প্রতি বুথে সাহস নিয়ে

বরাবরই সিপিআইমে বিরোধী তা প্রমাণ পেলেও কাজে লাগাতে পারে নি বিজেপি। কারণ সিপিআইএমের প্রচার ছিলো ভোটারদের কাছে যে, ''আইয়া পড়ছি", যদি সুষ্ঠভাবে ভোট হয়। এটা মানুষ চার বড়জলায় গিলেছে। কিন্তু তার পাল্টা প্রচার বিজেপি দিতে ব্যর্থ এত কিছু করেও। একদিকে বামগ্রেসের অপপ্রচার অন্যদিকে মন্ডলে গোষ্ঠীবাজী সবার নজর কেড়েছে। নির্বাচনের পর চার বড়জলার মত দুই নেতার ঝগড়া প্রকাশ্যে রাস্তায় এসে গেছে। এত কিছুর পরও বিজেপি প্রায় ১৯ হাজার ভোট পেয়েছে। জাস্ট কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হলো হারের কারণ। আরো পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে প্রকাশ পেলে অনেক নেতার প্যান্ট খুবে যাবে। চার বড়জলা মধুমেহ রোগে আক্রান্ত কার্যকর্তা থেকে শুরু করে কর্মীরা

বিজেপিকে অক্সিজেন দেন ডা: মানিক সাহা। উল্লেখ্য, এবারের ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই চালিয়ে গিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। যার অন্যতম

ক্ষুব্ধ বিধায়ক ও মন্ডলের উপর।

কান্ডারী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। তিনিই সাহসে ভর করে বলেছিলেন ত্রিপরায় ফের একবার জনতার রায়ে ক্ষমতায় আসছে ভারতীয় জনতা পার্টি। আর সেই সাহসে ভর করে অবশেষে ত্রিপুরার ক্ষমতায় এসেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। যার সিংহভাগ কৃতিত্ব যায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহার উপর। এতদিন ত্রিপুরায় থেকে ত্রিপুরার মানুষের মন জয় করেছেন। আর এবার বঙ্গের মানুষের মনও জয় করে নিলেন

আকাশে উড়লেন রাষ্ট্রপ প্রথম পাতার পর

গুলাবচাঁদ কাটারিয়া, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, পরিষদীয় মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকাও। এখানে প্রথমে তাঁকে "গার্ড অব অনার" দেওয়া হয়।

এর পর তাঁকে বায়ুসেনার পোশাকে সজ্জিত করে হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় হ্যালমেট। সুখই-এর ককপিটে ওঠার আগে ফাইটার পাইলটদের সঙ্গে গ্রুপ ছবিও তুলেন রাষ্ট্রপতি। ককপিটে বসিয়ে পুরুষ ও মহিলা বায়ুসেনা আধিকারিকরা তাঁকে উড়ানের সময় গৃহীত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি শিখিয়ে দিয়েছেন। মহিলা ফাইটার তাঁর হাতে গ্লাভস ও সিটবেল্ট পরিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, দ্রৌপদী মুর্মুর আগে ভারতীয় বায়ুসেনার যুদ্ধবিমানের ককপিটে বসেছিলেন তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি প্রতিভা দেবীসিং পাটিল, ড. এপিজে আব্দুল কালাম এবং রামনাথ কোবিন্দ।

গত ৬ এপ্রিল তিন দিনের সফরসূচি নিয়ে অসমে এসেছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। কাজিরঙায় অনুষ্ঠিত গজ উৎসব, কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতারোহণ দলের হাতে ব্যাটন প্রদান, গৌহাটি হাইকোর্টের প্ল্যাটিনাম জুবিলি

মহিলাদের নিয়ে কৈলাসের আপত্তিকর মন্তব্যে সমালোচনার ঝড

ছাড়ে না বিজেপি নেতা কৈলাশ বিজয়বর্গীয়ের। পশ্চিমবঙ্গের গত বিধানসভা নির্বাচনের সময় বিজেপিতে যোগ দেওয়া অভিনেত্রীদের নিয়ে তির্যুক মন্তব্য করেছিলেন তথাগত রায়। সেই বিতর্ক অতীত। তবে সম্প্রতি এই কৈলাশ বিজয়বগীয় বলেছেন, খারাপ পোশাক পরা মহিলারা দেখতে শূর্পনখার মতো। হনুমান জয়ন্তী ও মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে আয়োজিত এক ধর্মীয় অন্ঠানে করা কৈলাশ বিজয়বদীয়ের করা মন্তব্য ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায়

সংবাদ সংস্থা : বিতর্ক যেন পিছু

কৈলাশ বলেছেন, তিনি যখন রাতের বাডির দিকে রওনা দেন, সেই সময় তিনি শিক্ষিত যুবক এবং শিশুদের মধ্যে মাদকের প্রভাব দেখেছেন। তিনি বলেছেন. কোনও কোনও সময় তাঁর মনে হয়েছে গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে

তাঁদের চড মারেন। একইসঙ্গে বিজেপি নেতা বলেছেন, মহিলাদের দেবী হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু মহিলারা যদি বাজে পোশাক পরে ঘুরে বেড়ান, তাতে তারা দেবী নন, শূর্পনখার মতো দেখতে হন। তিনি বলেছেন, ভগবান মহিলাদের সুন্দর শরীর দিয়েছেন, বন্ধুরা ভাল পোশাক পরো, বলেছেন বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক। কৈলাশ বিজয়বর্গীয় অভিভাবকদের উদ্দেশে বলেছেন, তাঁদের উচিত সন্তানদের মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়া। এক সর্বভারতীয় সংবাদ

মাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, তিনি বলেছেন, শিক্ষার প্রয়োজন

নেই. সংস্কৃতির প্রয়োজন। তিনি বলেছেন, তাঁদের কৈলাশ) বাবা-মা খাওয়ার আগে রামায়নের কবিতা শোনাতেন। বৃহস্পতিবার রাতে সরাফা চৌপটিতে গিয়েছিলেন বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক। সেখানে তিনি খাবার খান। সেই ছবি কৈলাশ বিজয়বর্গীয় নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন। প্রসঙ্গত রামায়নের চরিত্রের নিরিখে , শূর্পনখা রাবনের বোন। এক্ষেত্রে কৈলাশ বিজয়বর্গীয়ের মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। কোন পোশাক কতটা খারাপ বা ভাল, তিনি সেটা তিনি কীভাবে বলছেন, প্ৰশ্ন করেছে বিরোধী মহিলা সংগঠনগুলি। বিজেপি পোশাকের বিধি আরোপ করতে চাইছে বলেও মন্তব্য করেছেন তাঁরা।

বতমান সরকারের জনকল্যাণে অনবদ্য কাজের সুবাদে আবারো পরস্কার পাচ্ছে রাজ্য

কল্যাণে অনবদ্য কাজ করার স্বীকৃতি স্বরূপ পঞ্চায়েত দপ্তরের হাত ধরে বর্তমান সরকারের ঝুলিতে আসছে আরো দুটো পুরস্কার।রাজ্য সরকারের অন্যতম লক্ষ্য সমাজের অন্তিম ব্যক্তির বিকাশ সাধন। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর নিরন্তর কাজ করে চলছে। এই অবস্থায় এবার পঞ্চায়েত রাজ্য ব্যবস্থায় অনন্য কাজের স্বীকৃতি স্বর্বপ ''নানাজি দেশমুখ সর্বোত্তম পঞ্চায়েত সততা বিকাশ পুরস্কার" পাচ্ছে কুমারঘাট ব্লক উপদেষ্টা কমিটি। এর পাশাপাশি স্পেশাল কার্বন নিউট্রাল পঞ্চায়েত সম্মানে ভূষিত করা হচ্ছে দক্ষিণ জেলার সার্ভ্য মহকুমার রূপাইছড়ি আরডি ব্লুকের অধীন বাগমারা গ্রাম কমিটিকে। শনিবার সামাজিক

সাহা। রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী আরো জানান, আগামী ২৪ এপ্রিল জাতীয় পঞ্চায়েত রাজ দিবসে নয়াদিল্লিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে এই পুরস্কার প্রদান করবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। ওইদিন পুরস্কার বাবদ কুমারঘাট ব্লক উপদেষ্টা কমিটিকে ১.৫০ কোটি টাকা দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই পুরস্কারগুলি রাজ্যের আপামর জনসাধারণের সার্বিক বিকাশে রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতি প্রদানের অন্যতম নিদর্শন। এই গৌরবময় সম্মান অর্জনের জন্য রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তরের পাশাপাশি সমস্ত পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহার সময়কালে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে জল জীবন মিশনে এসেছে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা। এর পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহর) প্রকল্পে দেশের

যোগাযোগ মাধ্যমে এই খবর জানিয়েছেন মখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক

GSTIN: 16AUOPS9576M1ZD Goutam Saha PH: 0381-2385326 **8794121209** M/S SAHA TILES & SANITATIONS CHITTARANJAN ROAD, AGARTALA মেঃ সাহা টাইলস্ এন্ড স্যানিটেশনস

ছোট শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছে আগরতলা শহর।

আজকের রাশিফল

আপনি আজ খুব সক্রিয় এবং চটপটে থাকবেন। আপনার স্বাস্থ্য আজ আপনাকে পুরোপরি সমর্থন করবে। আকস্মিক টাকাকড়ির আগমন আপনার রসিদগুলির এবং তাতণিক খরচার খেয়াল রাখবে। বন্ধুদের সাথে বাইরে বেরোন যারা ইতিবাচক এবং সহায়ক হবে। আজকের দিনে আপনি ভালোবাসার অনুপস্থিতি বোধ করতে পারেন। সফর করা আপনাকে নতুন স্থান দেখাবে এবং গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের সাথে সাক্ষাৎ করাবে। আপনার স্ত্রী আজ আপনার জন্য খুব ব্যস্ত হতে পারে। কোনো গাছের ছায়াতে বসে আজকে আপনি শান্তি পাবেন।জীবন কে আজকে। আপনি কাছে থেকে বুঝতে পারবেন।

প্রতিকার :- প্রেমিক বা প্রেমিকার মধ্যে প্রেম বৃদ্ধির জন্য ও সম্পর্ক মজবুত করার সবসময় কাছে গনেশজির ছবি

বৃষভ রাশিফল

আপনার মগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। যারা দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন তারা আজ যে কোনও জায়গা থেকে অর্থ অর্জন করতে পারবেন যা এক মুহুর্তে বেশ কয়েকটি জীবনের সমস্যাগুলি দূর করবে। দিনটির পরের ভাগে অপ্রত্যাশিত সুসংবাদ পুরো পরিবারের জন্য খুশি এবং উচ্ছলতা আনবে। আপনার স্ত্রীর পরিবারের সদস্যদের বাধা ফলে আপনার দিনটা একটু খারাপ হতে পারে। যতক্ষণ অতিক্রম করার ইচ্ছা থাকবে ততক্ষণ কোন কিছুই অসম্ভব নয়। আপনার বিবাহিত জীবন আজ একটু সময়ের জন্য আকাঙ্কা করবে। প্রতিদিন একই জিনিস করা বা একই একঘেয়ে রুটিন অনুসরণ করা একজন ব্যক্তিকে মানসিকভাবে ক্লান্ত করে তোলে। আপনিও একই সমস্যায় ভূগতে পারেন।

প্রতিকার :- প্রেম জীবন স্মরণীয় করতে আপনার প্রেমিক বা প্রেমিকার সাথে দেখা করতে যাবার আগে মধু খেয়ে

মিথন রাশিফল

একটি আমোদপ্রমোদ এবং মজার দিন। এই চিহ্নের কিছ নেটিভ তাদের বাচ্চাদের মাধ্যমে আজ আর্থিক সবিধা অর্জন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। আজ, আপনি আপনার সন্তানের জন্য গর্বিত হবেন। আপনার বাচ্চাকে আপনার প্রত্যাশামত ফল করতে অনপ্রেরিত করুন। কিন্তু তার চেষ্টা করার সাথে সাথে কোন চমতার আশা করবেন না। আপনার উৎসাহ স্পষ্টতই তার উদ্দীপনাকে জাগিয়ে তুলবে। সন্ধ্যার জন্য বিশেষ কিছু পরিকল্পনা করুন এবং সেটিকে যতটা সম্ভব রোম্যান্টিক করে তোলার চেষ্টা করুন। আজ সেরকমই একটি দিন যখন বিষয়গুলি আপনার ইচ্ছামাফিক চলে না। শুধুমাত্র একটু প্রচেষ্টার সঙ্গে, দিনটি আপনার বিবাহিত জীবনের সেরা দিন হতে পারে। আজ আপনার বাড়িতে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা কাজ অনুষ্ঠিত হতে পারে তবে তারপরেও আপনি কোনও কিছুর জন্য উদ্বিগ্ন থাকবেন।

প্রতিকার :- অশ্বথ গাছে জল দিলে আপনার দিন ভালো কাটবে।

কর্কট রাশিফল

স্থাস্যের দিকটিতে আরেকট বেশি যত্নের প্রয়োজন। আপনারা আজ রাতে আর্থিক লাভ অর্জনের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি কারণ আগে ঋণ দেওয়া কোনও টাকা ততণাতফিরে আসবে। আপনি যতটা চান তার সব আকর্ষণই কেডে নেওয়ার পক্ষে দর্দান্ত দিন- আপনার সামনে হয়তো অনেক কিছ জড়ো হয়ে থাকবে এবং কোনটি অনসরণ করবেন সে নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আপনার অসুবিধা হবে। প্রেমের সুযোগগুলি (সম্ভাবনাগুলি) স্পষ্ট- কিন্তু ক্ষণস্থায়ী হবে। যতক্ষণ অতিক্রম করার ইচ্ছা থাকবে ততক্ষণ কোন কিছুই অসম্ভব নয়। মারামারি এবং যৌন সম্পর্ক যা বেশিরভাগ বিবাহিত জীবনের প্রচলিত বিষয় হয়, কিন্তু আজ সবকিছু শান্ত হবে বলে মনে হয়। বিলম্ব হল পতনের মূল; ধ্যান ও যোগ অনুশীলন বিলম্ব থেকে মুক্তি পেতে সহায়ক হতে পারে।

প্রতিকার :- একটি সাদা কাপড়ে থিরনি শিকড় বেঁধে রাখলে স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে।

সিংহ রাশিফল

যেহেতু আপনার নিরন্তর উদ্যমের সাথে সাধারণ বুদ্ধি এবং বোধশক্তি মিলিত হয়ে আপনার সাফল্য নিশ্চিত করবে তাই আপনার ধৈর্য্য বজায় রাখুন। ব্যবসায়ীদের আজ তাদের বাণিজ্যের ক্ষতি হতে পারে। এছাড়াও, আপনার ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য আপনাকে অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। দিনটির পরের ভাগে অপ্রত্যাশিত সুসংবাদ পুরো পরিবারের জন্য খুশি এবং উচ্ছলতা আনবে। আপনার সাহসের ফলে ভালবাসায় জয় হবে। কর এবং বিমা সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে কিছু নজর দেওয়া প্রয়োজন হবে। আজকের দিনে "পাগল হওয়ার" দিন। আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম এবং রোমান্সের চরম মাত্রায় পৌঁছাবেন। আজ স্পা নেওয়ার পরে আপনি নবজীবন বোধ করতে পারেন। প্রতিকার :- গৃহদেবতাকে হলুদ রঙ্কের ফুল অর্পণ করলে আপনার আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি হবে। কন্যা রাশিফল

আপনার অসাধারণ প্রচেষ্টা এবং পরিবারের সদস্যদের সময়মত সমর্থনের ফলে আপনি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে পারেন। কিন্তু বর্তমান মনোভাব বজায় রাখতে আপনাকে কঠিন কাজ করতে হবে। ব্যবসায়ীদের আজ তাদের বাণিজ্যের ক্ষতি হতে পারে। এছাড়াও, আপনার ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য আপনাকে অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। বাচ্চারা আপনার মনোযোগ বেশী করে চাইবে- আপনার প্রতি তাদের সাহায্য ও সহানুভূতি দেখাবে। খুশির জন্য নতুন সম্পর্কের প্রতীক্ষায় থাকুন। যে কোনো পরিস্থিতিই হোক আপনাকে আপনার সময়ের খেয়াল রাখা উচিত যদি আপনি সময় কে গুরুত্ব না দেন তাহলে আপনারই ক্ষতি হবে। আপনার অর্ধাঙ্গিনীর সঙ্গে রোমান্স করার জন্য এটি একটি ভাল দিন। আপনার স্বাস্থ্য আপনার পরিবারকে আজ সুখী করবে।

প্রতিকার :- নিজের সহোদরের প্রতি সদ্ভাব রাখবেন এবং কটু কথা বলা থেকে দূরে থাকবেন আর্থিক অবস্থার জন্য শুভ হবে।

তুলা রাশিফল

উচ্চ প্রোফাইলের মানুষের সঙ্গে দেখা করতে নার্ভাস হবেন না এবং আত্মবিশ্বাস হারাবেন না। এটা স্বাস্থ্যের জন্যও যেমন ব্যবসার মূলধন হিসেবেও তেমন জরুরী। আজ, আর্থিক সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে আপনার আগ্রাসী প্রকৃতির কারণে আপনি প্রত্যাশার মতো উপার্জন করতে পারবেন না। বিবাহযোগ্যদের জন্য বৈবাহিক বন্ধন। আজু ইভটিজিংকে মেনে নেবেন না। কোনও কাজ কর্মক্ষেত্রে আটকে থাকার কারণে আপনার সন্ধ্যার মূল্যবান সময় নষ্ট হতে পারে। আপনার সাথে আপনার স্ত্রীর একটি বড খরচের জন্য একটি মনমালিন্য হতে পারে। বাগান আপনাকে শিথিলতার অনুভূতি দিতে পারে - এটি পরিবেশের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিকার :- সঙ্গীকে খুশি রাখতে পিতা এবং শিক্ষককে লাল এবং মেরুন রঙের বস্ত্র উপহার দিন।

আপনি আপনার শখ পূরণে অথবা আপনি সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেন এমন জিনিসে আপনার অতিরিক্ত সময় ব্যয় করুন। আজ আপনি সহজেই মূলধন- অনাদায়ী ঋণ জোগাড় করতে পারবেন- বা নতুন প্রকল্পে কাজ করার জন্য পুঁজির অনুরোধ করতে পারেন। ধর্মানুষ্ঠান বা শুভ অনুষ্ঠান ঘরেই করা উচিত। মানসিক ঝঞ্জাট এবং ডামাডোল, যেহেতু কাজের চাপ বেড়ে উঠছে। দিনের পরের ভাগে আরাম করুন। আপনার যোগাযোগ কৌশল এবং কর্মদক্ষতা হৃদয়গ্রাহী হবে। একজন আত্মীয়, বন্ধু, বা প্রতিবেশী আজ আপনার বিবাহিত জীবনে উত্তেজনা আনতে পারে। বেকার নেটিভদের পছন্দসই চাকরিতে অবতরণ করতে অসুবিধা হতে পারে। অতএব, আপনার আরও কঠোর পরিশ্রম করা এবং আপনার প্রচেষ্টা বাডাতে হবে।

প্রতিকার :- গণেশ জির চরণে দর্বা অর্পণ করলে প্রেম জীবনে তার সপ্রভাব পরবে।

আপনি মানসিকভাবে এবং শারীরিকভাবে সামান্য নীচু থাকবেন- একটু বিশ্রাম ও পুষ্টিকর খাদ্য আপনার শক্তি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে। আজ. আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের একসাথে যাওয়ার জন্য নিতে পারেন এবং তাদের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে পারেন। অর্থের বিষয়টি নিয়ে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কোনও বিরোধ হতে পারে। আপনার পরিবারের সকল সদস্যদের অর্থ এবং নগদ প্রবাহ সম্পর্কে পরিষ্কার হওয়ার পরামর্শ দেওয়া উচিত। আজ আপনি আপনার বন্ধুর অনুপস্থিতিতে আপনি তাঁর সৌরভ অনুভব করবেন। যদি আপনার মনে হয়। কিছু মানুষের সঙ্গ আপনার জন্য ঠিক না তাদের সাথে থেকে আপনার সময় নম্ভ হচ্ছে তাহলে তাদের সঙ্গ ছেড়ে দেওয়া উচিত। অনেক গডপডতা দিনের পরে আপনি এবং আপনার স্ত্রী আবার একে অপরের প্রেমে পডবেন। আজ স্পা নেওয়ার পরে আপনি নবজীবন বোধ করতে পারেন।

প্রতিকার :- সপ্তমুখী রুদ্রাক্ষ পরিধান করলে স্বাস্থ্যের ওপর ভালো প্রভাব দেখা দেবে।

আধ্যাত্মিক এবং শারীরিক উন্নতির জন্য ধ্যান এবং যোগ চর্চা করা উচিত। অর্থ-সংক্রান্ত সমস্যার কারণে আজ আপনি উদ্বিগ্ন থাকতে পারেন। এই জন্য, আপনি আপনার বিশ্বস্ত বিশ্বাসী পরামর্শ করা উচিত। আপনার চিন্তার অতীত আপনার ভাই আপনার প্রয়োজনে অধিক সহায়ক হবে। এটা আপনার ভালবাসার জীবনে একটি আশ্চর্যজনক দিন হতে চলেছে। ফাঁকা সময়ে আজকে আপনি মোবাইলে কোনো ওয়েব সিরিজ দেখতে পারেন। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার চাপের সম্পর্ক হবে এবং এরমধ্যে গুরুতর বিরোধ হবে কারণ এটি যতদিন চলা উচিত তার তুলনায় বেশি দিন চলবে। এমন একটি দিন যা আপনার দীর্ঘদিনের সাথে দেখা হয়নি এমন আপনার বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ করার। তবে আপনি যদি দেখা করতে চান তবে আপনার বন্ধুকে আগেই জানিয়ে দিন, বা অনেক সময় নষ্ট হতে

প্রতিকার :- নিজের বড় ভাইয়ের বিচার বিবেচনার সম্মান করলে এবং ওনার কথা শুনলে আর্থিক স্থিতিতে পরিবর্তন হবে। কুম্ভ রাশিফল

কোন সাধুসন্তের কাছ থেকে কোন স্বর্গীয় জ্ঞান আপনাকে শান্তি এবং স্বস্তি দেবে। একাধিক উত থেকে আর্থিক লাভ হবে। কিছু মানুষ তারা যা সম্পাদন করতে পারেন তার থেকেও বেশি প্রতিশ্রুতি দেবেন-এমন মানুষদের কথা ভূলে যান যাঁরা শুধু কথা বলেন কোন ফল দেন না। একজন বিশেষ বন্ধু আপনার অশ্রুজল মুছিয়ে দিতে পারে। আপনার অতীতের কারোর আপনাকে যোগাযোগ করা এবং এটিকে একটি স্মরণীয় দিনে পরিণত করা সম্ভব। আজ আপনি আপনার বিবাহিত জীবনের সেরা দিনের সম্মুখীন হবেন। আজ, কোনও সহকর্মী আপনাকে কিছু সহায়ক পরামর্শ দিতে পারেন। তবে আপনি এটি মোটেও পছন্দ করতে পারেন না।

প্রতিকার :- সুখ ও শান্তিময় সংসার জীবন পেতে ভোরবেলা ১১ বার "ওম ক্রাং ক্রিং ক্রৌং সঃ ভৌমায় নমঃ" জপ

মীন রাশিফল

আপনার হাসি বিষণতার বিরুদ্ধে যন্ত্রণা দূরীকরণের কাজ করবে। আজ অর্থের আগমন আপনাকে অনেক আর্থিক। ঝামেলা থেকে মুক্তি দিতে পারে। আপনি যার সাথে বাস করেন তিনি আপনার সাম্প্রতিক কাজকর্মে অত্যস্ত অতিষ্ঠ হবেন। বরফের মতো আশংকা করবেন না কারণ দুঃখণ্ডলো আজই গলে যাবে। দুরবর্তী স্থানে যাত্রা আরামদায়ক হবে না-কিন্তু আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ বানাতে সাহায্য করবে। এটাই বিবাহের উজ্জ্বল দিকের অভিজ্ঞতা লাভ করার দিন। আপনার নিকটতম সহযোগীদের অবহিত না করে আপনার কোনও ধারণা নেই এমন কোনও স্টক বা সংস্থায় বিনিয়োগ করবেন না।

প্রতিকার :- পরিবারের সুখ শান্তি সমৃদ্ধির জন্য ঘরে কারো জন্মদিনে এবং বিশেষ কোন দিনে সাদা জিনিস গরিবদের



CMYK



পশ্চিমবঙ্গে দলত্যাগী চার মহিলাকে দণ্ডি

স.) : চার মহিলাকে দণ্ডি কাটানোর ভিডিয়ো নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মহলে। শনিবার টুইট করে ওই ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। যিনি ঘটনাচক্তে বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদও বটে। সুকান্তবাবুর অভিযোগ, "তৃণমূল कः तथम जािनवामी विद्याशी। আদিবাসীদের অসম্মান করতে যা করার, তৃণমূল তা-ই করেছে। আদিবাসী সম্প্রদায়কে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই এর বদলা নিতে হবে।" ঘটনার নিন্দায় সরব হয়েছেন বিজেপির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরীও। তিনি বলেন, "কেউ চাইলে যে ভাবে খুশি রাজনীতি করতে পারেন। যে কেউ যে কোনও দলে যেতে পারেন। কিন্তু এ ভাবে মহিলাদের অসম্মান

ধিক্কার জানাচিছ। প্রয়োজনে মহিলা কমিশনের কাছে অভিযোগ জানাব।" বৃহস্পতিবার বিকেলে তপন বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক বুধরাই টুডুর উপস্থিতিতে বিজেপির জেলা মহিলা মোর্চার নেতৃত্বে গোফানগর অঞ্চলের প্রায় ২০০ জন মহিলা এবং তাঁদের পরিবার তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন। তাঁদের মধ্যেই ছিলেন শনকইর গ্রামের বাসিন্দা মার্টিনা কিস্কু, শিউলি মারডি, ঠাকরান সোরেন এবং মালতী মূর্ম্। সেই কথা চাউর হতেই চার আদিবাসী মহিলাকে বালুরঘাট নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দক্ষিণ দিনাজপুরের তৃণমূল মহিলা মোর্চার জেলা সভাপতি প্রদীপ্তা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে 'ঘর ওয়াপসি' হয় তাঁদের। অভিযোগ, বালুরঘাট কোর্ট মোড় থেকে পার্টি অফিস যোগ দেওয়ানো হয় তাঁদের। চার আদিবাসী মহিলার দণ্ডি কাটার ভিডিয়োও ছড়িয়ে পড়ে। সেই ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই তা নিয়ে শুরু হয় রাজনৈতিক তরজা। দক্ষিণ দিনাজপুরের তৃণমূল জেলা সভাপতি মৃণাল সরকার বলেন, "দলে কাউকে যোগ দেওয়াতে হলে জেলা তৃণমূল নেতৃত্বকে জানাতে হবে। এ বিষয়ে আমাদের কাছে কোনও খবর ছিল না। দণ্ডি কাটিয়ে দলে যোগ দেওয়ানোর কোনও রীতি তৃণমূলে নেই। কেউ যদি এটা করিয়েও থাকেন, তা হলে অন্যায় করেছেন। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।["] যদিও যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেই প্রদীপ্তার দাবি, "গ্রামের সরল মহিলারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে নিজেরাই বিজেপিতে যোগদানের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দলে ফিরে আসতে

প্রায়শ্চিত্ত করতে তাঁরা নিজেরাই বালুরঘাট কোর্ট মোড় থেকে পার্টি অফিস পর্যন্ত দণ্ডি কেটে এসে আবার তৃণমূলে যোগদান করেন।" মার্টিনা জানান, তাঁদের 'জোর করে' তুলে নিয়ে গিয়ে বিজেপিতে যোগদান করানো হয়েছিল। বিজেপিতে যোগদানের 'প্রায়শ্চিত্ত' করতেই তাঁরা নাকখত দিয়ে দণ্ডি কেটে তৃণমূলের পার্টি অফিসে ঢুকেছেন। তাঁর কথায়, "আমাদের জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে বিজেপিতে যোগদান করানো হয়। বিজেপির পতাকা হাতে নিয়েছি ভেবে রাতে ঘুমোতে পারিনি। মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের অনেক সুবিধা দিয়েছেন। তা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। তাই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে আমরা নিজেরাই দণ্ডি কেটে পার্টি অফিস পর্যন্ত গিয়েছিলাম।"

২৪ ঘণ্টা পর খুলে দেওয়া হল জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক

জম্মু, ৮ এপ্রিল(হি.স.) : ২৪ ঘণ্টা পর শনিবার ফের যান চলাচলের খুলে দেওয়া হল জিম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক। সকাল ৬টা থেকে দুদিক থেকে হালকা যানবাহন ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। জম্ম থেকে শ্রীনগর এবং শ্রীনগর থেকে জম্ম পর্যন্ত হালকা যান চলাচল করছে। এই যানবাহনগুলি পাস করার পরে, শ্রীনগর থেকে জম্মুর দিকে ভারী যানবাহন পাঠানো হবে। পণ্য ও অন্যান্য যানবাহন পাশ কাটিয়ে বাহিনীর নিরাপতা যানবাহনগুলিকে শ্রীনগর থেকে জম্মুর দিকে যেতে দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, শুক্রবার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কারণে এই

মহাসড়ক বন্ধ ছিল। ১০-১১ এপ্রিল অরুণাচলে সফর অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (হি.স.): আগামী ১০-১১ এপ্রিল দুই দিনের সফরে উত্তর-পূর্বের রাজ্য অরুণাচল প্রদেশ সফরে যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। দুই দিনের এই সফরে অরুণাচল প্রদেশে একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। সরকারি সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ১০-১১ এপ্রিল অরুণাচল প্রদেশ সফরে যাচ্ছেন। সফরের প্রথম দিনে তিনি ১০ এপ্রিল অরুণাচল প্রদেশের আনজাও জেলার সীমান্ত গ্রাম কিবিথুতে 'ভাইৱেন্ট ভিলেজ প্রোগ্রাম'-এর সূচনা করবেন। এছাড়াও আরও বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর।

পুণেতে বেসরকারি বাস উল্টে নিহত এক মহিলা, আহত আরও ৩ জন

পুণে, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : শনিবার সকালে পুণে জেলার দাউভ এলাকায় একটি বেসরকারি বাস উল্টে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় তিন যাত্রী আহত হয়েছেন। সবাইকে কাছের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ জানায়, পুণে শহরের ভবানীপেঠ, লোহিয়ানগর এলাকা থেকে প্রায় ৪৯ জন ভক্ত একটি বেসরকারি বাসে করে তুলজাপুর ও ইয়ারমালা গিয়েছিলেন দেবদর্শন করতে। এদিন সকালে সমস্ত ভক্ত একই বাসে পুণে ফিরছিলেন, কিন্তু দৌন্দ তহসিলের ঘাগ্রেওয়াড়ির কাছে একটি গর্তের কারণে বাসটি উল্টে যায়।এ ঘটনায় ঘটনাস্থলেই এক মহিলা নিহত হন। এবং তিন যাত্রী আহত হন। নিহতের পরিচয় এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

কোর গ্রুপের নেতাদের সঙ্গে

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল(হি.স.) কণাটক বিজেপি সভাপতি নলিনকুমার কাতিল, কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদুরাপ্পা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মান্ডাভিয়া এবং অন্যান্য নেতারা শনিবার কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের বিষয়ে বিজেপি সভাপতি জেপি নড্ডার বাসভবনে বৈঠক করেন। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠকের আগে জাতীয় সভাপতি জেপি নডা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মাভাভিয়ার সঙ্গে কর্ণাটক কোর গ্রুপের নেতাদের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। আগামী মাসে কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের বিষয়ে ৯ এপ্রিল দিল্লি সদর দফতরে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডেকেছে বিজেপি কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপি সভাপতি জেপি নড্ডা, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিএল সস্তোষ, কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বাসভরাজ বোমাই, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদুরাপ্পা সহ অনেক সিনিয়র নেতা বৈঠকে যোগ দেবেন।

সম্প্রীতির মঙ্গল শোভাযাত্রা গাঙ্গুলি বাগান থেকেযাদবপুর

পয়লা বৈশাখের দিন মঙ্গল শোভাযাত্রায় পা মেলানোটা এখন পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি মানুষের কাছেই সময়ের আবেদন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঠিক যে ভাবে আশির দশকের শেষের দিকে সময়ের ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশে শুরু হয়েছিল মঙ্গল শোভাযাত্রা। বাংলা বর্ষ বরনের দিন এই মঙ্গল শোভাযাত্রাকে ইউনেস্কো ইতিমধ্যেই 'অধরা বিশ্ব ঐতিহ্য' হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ২০১৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে মঙ্গল শোভাযাত্রার যে পথ চলা শুরু

বছরের মতো এই বছরও "পশ্চিমবঙ্গ মঙ্গল শোভাযাত্রা গবেষণা ও প্রসার কেন্দ্রে"র উদ্যোগে এই শোভাযাত্রা শুরু হবে সকাল আটটায় কলকাতার গাঙ্গুলি বাগান মোড় থেকে। শেষ হবে যাদবপুরে। ছৌ, রনপা সহ বাংলার বিভিন্ন লোকজ সংস্কৃতি নিয়ে শোভাযাত্রায় পা মেলাবেন শিল্পীরা। ঢাল, ঢোল,

দোতারা, বাঁশি দিয়ে শিল্পীরা প্রদর্শন করবেন তাঁদের শিল্পকর্ম। এবার শোভাযাত্রার বিশেষ আকর্ষণ শিল্পীদের হাতে গড়া বিরাট মেছো বিড়াল, বুলবুলি পাখি ও একতারা

গাড়ি পড়ল খাদে, হত তিনজন, জখম এক



দেহরাদুন, ৮ এপ্রিল(হি.স.) : উত্তরাখণ্ডের রাজধানী দেহরাদুনের কাছে একটি পর্যটকের সুইফ ডিজায়ার গাড়ি রাস্তা থেকে ২০০ মিটার নীচে একটি খাদে পড়ে ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন এক পর্যটিক। দেহরাদুন জেলার কালসি থানার অন্তর্গত সাহিয়ার দিকে চাপনুর কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এই গাড়িতে মাত্র চারজন পর্যটক ছিলেন। পুলিশ জানায়, গাড়িটি চাকরাতার দিকে যাচ্ছিল। কলসি থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।আহত পর্যটক জ্ঞানেন্দ্র সাইনি (৪৮) কে বিকাশনগর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি গাজিয়াবাদ মালিওয়ালার বাসিন্দা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এসডিআরএফ ও পুলিশের দল। নিহতদের পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনায় আহত জ্ঞানেন্দ্র সাইনি পুলিশকে জানিয়েছেন, তারা গাজিয়াবাদ থেকে বেড়াতে যাচ্ছিলেন। রাত সাড়ে ১১টার দিকে তার গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। এ সময় তিনি গাড়ি থেকে ছিটকে পড়েন। পুলিশ জানায়, সকাল সাড়ে ৬টার দিকে পাশ দিয়ে যাওয়া একটি পিকআপ গাড়ি খাদে পড়ে থাকতে দেখে খবর দেয়। এরপর সেখানে পৌঁছে ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ শুরু করা হয়। পুলিশ জানায়, নিহতদের পরিচয় জানা গেছে। তাদের মধ্যে পঞ্চবটি কলোনি গাজিয়াবাদের বাসিন্দা ঋষভ জৈন (২৭), দুহাই গাজিয়াবাদ গ্রামের বাসিন্দা সুরজ কাশ্যপ (২৭) এবং ছোট বাজার শাহদারা দিল্লির বাসিন্দা গুড়িয়া (৪০)।

পথদুর্ঘটনায় মৃত ২, বর্ধমানে জাতীয় সড়কে ব্যাহত যান চলাচল

পূর্ব বর্ধমান, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : শনিবার সাতসকালে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। মোটর ভ্যানের এবং ট্রাকের মুখোমুখি ধাক্কায় মৃত্যু হল দু'জনের। জখম আরও দু'জন। তাঁরা বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভরতি। পুলিশ দেরিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর প্রতিবাদে পথ অবরোধ স্থানীয়দের। তার ফলে বর্ধমানের ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে ব্যাহত যানচলাচল।শনিবার সকালে বর্ধমানের ১৯ নম্বর জাতীয় সডকে মীরছোবা এলাকার ফ্রাইওভারের উপর দিয়ে একটি মোটর ভ্যান এবং ট্রাক যাচ্ছিল। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। মোটর ভ্যানে পিছন থেকে এসে ধাক্কা মারে একটি লরি। লরির ধাক্কায় ওই মোটর ভ্যানে থাকা চারজন ছিটকে পড়েন রাস্তায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, দু'জন ঘটনাস্থলেই মারা যান। বাকি দু'জনেরও আঘাত গুরুতর। শনিবার ভোরে পূর্ব বর্ধমানের ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের মিরছোবার কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে ঘটনাস্থলেই যে দু'জন প্রাণ হারান, তাঁরা হলেন শেখ বাপি এবং শেখ কিরণ। জখম হন শেখ জয়নাল এবং শেখ বালি নামে দু'জন। তাঁরা বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন এলাকার লোকজন। তাঁদের দাবি, দুর্ঘটনা ঘটার দীর্ঘ সময় পর পুলিশ আসে। এমনকী ঘটনাস্থলে যে সিভিক ভলান্টিয়াররা। ছিল, তাঁরাও দুর্ঘটনার পর সেখান থেকে সরে পড়েন বলে অভিযোগ। পরে বর্ধমান থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ দু'টি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় এখনও পুলিশের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।প্রতিবাদে বেশ কিছুক্ষণ ধরে জাতীয় সড়কে চলে অবরোধ। অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা। বর্লেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। দেহ উদ্ধার করেন ময়নাতদন্তে নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ জাতীয় সড়কে যানচলাচল ব্যাহত হয়। সমস্যায় পড়েন যাতায়াতকারীরা।

PRESS NOTICE INVITING TENDER No. e-PT-I/EE/RD/STB/

2023-24, Dated-05/04/2023 On behalf of the 'Governor of Tripura 'the Executive Engineer, R.D Santirbazar Division, Santirbazar, South Tripura' invites percentage rate Two Bid System e-tender in PWD Form no-7 up to 2:00 P.M. on 17/04/2023 for 01 (One) no Construction work. For details visit website https:// tripuratenders.gov.in and contact at M-8787480265. Any subsequent corrigendum will be available in the website

> **Executive Engineer** RD Santirbazar Division Santirbazar, South Tripura

কলেছের ছাত্র ছাত্রী রা শিল্পীদের হাতে গড়া মুখোশ পরে হাঁটবে এই পদযাত্রায়। পদযাত্রায় শেষে থাকবে বাংলার বিভিন্ন রকমারি খাবারের সমাহার। মঙ্গল শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই পাটুলী কিশোর বাহিনী ক্লাবে শুরু হয়েছে কর্মশালা। আগামী ২ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে এই কর্মশালা। চলবে পয়লা বৈশাখের আগের দিন পর্যন্ত। গোটা দিন ব্যাপী শিল্পীরা করছে তাদের শিল্প কর্ম। কর্মশালার নেতৃত্বে আছেন বাংলার দুই শিল্পী প্রদীপ গোস্বামী ও সুদীপ রক্ষিত। এ ছাড়াও মঙ্গল শোভাযাত্রা কে কেন্দ্র করে আগামী ১৩ এপ্রিল গঙ্গুলিবাগান কলতান হলে অনষ্ঠিত হবে শিশু কিশোরদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। মঙ্গল শোভাযাত্রা একান্ত ভাবেই সম্প্রীতির উৎসব, ভালোবাসার উৎসব, নিজের মন থেকে রাগ, বিদ্বেষ কে বিসর্জন দেয়ার উৎসব। মঙ্গল শোভাযাত্রা গবেষণা ও প্রসার কেন্দ্রের সম্পাদক বুদ্ধদেব ঘোষ এব্যাপারে বলেন, যেভাবে এখন সাম্প্রদায়িক বিষ বাষ্প বাংলার সমাজ জীবন কে কলুষিত করছে সেখানে মঙ্গল শোভাযাত্রার মতো অসাম্প্রদায়িক উৎসব হয়ে উঠতে পারে ধর্মীয় মৌল বাদ কে রোখার অন্যতম হাতিয়ার। ইতিমধ্যেই মঙ্গল শোভাযাত্রা কলকাতা ছাড়িয়ে বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা গোটা রাজ্যে এই সম্প্রীতির উৎসব ছড়িয়ে দিতে চাইছি।

বিপুল আধার কার্ড উনুনে পোড়ানোর সময় হাতেনাতে ধৃত ১, উদ্ধার

বস্তাবন্দী কার্ড

উত্তর ২৪ পরগণা, ৮ এপ্রিল (হি. স.): একগুচ্ছ আধার কার্ড পুড়িয়ে নষ্ট করার অভিযোগে আটক করা হল এক ব্যক্তিকে। ওই ব্যক্তির বাড়ি থেকে উদ্ধার হল হাজার হাজার আধার কার্ড। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবরা বিধানসভার অন্তর্গত আটুলিয়া এলাকার ঘটনা। সূত্রের খবর, গৌরাঙ্গ সেন নামে এক ব্যক্তিকে শুক্রবার রাতে তাঁর বাড়ি থেকে আটক করা হয়েছে। প্রথমে তাঁর উনুনের পাশে আধার কার্ড দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। সেগুলি পোড়ানো হচ্ছিল বলে অভিযোগ। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে, ঘটনাস্থলে যান আধিকারিকেরা। ঘরে ঢুকতেই দেখা যায়, বস্তাবন্দি অবস্থায় পড়ে রয়েছে আরও অনেক আধার কার্ড। সরকারি নথি কীভাবে ওই ব্যক্তি বাড়িতে এনে রাখলেন, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে পুলিশ। কেনই বা তিনি ওগুলো পোড়াচ্ছিলেন? সেটাও স্পষ্ট নয় ৷অভিযুক্তকে আটক করে নিয়ে যায় হাবরা থানার

করণদিঘিতে বেপরোয়া ট্রাকের ধাক্কায় বৃদ্ধার মৃত্যু

করণদিঘি, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘিতে চালবোঝাই ট্রাকের ধাক্রায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। মৃতার নাম বিবি ফতেমা খাতুন (৭০)। জানা গিয়েছে, শনিবার দোমোহনা রসাখায়া বেঙ্গল টু বেঙ্গল রাজ্য সড়কের ধারে ভুলিকি মাদ্রাসা পাড়ায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। সেই সময় দোমোহনা থেকে একটি ছয় চাকার ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। খবর পেয়ে সেখানে যান বৃদ্ধার পরিবারের সদস্যরা। বৃদ্ধার নাতি আতকুল্লার অভিযোগ ট্রাকের চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করে করণদিঘি থানার পুলিশ। গ্রেফতার করা হয়েছে ট্রাকের চালককেও।

সেনাদের সম্মান জানিয়ে হফতারের আয়োজন জেলেনাস্কর কিয়েভ, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : যুদ্ধের ক্রেমলিন-নিয়ন্ত্রিত ক্রিমিয়ায়

আগে উত্তপ্ত ময়না, পতাকা টাঙ্গানো নিয়ে সংঘর্ষ দু'দলের পূর্ব মেদিনীপুর, ৮ এপ্রিল (হি. স.)

শুভেন্দুর সভার

: আদালতের নির্দেশ হাতে নিয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নায় সভা ক্রল বিজেপি। কিন্তু বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সভার কয়েক ঘণ্টা আগে আবার উত্তপ্ত ময়নার বাকচা এলাকা। দলীয় পতাকা ঝোলানো নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় বাকচা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।শনিবার দুপুরে ইজমালিচক ফুটবল মাঠে সভা করতে আসেন শুভেন্দু। তার আগে শুরু হয় ঝামেলা। বিজেপির অভিযোগ, শুক্রবার রাতে এলাকার বিভিন্ন জায়গায় দলের পতাকা টাঙাতে গেলে তৃণমূল তাদের বাধা দেয়। বিজেপির পতাকা ছিঁড়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। স্থানীয় তৃণমূল নেতা অনিল কুমার দাসের দাবি, '''দুয়ারে সরকার' চলছে বলে এলাকায় তৃণমূলের পতাকা লাগানো রয়েছে। বিজেপির ছেলেরাও রাতে পতাকা টাঙাতে আসে। শুক্রবার গভীর রাতে আমাদের পতাকা ছিঁড়ে ফেলে দেয় বিজেপির লোকজন। বাধা দিতে গেলে আমাদের কর্মীকে বেধডক মারধর করে বিজেপির গুভাবাহিনী। পরে পুলিশে খবর দেওয়া হলে এলাকায় টহলদারি শুরু হয়।" বিজেপির তমলুক সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি আশিস মণ্ডলের অভিযোগ, "তৃণমূল এখন নিজেদের পতাকা

বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করছে।" ১২ই রাজস্থানে প্রথম বন্দে ভারত

ছিঁড়ে ফেলে বিজেপিকে

জয়পুর, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : थ्यधान्त्रे थियान्त्रे थियान्त्रे थियान्त्रे এপ্রিল রাজস্থানে প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন উপহার দেবেন।এর পরে, দিল্লি থেকে জয়পুর এবং আজমীর যাওয়ার জন্য যাত্রা আরও সহজ এবং মসুণ হয়ে উঠবে। রাজস্থানের এই বহুল প্রতীক্ষিত বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের পরিচালনার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী কার্যত (ভিডিও কনফারেন্স) দিল্লি থেকে ১২ এপ্রিল দুপুর ১২ টা ৩০ মিনিটে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের উদ্বোধন করবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে জয়পুরে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে জয়পুর পৌঁছবেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, বিধায়ক ও সাংসদরা। উত্তর-পশ্চিম রেলওয়ের জনসংযোগ আধিকারিক শশী কিরণ জানিয়েছেন, বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন চালানোর সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। রেলওয়ে বোর্ড শীঘ্রই ভাড়া চার্ট প্রকাশ করবে। এই বন্দে ভারত স্টপেজ হবে জয়পুর, আলওয়ার এবং গুরুগ্রামে। উত্তর পশ্চিম রেলওয়েও রেওয়াড়িতে স্টপেজের প্রস্তাব পাঠিয়েছে বোর্ডের কাছে।

মধ্যে মুসলিম সেনাদের সম্মান জানিয়ে প্রথমবার আনুষ্ঠানিকভাবে ইফতারের আয়োজন করলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির ইউ ক্রেনের জেলেনস্কি। আর সেই অনুষ্ঠানে ইউ ক্রেনের মুসলিম সেনা সদস্যদের পুরস্কৃত করলেন তিনি। শুক্রবার ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিক ইফতারের আয়োজন করেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি। সেই ইফতারে অংশ নিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সুর চড়ান জেলেনস্কি। রাশিয়ার কাছ থেকে

সংখ্যালঘু মুসলিম তাতার সম্প্রদায়ের প্রতি রাশিয়ার আচরণের নিন্দা জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট। জেলেনস্কি বলেন, 'ক্রিমিয়া দখলমুক্ত করা ছাড়া ইউক্রেন বা বিশ্বের কাছে আর কোনো বিকল্প নেই। আমরা ক্রিমিয়ায় ফিরে যাব।' এদিন ইফতারের জমায়েতে ইউ ক্রেনের বেশ কয়েকজন মুসলিম সেনাসদস্যকে পুরস্কৃত করেন তিনি। প্রথমবারের মতো ইফতারের আয়োজনের পর এদিন কিয়েভে মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে দেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

'ইউক্রেন আমাদের দেশের মুসলিম ও বিশ্বের মুসলিমদের কাছে কৃতজ্ঞ।' তিনি আরও বলেন, ইউক্রেন প্রথমবারের মতো ইফতার আয়োজন শুরু করল। এদিন জেলেনস্কি ইউক্রেনের মুসলিম নেতা ও মুসলিম দেশগুলোর রাষ্ট্রনেতাদের উদ্দেশে বলেন, ক্রিমিয়া দখলের সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়া ইউক্রেনকে দাস বানানোর প্রচেষ্টা শুরু করেছে। রাশিয়া ক্রিমিয়ার বাসিন্দা, ইউক্রেনীয় ও ক্রিমিয়ার তাতার জনগোষ্ঠীর ওপর দমন-পীড়ন চালিয়েছে। প্রসঙ্গত ক্রিমিয়ার ২০ লাখ জনগোষ্ঠীর ১২ থেকে ১৫ শতাংশ মুসলিম তাতার সম্প্রদায়।

সেকেন্দ্রাবাদ ও তিরুপতির মধ্যে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা



হায়দরাবাদ, ৮ এপ্রিল (হি.স.): আরও একটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস পেল ভারত, শনিবার তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদ থেকে সেকেন্দ্রাবাদ ও তিরুপতির মধ্যে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের সূচনা করেছেন

ক্রিমিয়া পুনর্দখলের প্রতিশ্রুতি

তিনি। পাশাপাশি

সেকেন্দ্রাবাদ ও তিরুপতির মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এইমস বিবিনগরের ভিত্তিপ্রস্তর

বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের সূচনা করার পর প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, বিশ্বাস, আধুনিকতা, প্রযুক্তি ও পর্যটনকে সংযুক্ত করবে এই ট্রেন। পাশাপাশি হায়দরাবাদের

জনসভায় বক্তব্য রাখার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এই সমস্ত প্রকল্প যোগাযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি রাজ্যের পরিকাঠামোকে মজবুত করবে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, উল্লেখযোগ্যভাবে, গত ৯ বছরে, প্রায় ৭০ কিলোমিটার মেট্রো নেটওয়ার্ক শুধুমাত্র হায়দরাবাদে স্থাপন করা হয়েছে। তিনি বলেন, এনডিএ সরকার তেলেঙ্গানার জনগণের স্বপ্ন ও আকাঙ্খা পূরণের জন্য নিবেদিত। 'সবকা সাথ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস'-এর চেতনায় আমরা এগিয়ে চলেছি।

এছাডাও পাঁচটি জাতীয় মহাসডক

প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন

প্রধানমন্ত্রী, সেকেন্দ্রাবাদ রেলওয়ে

স্টেশনের পুনর্নির্মাণ এবং অন্যান্য

উন্নয়ন প্রকল্পেরও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

করেন তিন। পরে একটি

১০ এপ্রিল পর্যন্ত শুষ্কই থাকবে জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ এখনও কাঁপছে ঠাভায়



শ্রীনগর, ৮ এপ্রিল (হি.স.): বৃষ্টি থামতেই আবহাওয়ার উন্নতি হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে। আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই, ১০ এপ্রিল পর্যন্ত মূলত শুষ্কই থাকবে জম্ম ও কাশ্মীরের আবহাওয়া। কাশ্মীরের আবহাওয়া আপাতত মনোরমই রয়েছে, উপত্যকার কোথাও কোথাও ওঠানামা করছে তাপমাত্রার পারদ, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখ এখনও কাঁপছে

ঠান্ডায়। জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ১১ এপ্রিলের পর ফের হতে পারে বৃষ্টি ভূস্বর্গে, তবে হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ১২-১৫ এপ্রিল মূলত মেঘলা থাকবে উপত্যকা, এই সময়ে হতে পারে হালকা বৃষ্টি। কাশ্মীরের কোথাও কোথাও এখনও হিমাঙ্কের নীচে রয়েছে তাপমাত্রা, আবার কোথাও তাপমাত্রার পারদ ঊর্ধমুখী। যেমন শ্রীনগরে ওঠানামা করছে তাপমাত্রা। আবার কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখে তাপমাত্রার পারদ নিম্নমুখী। লাদাখের লেহ ও কার্গিল উভয় স্থানেই তাপমাত্রার পারদ এখনও হিমাঙ্কের নীচে। এই পরিস্থিতিতে জম্ম -কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানাল, আগামী ১০ এপ্রিল পর্যন্ত মূলত শুষ্ক থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া। ১১ এপ্রিলের পর ফের হতে পারে বৃষ্টি।

গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক

ICA-C-085/23

CMYK+

CMYK

প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ,

গুটি গুটি পায়ে আজ কিভাবে যে বহুলপ্রচারিত দৈনিক সংবাদপত্র 'ত্রিপুরা ভবিষ্যত'এর পড়ার পাতা নতুন আলো **৫০তম জন্মদিনে** পৌঁছে গেলো তা সত্যিই অবাক করার মতো। এই সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের চাহিদা পূরণ করতে কিন্তু এগিয়েছিল পড়ার পাতাটি নতুন আলোর পাতায় ছিল NEET প্রস্তুতি বিশেষ করে ২০২৩ এর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য বাংলা ও ইংরেজী বিষয়ের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী দেওয়া হয়েছিল পড়ার পাতায়। পরীক্ষা শেষ দেখা গেল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে বাংলা বিষয়ে ৫৪.৭৪ শতাংশ ও ইংরেজী বিষয়ে ৭৫ শতাংশ প্রশ্ন মিলে গেছে। এতে নতুন আলোর পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলেই আমরা মনে করি। ২০২৪ এর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্যও আমাদের এই প্রয়াস জারি থাকবে। একথা বলে দেওয়া প্রয়োজন যে, আমরা উচ্চমাধ্যমিকের বাংলা ও ইংরেজী বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ের সাজেশান দিই না। কারণ বাংলা ও ইংরেজি উচ্চমাধ্যমিক কলা, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান বিভাগের বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীদের জন্য কমন বিষয়। আজ পর্যন্ত তোমরা যতটুকু নতুন আলোর পাশে থেকেছো, আগামীদিনেও থাকবে আশা করেই ইতি টানলাম। সুস্থ থেকো, ভালো থেকো।

শুভেচ্ছান্তে, সম্পাদক, নতুন আলো।

পৃথিবীর ভূত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ : এলিয়েন আখ্যান (১১)

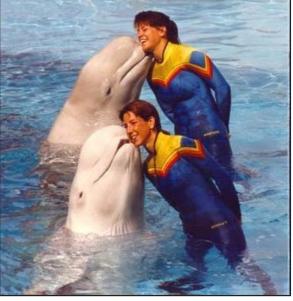


ড. শৈবাল রায় অধ্যাপক, মথুরা

SETI র নয়া উদ্যোগ এবং কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে এবার কিছু আলোচনা দরকার আর সেটা করা দরকার ঝণার মতো করে সাঙ্গীতিক তাল মিলিয়ে অর্থাৎ কিনা বিজ্ঞান-প্রযুক্তিবিদ্যার বিষয়বস্তু আসবে সেখানে অবশ্যই কিন্তু খটোমটো দিকগুলো এডিয়ে

স্টার ট্রেক ফিল্ম সিরিজের দ্য ভয়েজ হোম (The Voyage Home) -এ দেখা যাচেছ এলিয়েনরা মানুষ নিয়ে মাথা ঘামাচেছ না, বরং তিনি

(whale) নিয়ে যাবতীয় আদিখ্যেতা তাদের। এ-ধরণের আজব কথাবার্তা আগের লেখাগুলোতে ঢের শোনা হয়েছে আমাদের, বিশেষ করে দিগড়ে নিয়ে বিজ্ঞানীদের মুখ থেকেই। তবে সিনেমাওলারা কী বলছে সেটা সবসময়ে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। যদিও এটা জেনে রাখা ভালো যে, সায়েন্স ফিকশন নিয়ে পশ্চিমীদেশে যেসব সিনেমা হয় তার পেছলে প্রায়শই বিজ্ঞানসম্মত বক্তব্য থাকে আর এটা হয়ে ওঠে যেহেতু চিত্রনাট্যের দেখভালে কোনো না কোনো বিজ্ঞানীর বিশেষ ভূমিকা থাকে। যেমন, ক্রিস্টোফার নোলানের বিখ্যাত সিনেমা ইন্টারস্টেলার (Interstellar) দেখাশোনা করেছিলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী for N (Kip Thorne) যিনি ২০১৭ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার পেয়েছিলেন। আর মজার ব্যাপার হলো, এই সিনেমাটা বানানো হয়েছিলো ২০১৪ সালে এখানে মহাকাশ সুড়ঙ্গ (কাঁচ বিবর Worm Hole) নিয়ে দৃশ্যমান বক্তব্য



রাখা আছে। যার উপর কিন্তু মনের গবেষণা রয়েছে তাহলে বোঝাই যাচেছ কেন কিপের মতো বিশেষজ্ঞকে রাখা হলো। নিছকই সিনেমাটিকে বিজ্ঞানসম্মত করার লক্ষ্যে যাতে অন্তত মনোরজনের পাশে বৈজ্ঞানিক তথ্যের দিক থেকে বোঝা সম্ভব নাও হতে পারে। তেমন কোনো মারাত্মক ঘাটতি না যেমন, মানুষের কাছাকাছি থাকে এবার শোনা যাক তিনি নিয়ে বৃদ্ধিসম্পন্ন তিমির ভাষা কি

বিজ্ঞানীরা কী বলছেন সংগীতের অধ্যাপক আলেক্সান্ডার রেডি (Alexander Rehding) আনাচ্ছেন যে, ভিনগ্রহবাসীরা যদি কোনোদিন কিছু বলতেও চার তাহলেও সেটা মানুষের পক্ষে

তারা ক্রমান্বয়ে যে শব্দ সুখ দিয়ে বের করে তা কি কোনো যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত ভাষা নাকি আরো উন্নত ভাবনার সাঙ্গীতিক স্বরলিপি কিংবা পিগড়ের ভাষাও কি আমরা বুঝি তারা কিন্তু মোটেও মুর্খ নয়, অন্তত

মানুষের সমকক্ষ হবেই এটা পরে নেওয়া যাবে কীভাবে ? হয় উন্নত মস্তিষ্কের নয়তো অনুন্নত মস্তিষ্কের এইতো ি যাভাবিক এবং সাধারণ স্বর সমমস্তিষ্কের মতো বিশেষ ঘরের ভাবনা হয়তোবা করনাবিলাসিতা হয়ে যাবে



তাদের সামাজিক কর্মকান্ডে বিস্তর

বৃদ্ধির বিস্তার লক্ষ্য করা যায়। পরের সংখ্যায় নজর রাখতে হবে

বিধান শিশু উদ্যাণ মেধা অপ্নেষার উদ্যোগে দু:স্থ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সাজেশন বিলি



বাইদ্যারদিঘী দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়



বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়



more resources rather

than on attaining eternal

মহা সমারোহে পালিত হল ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৬ তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান



বংশীবদন চট্টোপাধ্যায় ও সকলকে হার্দিক অভিনন্দন নায়ীমূল হক : মহামান্য জানান তিনি।সমস্ত আঞ্চলিক রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি দ্রৌপদী মুর্মুর উপস্থিতিতে সোমবার গোটা দেশে একযোগে পালিত হল ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষভাবে ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় মুক্ত অভিনন্দন জ্ঞাপন করে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় বা ইগনু বলেন, আজ বিদেশের (IGNOU)-এর সমাবর্তন মাটিতেও দেশের মুখ উজ্জ্বল অনুষ্ঠান। ইগনু-এর ৩৬ তম করছে ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় মুক্ত এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাল্টি মহামান্য রাষ্ট্রপতি ছিলেন ডাইমেনশনাল অ্যাক্টিভিটিস। প্রধান অতিথি।

দীক্ষাক্ত ভাষণে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বলেন, সমাবর্তনের প্রদান করে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এই দিনটি কেবলমাত্র তাদেরকে হিম্মতের সঙ্গে ইগনু-এর নয়, আমাদের সকলের জন্য এক গর্বের দিন। সম্মাননীয় উপাচার্য সহ সকল

কেন্দ্রে অধিকত1, সকল আধিকারিক সহ সমস্ত পর্যায়ের বিভিন্ন কোর্সে দেশের ন''জন সেরা ছাত্র-ছাত্রীকে স্বর্ণপদক দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার

আহ্বান জানান। মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, কর্মচারী নাগেশ্বর রাও গর্বের সঙ্গে

জানান, আজ ৩৮ লক্ষেরও সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। ঐশ্বর্য। সার্টিফিকেট থেকে নিখরচায়। মাটিতে ২৫ টি প্রতিষ্ঠান থেকে। ভারত সরকারের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ন্যাশনাল স্কিল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, জনশিক্ষা সংস্থা, প্রধানমন্ত্রী কৌশল কেন্দ্র। প্রান্তিক, পিছিয়ে পড়া, প্রতিবন্ধী, উ পস্থিত ছিলেন যাদব পুর আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস শিক্ষা-প্রসার ও উচ্চশিক্ষায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রম। এই পাঠক্রমে বয়সের কোনো সীমা নেই। সমাজের সকল হয়। এরপর ছিল অতিথি বরণ শ্রেণির মানুষ যাতে শিক্ষার আলোয় আলোকিত হতে পারে, এদিন শিক্ষার্থীরা ডিগ্রী, সেটাই মূল লক্ষ্য।

ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্টাডি

অধিক ছাত্রছাত্রী আমাদের আর এই ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ ডক্টরাল ডিগ্রি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে এদিন ইগনু-এর সারা দেশে ৩২ অফলাইনে ২৮০ টি এবং টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের সঙ্গে অনলাইনে ৪৩ টি প্রোগ্রাম কলকাতায় মূল অনুষ্ঠানটির পরিচালনা করা হচ্ছে দেশের আয়োজন করা হয় সল্টলেকের ২০৬৩টি কেন্দ্র এবং বিদেশের বিদ্যুৎ ভবনের আর এন সি অডিটোরিয়ামে। চাকুরীর ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা এদিন নতুন দিল্লির কেন্দ্রীয় এবং দক্ষতা বৃদ্ধির নিরিখে অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

কলকাতা আঞ্চলিক কেন্দ্রের সম্মানীয় অতিথি হিসেবে বিভাগের অধ্যাপক রঞ্জন চক্রবর্তী।

সভার শুরু প্রথাগত নিয়মে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এর মাধ্যমে করা ও অন্যান্য কর্মসূচি।

ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট পান। এমনকী সংশোধনাগারে এছাড়াও সামগ্রিক আয়োজনে কয়েদিদের জন্যেও বিশেষ আন্তরিকতার ছাপ ছিল অভূতপূর্ব।



ডাক্তার হওয়ার স্বপ্নপূরণ NEET २०२७

প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-এর নির্বাচিত প্রশ্ন এবং তার ধরন ধারণ নিয়ে প্রাতশ্রুত মতো পড়ুয়াদের সামনে হাজির হয়েছি আমরা। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও তার উত্তর নিয়মিত প্রকাশিত হবে এই বিভাগে। বিগত কয়েক বছরের প্রশের ধরনের পরিবর্তনের ধারাকে সামনে রেখে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকেরা প্রস্তুত করেছেন উত্তর সহ এই প্রশ্নমালা। পরীক্ষার্থীদের জন্য যে উত্তরের যেটুকু অংশের ব্যাখ্যা অতি প্রয়োজন তাও সুবিধা মতো প্রকাশিত হবে এই বিভাগে। তিনটি বিষয়ের অধ্যায় ভিত্তিক টিপসও দেওয়া হবে এখানে। গত বছরে সাফল্য পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ কিছু চাহিদার কথা মাথায় রাখা আছে, সেগুলো যথাসময়ে প্রকাশিত হবে। এর সঙ্গে থাকবে পূর্ণ দৈঘর্ত্যর প্রতিটি বিষয়ের মক (MOCK) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এবং তাদের সমাধান। কিছু জরুরি বিষয়, যেমন টাইম ম্যানেজমেন্ট, দ্রুত উত্তর করার কৌশল, প্রায়শই যেখানে ভুল হয়ে যায় সে সমস্ত প্রশ্নে নজর রাখার পদ্ধতি নিয়ে মাঝে মধ্যেই থাকবে বিশেষ পরামর্শের বিভাগ। এগুলি লিখবেন অভিজ্ঞ শিক্ষকেরা। বিগত কয়েকটি বছরের মতো এ বছরেও পরীক্ষার দিন পর্যন্ত (অর্থাৎ ৭ মে ২০২৩) তোমাদের পাশে পাবে গুণী মাস্টার মশাইদের। যাঁদের সান্নিধ্যে তোমাদের নিবিড় অনুশীলন বয়ে আনতে বাধ্য জীবনে উজ্জুল সাফল্য। প্রত্যেককে আগাম শুভেচ্ছা সৌজন্যে স্যান্ড ফোর্ড

অ্যাকাডেমি

ডাক্তারিতে ভর্তি হওয়ার

মৃনাল ঘোষ (শিক্ষক) Summary of the Poem: A Thing of Beauty is by the famous poet John Keats. Furthermore, the poet says that a beautiful thing can give us extreme happiness and delight. Moreover, a beautiful thing is eternal that never declines or fades. Also, a beautiful thing resembles a shady shelter which gives us a comfortable sleep comprising of sweet dreams and relaxation. This will ultimately lead to good health. The sight lovely beautiful things will live on in our memories for the rest of our lives. Thinking about them makes our bodies and minds healthier, as the ideas give us serenity and mental The author says that

individuals have an attachment to Earthly things. This attachment is such that it has the resemblance of a flowery wreath. Furthermore, there are traps that keep people connected to materialistic things. This connection with materialistic things distracts humans from eternal happiness. This is because the focus of such

A Thing of Beauty (By: John Keats) Class XII English Poem



happiness. The world has a lot of negativity, hatred, and greed. According to the poet, the cause of gloom and sadness is this negativity. Moreover, one can fade away these negative vibes away with the help of beautiful things that surround us. This is because these beautiful things bring nothing but positivity. Man and nature are strongly intertwined. The beauty of nature is what keeps us connected to this planet. Every morning, we select beautiful fresh flowers and make garlands. They lift our spirits and make us forget about our problems for a while. Question 1. Read the extract given (Delhi 2000)

below and answer the questions that follow: Therefore, on every morrow, are we wreathing A flowery band to bind us to the earth,

Spite of despondence, of the inhuman dearth Of noble natures, of the gloomy days, Of all the unhealthy and

o'er-darkened ways Made for our searching: What are the flowery bands that bind

us to the earth? What message do the above lines convev?

1. The flowery band that binds us to earth is beauty

materialistic people will in one shape or the other. be on acquiring more and It removes all sufferings and sorrow that covers ou mind and spirit. There is disappointment dejection all around but the presence of some objects of beauty removes this sadness from our

> 2. There are many things that bring us troubles and sufferings. The message conveyed in these lines is that the natural beauty of objects around us takes away the suffering from our sorrowful hearts.

> Some beautiful shape or any object of beauty removes the pall of gloom from our mind and spirit. Question 2.

According to Keats, what makes man love life in spite of all its problems and miseries? (All India

Answer: In spite of all the problems and miseries that make man's life gloomy and cause him suffering and pain, he does not cease to love life because a thing of beauty removes all the sadness that covers his spirit. The beautiful things of nature make life sweet and happy.

Question 3. What image does Keats use to describe the beautiful bounty of the earth? (Delhi 2010)

Answer: Keats uses the image of a perennial fountain that constantly pours forth bounties on the earth in the form of an immortal $m{\succeq}$ drink from the heavens into our hearts.

to be cont.

গ্রিপুরা

ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ

ভারতের আর্থিক বৈষম্য নিয়ে রিপোর্ট

সিবিআইয়ের নজরে বিদেশি অলাভজনক সংস্থা অক্সফ্যামের ভারতীয় শাখা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের এক সূত্রের দাবি, অক্সফ্যামের বিরুদ্ধে অভিযোগ বিদেশি অর্থ অন্য বহু সংস্থার সঙ্গে লেনদেন করার। ২০২০ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে এই ধরনের লেনদেন নিষিদ্ধ। কিন্তু তা লাগু হওয়ার পরও এই ধরনের লেনদেন চালিয়ে গিয়েছে অক্সফ্যাম ইন্ডিয়া, অভিযোগ এমনই। আর তাই কেন্দ্রের নির্দেশ সিবিআই যেন বিষয়টি তদন্ত করে দেখে। গত বছরই নাকি আয়কর দপ্তর এই ধরনের লেনদেন সংক্রান্ত ইমেলের সন্ধান পেয়েছিল। আর সেই মেলগুলি থেকে জানা গিয়েছে, অক্সফ্যাম ইন্ডিয়া অন্য এফসিআরএ সংগঠনগুলিকে অর্থ পাঠানোর পরিকল্পনা করছে। উল্লেখ্য, এর মধ্যে রয়েছে এমন এক সংস্থা, যাদের এফসিআরএ লাইসেন্স গত বছরই বাতিল করে দিয়েছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এই লাইসেন্স বাতিলের উদ্দেশ্য, সেই সংস্থা কোনও বিদেশি অনুদান গ্রহণ করতে পারবে না। সেই সময় কেন্দ্রের ওই সিদ্ধান্তের কড়া নিন্দা করতে দেখা গিয়েছিল বিরোধীদের সেই সঙ্গে সূত্রের আরও দাবি, আয়কর দপ্তরের সার্ভে থেকে দেখা গিয়েছে, অক্সফ্যাম ইন্ডিয়ায় স্বাধীন ভাবে অনুদান দিয়েছে বহু বিদেশি সংস্থাই। প্রসঙ্গত. অক্সফ্যামের এফসিআরএ লাইসেন্সও বাতিল হয়েছিল গত বছরের জানুয়ারিতে। সেই সময়ই ওই সংস্থার তরফে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আরজি জানিয়েছিল। প্রসঙ্গত, গত জানুয়ারিতে সিবিআইয়ের অক্সফ্যাম প্রকাশিত একটি সমীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। ওই রিপোর্টে বলা হয়েছিল, দেশের ৪০ শতাংশ সম্পত্তি রয়েছে মাত্র ১ শতাংশ ধনী ব্যক্তিদের হাতে। দেশের আর্থিক বৈষম্য কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে, তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন এই সমীক্ষার রিপোর্ট। নয়া সমীক্ষায় আরও বলা হয়েছিল, ভারতের ধনীতম ব্যক্তি গৌতম আদানির আয়ের উপর এককালীন কর বসালেই প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হতে পারে।

্সাব্রুমে গেস্ট হাডুসের

সময়ই অপরিচিত যুবক-যুবতী, স্কুলের নাবালক ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে গহবধদের এই গেস্ট থানা কাছে দীর্ঘদিন আগে থেকে

সাব্রুম-আগরতলা জাতীয় সডক দায়িত্বপ্রাপ্ত ওসি জয়ন্ত কুমার দের সংলগ্ন এক কথায় সাব্রুম পাঞ্জাব নির্দেশে এক বিশাল পুলিশ বাহিনী ন্যাশনাল ব্যাংকের বিপরীতে প্রায় আজ সকাল দশটা নাগাত গেস্ট হাউজের হানা দিয়ে গেস্টহাউজের দোতলার রুম থেকে কলেজ পড়ুয়া ছাত্র এবং দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠরত হাউ জের সামনে দিবারাত্রি ছাত্রীকে অসংলগ্ন অবস্থা দেখতে আনাগোনা রয়েছে বলে সাব্রুমের পেয়ে থানায় নিয়ে আসে। খবর শুভবুদ্ধি সম্পন্ন লোকজনদের জানতে পেয়ে দুপক্ষের অভিভাবকরা অভিযোগ। এই অভিযোগ সাব্রুম থানায় ছুটে আসেন। দপক্ষের অভিভাবকদের কোনপ্রকার রয়েছে রোজলক্ষী গেস্ট হাউজের অভিযোগ না করাতে জিজ্ঞাসাবাদের মালিক তপন চক্রবর্তী তথা পর অভিভাবকদের হাতে তলে দেন সাব্রুমের বিশিষ্ট সুনামধন্য সাব্রুমে শুভবুদ্ধি লোকজনদের সমাজসেবী মোট অংকের জন্য অভিযোগ সমাজের বিশিষ্ট সুনামধন্য দিনের পর দিন দীর্ঘদিন যাবৎ সেক্স সমাজসেবীর পরিচয় লাগিয়ে গেস্ট রেকর্ডের ব্যবসার আতুর ঘর হাউজের মালিকতপন চক্রবর্তী সাক্রম বানিয়ে নিজেকে সমাজের বিশিষ্ট শহরটা একেবারে ধ্বংসের পথে সমাজসেবীর পরিচয় দিয়ে বুক নামিয়ে নিচ্ছে। অভিভাবকদের মল ফুলিয়ে সেক্স রেকর্ডের ব্যবসা করে অভিযোগ সাব্রুমের প্রশাসন তপন যাচেছন বলে সাব্রুম শহরের চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির লোকজনদের অভিযোগ। সাব্রুম অভিযোগ তুলছেন।

সরমা নাদতে তালয়ে গেল দুটি প্রাণ

মহকুমার অন্তর্গত নতুন বৃষকেতু পাড়ার। শান্তি মালা চাকমাল(১২) পিতা, বক্রসেন চাকমা। এবং সীমা চাকমা(৭) পিতা, লক্ষী বিকাশ চাকমা। আজ দুপুরে শাকসবজি খোঁজার জন্য নদীর ওই পারে চলে যায়। তারপর বাডি ফেরার পথে প্রথমত শান্তি মালা চাকমা সবজির বালতি নদীর এপারে রেখে পনরায় সীমা চাকমা কে নিয়ে আসার জন্য আবারও নদীর ওই পাড়ে যায়। সীমা চাকমা কে সরমা নদী পাড় করতে গিয়ে দুজনই নদীতে তলিয়ে যায়। খবর দেওয়া হয় গন্ডাছড়া মহকুমার দমকল কর্মীদের এবং গন্ডাছড়া থানাতে। দমকল কর্মীরা এবং গ্রামের মানুষ মিলে এখনো পর্যন্ত খোঁজার জন্য নদীতে রয়েছে। এখনো পর্যন্ত খোঁজে পাওয়া যাইনি।





-ঃ সন্ধান চাই ঃ-

Ref: Srinagar PS G.D. Entry No.22, date - 02/ 04/2023

পাশের ছবিটি দুটির ১) শ্রীমতি সম্পা পাল, স্বামী-শ্রী তপন পাল, সাং-শ্রীনগর, ওয়ার্ড নং ১. থানা-শ্রীনগর, পশ্চিম ত্রিপরা, বয়স-৩৮ বছর, গায়ের রং -

শ্যামলা, উচ্চতা ৫ ফুট, পরনে - হলুদ রঙের শাড়ী, ২) শ্রীমতি হৃদয় পাল, পিতা-শ্রী তপন পাল, সাং-ঐ, বয়স ১২ বছর, গায়ের রঙ শ্যামলা, উচ্চতা ৪ ফুট, পরনে জীন্স পেন্ট এবং নীল রঙের সার্ট। গত ২৪/০৩/২০২৩ ইং তারিখ সকালবেলা মা এবং ছেলে রানীরবাজার আসাম পাড়াস্থিত তাঁর মেয়ের বাডীতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে নিজ বাড়ী থেকে বাহির হয়ে যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত ফিরে আসে নি। বহু খোঁজাখাঁজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ মা ও ছেলে সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনরোধ করা হল।

। পুলিশ সুপার পশ্চিম ত্রিপুরা ঃ- ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬ । সিটি কন্ট্রোল ঃ- ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০

। শ্রীনগর থানা ঃ- ০৩৮১-২৮৬-১৩২২। ICA-D-33/23

পুলিশ সুপার পশ্চিম ত্রিপুরা

CMYK

প্রখ্যাত উঃ তাঁর রচিত দুটি নাটকের নাম কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল হল - "সাজাহান" ও "চন্দ্রগুপ্ত" রায়ের জন্ম ১৯ জুলাই ১৮৬৩ ২ নীচের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর একটি খ্রিস্টাব্দে। তিনি ছিলেন অত্যস্ত বাক্যে লেখো:

প্রতিভাবান মানুষ। ১৮৮৪

করেন। কৃষিবিদ্যায় তিনি

স্কলারশিপ পান এবং ইংল্যান্ড যাত্রা

করেন। সেখানে এফ.আর.এ. এস

. ডিপ্লোমা লাভ করেন এবং ১৮৮৬

খ্রিস্টাব্দে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট

নিযক্ত হন। সারা বাংলার নানা

জেলায় তিনি এক্সাইজ ইনস্পেক্টর

রাপে কাজ করেছেন। বিলেতে

তিনি পাশ্চাত্য সংগীত শেখেন।

অল্প বয়সে কাব্যচর্চা শুরু করে

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রধানত

কাব্যই রচনা করেন। মলত

দেশাত্মবোধক সংগীত ও নাটক

রচনায় তিনি ছিলেন পারদর্শী।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের সময়

সাহিত্য আন্দোলনে যোগ দেন।

তাঁর লেখা " ধনধান্যে পুষ্পে ভরা

...। ', ' বঙ্গ আমার জননী আমার

আজও আমাদের মন আন্দোলিত

করে। জীবনের শেষ দশ বছর তিনি

পৌরাণিক , সামাজিক ও

ঐতিহাসিক নাটক রচনার দক্ষতার

পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রচিত

পৌরাণিক নাটক সীতা , ভীষ্ম ,

পাষাণী কিংবা ঐতিহাসিক নাটক

তারাবাই , দুর্গাদাস , রাণাপ্রতাপ

সিংহ , মেবার পতন , নূরজাহান ,

সাজাহান , চন্দ্রগুপ্ত আজও সমান

জনপ্রিয়। তাঁর শতদল , আর্যুগাথা

(১মও২য়খণ্ড) এবং কবিতা

সংগ্ৰহ মন্ত্ৰ , আলেখ্য , ত্ৰিবেণী

প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রচনা। এছাড়া

নানাধরনের কবিতা , প্রবন্ধ লেখার

মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা দেখা

যায়। ' ভারতবর্ষ ' নামক মাসিক।

পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি।

তিনি একদিকে যেমন প্রশাসনিক

কাজে দক্ষ ছিলেন , তেমনি

সাহিত্যেও তাঁর প্রতিভা বিকশিত

করেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর

জীবনাবসান হয়। নাট্যকার।

দিজেন্দ্রলাল রায় রচিত চন্দ্রগুপ্ত

নাট্যাংশে সেকেন্দার শাহের সঙ্গে

সেলুকস নদীতীরবর্তী অঞ্চলে

ভারতবর্ষ নিয়ে আলোচনা

করছিলেন। এমন সময় গুঞ্জর বলে

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যুকে ধরে আনা হয়।

তার কাছেই সম্রাট শোনেন

সেলুকস তাঁর শিক্ষাগুরু। তিনি

সেলুকসের কাছে বাহিনী চালনা ,

এমনসময় সহসা সেলুকসকে

অ্যান্টিগোনাস আক্রমণ করেন ও

তাকে বিশ্বাসঘাতক বলে চিহ্নিত

করেনে . সেই আক্রমণ চন্দ্রগুপ

অ্যান্টিগোনাস তখন লজ্জিত হন

এবং সম্রাট সকলকে নিরস্ত্র করেন।

তিনি অ্যান্টিগোনাসকে সৈন্যদল

থেকে বিতাড়িত করেন

সেলুকসকে ভর্সনা করেন।

তারপর চন্দ্রগুপ্তকে বন্দি করতে

চাইলে চন্দ্রগুপ্ত তার প্রতিবাদ

করেন। চন্দ্রগুপ্ত বলেন যে বন্দি

হওয়ার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়। তাঁর

বীরত্বে মুগ্ধ সম্রাট সেকেন্দার শাহ

চন্দ্রপ্তকে মুক্ত করেন ও

আশীর্বাদও করেন। চন্দ্রগুপ্ত "

একটি ঐতিহাসিক নাটক। সেই

নাটকেরই নাট্যাংশটি পাঠ্য। সমগ্র

নাটকটি যে ব্যক্তির নামে সেই

ব্যক্তিই যে মুখ্য চরিত্র তা বলাই

বাহুল্য। নাট্যাংশটিতে সেকেন্দার

শাহ , সেলুকস ও চন্দ্রগুপ্ত মুখ্য

চরিত্র। সমগ্র নাট্যাংশ জুড়ে এঁরা

তিনজন থাকলেও চন্দ্রগুপ্তই এই

নাটকের প্রধান চরিত্র তা বলাই

বাহুল্য। কেননা তিনি তাঁর আচরণ

শারীরিক ভাষা , সংলাপ সব

কিছুতেই বিশিষ্ট। তিনি মর্যাদা ,

বীরত্ব ও নির্ভীকতায় অন্যদের

ছাপিয়ে গেছেন। তাঁর ভিন্নধর্মী

আচরণ প্রকাশ পেয়েছে বারংবার।

কখনো তিনি শালীনতা অতিক্রম

করেননি। বা নিজেকে জাহির

করেননি। তিনি ভাগ্যবিড়ম্বিত তা

যেমন স্পষ্ট তেমনি সেই ভাগ্যকে

অতিক্রম করতে তিনি যা যা করণীয়

তাই করছেন। রাজার পুত্র তিনি

কিন্তু আচরণে বীর , সম্রাটের প্রতি

শ্রদ্ধাশীল কিন্তু আপন লক্ষ্যে স্থির।

সম্রাটের কাছে সর্বস্ব বিকিয়ে দেননি

বরং সম্রাটের আচরণের বিরুদ্ধে

যুদ্ধ করতেই চান। বীরত্ব ও মর্যাদার।

পরাকাষ্ঠা চন্দ্রগুপ্তই এই নাটকের

মূল চরিত্র তাই এই নটিক তথা

নাট্যাংশের নাম ' চন্দ্রগুপ্ত যথার্থ

হয়েছে।উঃ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

কৃষিবিদ্যা শেখার জন্য বিলেতে

১.২ তাঁর রচিত দুটি নাটকের নাম

' আমার ভারত " ইত্যাদি গান

২.১ নাট্যাংশটির ঘটনাস্থল ও সময় খ্রিস্টাব্দে কলকাতার প্রেসিডেন্সি নির্দেশ করো। কলেজ থেকে তিনি এম.এ পাশ

উঃ দিজেন্দ্রলাল রায় রচিত 'চন্দ্রগুপ্ত' নাট্যাংশটির ঘটনাস্থল হল সিন্ধু নদীর তীরে অবস্থিত শিবিরের সন্মুখভাগ এবং সময় হল সন্ধ্যাকাল।

২.২ নাট্যাংশে উল্লিখিত 'হেলেন' চরিত্রের পরিচয় দাও।

উঃ দিজেন্দ্রলাল রায়ের রচিত 'চন্দ্রগুপ্ত'শীর্ষক নাট্যাংশে উল্লেখিত হেলেন হলেন ঐতিহাসিক চরিত্র সেলুকসএর কন্যা। হেলেনের সঙ্গে পরবতীকালে মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ

২.৩ 'রাজার প্রতি রাজার আচরণ!-উদ্ধৃতাংশের বক্তা কে ? ২.৪ "জগতে একটা কীর্তি রেখে যেতে চাই"বক্তা কীভাবে এই কীৰ্তি রেখে যেতে চান ?।

উঃ আলোচ্য উক্তিটির বক্তা ম্যাসিডনীয় সাম্রাজ্যের অধিপতি সেকেন্দার। তিনি বিচিত্র দেশ ভারতবর্ষের সৌম্য, গৌর, দীর্ঘকান্তি জাতির বৈচিত্র্যময় শৌর্যকে তাঁর মহানুভবতা, ক্ষমাধর্মের দ্বারা জয় করে একটি অক্ষয়কীর্তি রেখে যেতে চান।

২.৫. 'সম্রাট, আমায় বধ না করে বন্দি করতে পারবেন না। বক্তাকে বন্দি করার প্রসঙ্গ এসেছে কেন ? উঃ গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডার, যিনি সেকেন্দার হিসেবে পরিচিত, তাঁর শিবিরে শত্রুর গুপ্তচর হয়ে প্রবেশ করেছে। উদ্ধৃতাংশটির বক্তা চন্দ্রগুপ্ত। এই অপরাধে বক্তাকে বন্দি করার প্রসঙ্গটি এসেছে।

৩ নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর

৩.১ ''কী বিচিত্র এই দেশ !'-বক্তার চোখে এই দেশের বৈচিত্র্য কীভাবে

ধরা পড়েছে ? উঃ প্রখ্যাত নাটককার দিজেন্দ্রলাল রায় রচিত 'চন্দ্রগুপ্ত নাটকের আলোচ্য উক্তিতে বক্তা সেকেন্দার 'বিচিত্র দেশ' ভারতবর্ষের প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত। দিনে প্রচণ্ড সুর্যু গাঢ় নীল আকাশকে দগ্ধ করে, আবার রাত্রে শুল্র চাঁদ তার সমস্ত দগ্ধ জালা নিবারণ করে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়ে দেয়। অন্ধকার রাতে অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে যখন আকাশ ব্যুহরচনা শিখেছিলেন। এখন ঝলমল করে, তখন তিনি অবাক চন্দ্রগুপ্ত। তিনি ম্যাসিডন সেসবই লিখে রাখছিলেন। বিস্ময়ে তা দেখতে থাকেন। অধিপতির অদ্ভত বিজয়বার্তা ব্যাকালে ঘন-কালো মেঘ গুরুগম্ভীর গর্জনে প্রকাণ্ড দৈত্যসেনার মতো সমস্ত আকাশ ঢেকে দিলে তিনি নিশ্রুপ হয়ে তার সেই ভীষণ রূপ প্রত্যক্ষ করেন। এই দেশের বিশাল নদ- -নদী ফেনিল উচ্ছাসে, উদাম বেগে বয়ে চলেছে। এর মরুভূমি স্বেচ্ছাচারের মতো তপ্ত বালুরাশি নিয়ে খেলা করছে। এইভাবে তিনি এ দেশের বৈচিত্র্যময় অপরূপ সৌন্দর্য দেখে বিস্মিত ও আনন্দ লাভ করেন।

> ৩.২ ''ভাবলামএ একটা জাতি বটে।"-- বক্তা কে ? তাঁর এমন ভাবনার কারণ কী ? উঃ প্রশ্নোধৃত উক্তিটির বক্তা হলেন

গ্রিক সম্রাট সেকেন্দার। নাটকটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত । পরাজিত রাজা পরুর নির্ভীক, নিষ্কল্প উচ্চারণ সেকেন্দারের মনে ভারতীয় রাজাদের প্রতি সমবোধ জাগায়। তিনি তাঁর স্বাধীনচেতা, সাহসী মানসিকতা দেখে শ্রদ্ধাবনত হন।উপলব্ধি করেন, এমন বীরদের বেশিদিন পদানত করে রাখা যাবে না। বরং এমন মানসিকতাকে সম্মান জানানোই বিচক্ষণতার কাজ। রাজা পুরুর আচরণ, মানসিকতা, সাহস ইত্যাদি সম্রাট সেকেন্দারকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করায় তাঁর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান

দেখাতেই সেনাপতি সেলুকসকে আলোচ্য কথাটি বলেছেন। উঃ সেলুকসের প্রশ্নের উত্তরে সম্রাট সেকেন্দার জানালেন, ভারতবর্ষের মতো বিশাল, বিস্তৃত ও বৈচিত্ৰ্যময় দেশে 'শৌখিন দিগবিজয়' সম্পূর্ণ করতে হলে প্রয়োজন নতুন গ্রিক সৈন্যের। সুদূর ম্যাসিডন থেকে বহু রাজ্য, জনপদ তারা পদতলে দলিত করে এসেছে। ঝড়ের মতো মহাশত্রু সৈন্যদলকেও তারা ধূমরাশির মতো উড়িয়ে দিয়েছে। নিয়তির মতো অপ্রতিরোধ্য, হত্যার মতো ভয়ংকর, দুর্ভিক্ষের মতো নিষ্ঠুর সম্রাট সেকেন্দার তাঁর গ্রিক সৈন্য নিয়ে অর্ধেক এশিয়ায় তাঁর বিজয়পতাকা উড়িয়ে রাখলেও

৩.৪ "ভারতবাসী মিথ্যা কথা বলতে এখনও শিখে নাই।"---বক্তা কে ংকোনসত্য সে উচ্চারণ করেছে ?

বাধাপ্রাপ্ত হল। উ

শতদ্রতীরে প্রথম তাঁর বিজয়রথ

উঃ আলোচ্য উক্তিটির বক্তা হলেন মগধের রাজ্যচ্যুত রাজপুত্র চন্দ্রগুপ্ত

ব থিক সেনা আন্টিগোনাস চন্দ্রগুপ্তকে যখন আটক করে সেকেন্দারের কাছে নিয়ে যায়, তখন সেকেন্দার তাঁর অভিপ্রায় ও পরিচয় জানতে চাইলে, চন্দ্রগুপ্ত অকপটে সত্য জানান যে, তিনি মগধরাজ মহাপদ্মের পুত্র। তাঁর

দীপ্তি, বুকে অসীম সাহস, সেই জাতিকে পরাজিত করলেই প্রকৃত বীরত্বের প্রকাশ, প্রকৃত আনন্দ আস্বাদন করা যায় বলে তিনি মনে

৪.২ "সম্রাট মহানভব।" উৎস : দিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক থেকে সংকলিত আলোচ্য উক্তিটির বকা সেনাপতি সেলকস।



বৈমাত্রেয় ভাই নন্দ সিংহাসন অধিকার করে তাঁকে নির্বাসিত করে। তিনি এর প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের কৌশল আয়ত্ত করার চেষ্টায়

ছিলেন। এজন্য তিনি এক শিবিরের পাশে বসে নির্জন শুকনো তালপাতার ওপরে সম্রাট সেকেন্দারের বাহির চালনা, ব্যুহ রচনা প্রণালী, সামরিক নিয়ম্যা তিনি মাসাধিক কাল ধরে সেনাপতি সেলুকসের কাছ থেকে শিখেছিলেনসৈগুলি লিখে

৩.৫. আমার ইচ্ছা হলো যে দেখে আসি..."বক্তার মন কোনইচ্ছে জেগে উঠেছিল ? তার পরিণতিই কী হয়েছিল ?

উঃ উক্তিটির বক্তা মগধের রাজপুত্র শুনোছলেন তিনি অর্থেক এশিয়া পদতলে দলিত করে ভারতবরে এসেছেন। আর্যুকুলগ্রেষ্ঠ পুরুকে পরাজিত করেছেন বক্তা চন্দ্রগুপ্ত সেই পরাক্রম, সেই লুকোনো শক্তিকে প্রত্যক্ষ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, যার সংঘাতে আরোর মহীবীর্যও বিচলিত হয়েছে। আসলে বক্ত। চন্দ্রগুপ্তের ইচ্ছে, তিনি তাঁর হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করবেন। সম্রাট সেকেন্দারের সঙ্গে চন্দ্রগুরে আলাপবিনিময়ের ইচ্ছাপ্রকাশ তাঁর অদম্য জ্ঞানতৃষার

ব সেই কারণে তিনি ম্যাসিডনীয় সাম্রাজ্যের সেনাপতি সেলুকাসের কাছে যুদ্ধবিদ্যা ও কৌশলশিক্ষা অর্জন করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর অর্জিত সামরিক শিক্ষার মাধ্যমে তাঁর হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করনে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই চন্দ্রগুপ্তই মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি নন্দ বংশের প্রতিপত্তি খর্ব করে মগধে মৌর্য বংশের ভিত্তি স্থাপন করেন। আলোচ্য প্রসঙ্গে সেই অনিবার্য ঐতিহাসিক পরিণতির সংকেতসূত্র তুলে ধরা হয়েছে।

৪ নীচের উদ্ধৃত অংশগুলির প্রসঙ্গ ও তাৎপর্য আলোচনা করো : ৪.১ "এ শৌর্য পরাজয় করে

আনন্দ আছে।"

উৎস : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত 'চন্দ্রগুপ্ত' শীর্ষক নাট্যাংশ থেকে উদ্ধত পঙক্তিটির বক্তা ম্যাসিডনীয় সাম্রাজ্যের অধিপতি সেকেন্দার।) প্রসঙ্গ : সম্রাট সেকেন্দার ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির রাপ, বনরাজি, পর্বতশ্রেণির সৌন্দর্য বর্ণনার পর এখানকার দীর্ঘ-কান্তি, সাহসী জাতির প্রশংসা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত উক্তিটি করেছেন।

তাৎপর্য: সুবিশাল ম্যাসিডনের সম্রাট সেকেন্দার বিভিন্ন রাজ্য, জনপদ জয় করেছেন। অর্ধেক এশিয়ো তাঁর পদানত। প্রকৃত সম্রাটের মতো তিনিও একটি বীর, সাহসী জাতিকে পরাজিত করার মধ্য দিয়ে আত্মমর্যাদা ও আত্মগৌরব বোধ করেন। যে-জাতির মুখে শিশুর সরলতা, দেহে বজের শক্তি, চক্ষে সূর্য়ের প্রসঙ্গ: বিজিত ভারতবর্ষীয় রাজা পুরুর দুর্জয় সাহস ও বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের পরিচয় পেয়ে সম্রাট সেকেন্দারের তাঁকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়ার ঘটনার প্রসঙ্গেই উপরিউক্ত উক্তিটির অবতারণা করা হয়েছে। তাৎপর্য: বিজয়ী সম্রাট যদি বিজিত

সম্রাটকে উপযুক্ত মর্যাদা, যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন এবং মানবিকতা ও সহমর্মিতার নিদর্শনস্বরূপ তাঁকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেন, তাহলে জগৎব্যাপী তাঁর এই অক্ষয়কীর্তি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে। ম্যাসিডনের সম্রাট সেকেন্দারও পুরুকে রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে তাঁর সেই মহানুভবতার পরিচয় রেখেছেন, এবং তাঁর অক্ষয়কীর্তিকে অমর করে রেখেছেন। সম্রাট সেকেন্দারের উদারতা, সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা ও মানাবকরোধ ইত্যাদি গুণের জন্য তাঁকে যথার্থ মহানুভব বলা যায়। ৪.৩ 'বাধা পেলাম প্রথমসেই

শতদ্রুতীরে।" উৎস: আলোচ্য উদ্ধৃতাংশটি

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত 'চন্দ্রগুপ্ত' নাট্যাংশ থেকে সংকলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : সম্রাট সেকেন্দার গ্রিক সৈন্যের বীরত্ব তথা পৃথিবীব্যাপী তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারের কাহিনি প্রসঙ্গে প্রশ্নোপ্ত মন্তব্যটি করেছেন। তাৎপর্য : গ্রিক সম্রাট সেকেন্দার বেরিয়েছিলেন শৌখিন দিগবিজয়ে। তাঁর ইচ্ছা, জগতে একটি কীর্তি রেখে যাওয়ার। সেই উদ্দেশে তিনি একের-পর-এক দেশ জয় করে চলেছিলেন। সুদূর ম্যাসিডন থেকে বহু রাজ্য, জনপদকে তিনি ঘাসের মতো পায়ে মাড়িয়ে, ধুলোর মতো উডিয়ে দিয়ে অর্ধেক এশিয়াকে পদানত করে অবশেষে তাঁর দিগবিজয়ের পথে প্রথম বাধা পেলেন শতদ্রু নদীর তীরে এসে। উক্তিটির মধ্যে দিয়ে বক্তার বিজয়বাসনার উচ্চাশার পরিচয় পাওয়া যায়।

৪.৪ 'আমি তারই প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছি।"

উৎস: আলোচ্য উক্তিটি নাট্যকার দিজেন্দ্রলাল রায় রচিত 'চন্দ্রগুপ্ত' নাট্যাংশ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। উক্তিটির বক্তা হলেন রাজপুত্র চন্দ্রগুপ্ত।

প্রসঙ্গ: সম্রাট সেকেন্দার চন্দ্রগুপ্তের কাছে গ্রিক সৈন্যদের সামরিক কৌশল ও যুদ্ধবিগ্রহের নীতি শেখার কারণ জানতে চাইলে, মগধের রাজপুত্র চন্দ্রগুপ্ত তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে প্রতারিত হওয়ার ঘটনা জানানোর প্রসঙ্গে প্রশ্নালোচিত মন্তব্যটির অবতারণা করেছেন।

তাৎপর্য : চন্দ্রগুপ্তকে তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই নন্দ সিংহাসনচ্যুত করে নির্বাসিত করেছে। তাই হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করার জন্যই চন্দ্রগুপ্ত গ্রিক সেনাপতি সেলুকসের কাছ থেকে গোপনে এবং তাঁর অজান্তেই প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। এটিই তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। ৪.৫ "যাও বীর ! মুক্ত তুমি।" উৎস : আলোচ্য উক্তিটি প্রখ্যাত নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের

'চন্দ্রগুপ্ত' নাট্যাংশ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। উক্তিটির বক্তা হলেন সম্রাট সেকেন্দার।

প্রসঙ্গ : গ্রিক সম্রাট সেকেন্দার মগধের রাজপুত্র চন্দ্রগুপ্তের বীরত্ব, সাহস ও শৌরেরর পরিচয় পেয়েছেন। তাই তাঁর প্রশংসায় এবং তাঁর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করার প্রসঙ্গে আলোচ্য উক্তিটি করেছেন। তাৎপর্য : মগধের রাজপুত্র চন্দ্রগুপ্ত তাঁর সৎ ভাইয়ের দারা সিংহাসনচ্যুত হয়ে নির্বাসিত হন। তখন তিনি তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য গোপনে প্রস্তুতি নিতে থাকেন। অতঃপর তিনি শোনেন, গ্রিক সম্রাট সেকেন্দার-এর অদ্ভূত বিজয়বার্তা। তাই তিনি গোপনি এসে গ্রিক সেনাপতি সেলকসের কাছ থেকে সম্রাটের বাহিনী পরিচালনা, সেনা সাজানো পদ্ধতি, সামরিক নিয়ম সবকিছু শিখছিলেন এবং তালপাতায় তা লিখে নিচ্ছিলেন। এই অবস্থায় তিনি ধরা পড়ে যান এবং গ্রিক সম্রাটের কাছে তিনি অকপটে তাঁর অপরাধ স্বীকার করেন। তিনি জানান, শুধুমাত্র হৃতরাজ্য প্রকলার করাই তাঁর উদ্দেশ্য, অন্য কোনো অভিসন্ধি তাঁর নেই। এই কথা শুনে গ্রিক সম্রাট সেকেন্দার খুশি হয়ে তাঁর সম্পর্কে উজ্জ্বল ভবিষ্যদ্বাণী করে

তাঁকে মুক্ত করে দেন। ৫ নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

৫.১ নাট্যাংশটি অবলম্বনে ঐতিহাসিক নাটকের পরিবেশ সৃষ্টিতে নাটককারের দক্ষতার

পরিচয় দাও। উঃ নাটককার দিজেন্দ্রলাল রায় রচিত 'চন্দ্রগুপ্ত' শীর্ষক নাট্যাংশে নাটককার চরিত্রচিত্রণ, ঘটনার বিন্যাস, মঞ্চসজ্জা, পরিচ্ছদ কল্পনা ও পরিবেশের যথাযথ পরিস্ফুটনে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। আলোচ্য নাটকে ঐতিহাসিক চরিত্র সেকেন্দার, সেলুকস, চন্দ্রগুপ্ত,

হেলেন প্রমুখের চরিত্র পরিস্ফুটনে নাটককার ইতিহাসের কাহিনিকে যথাযথ অনুসরণ করেছেন। ঐতিহাসিক নাটকের চরিত্র ও ঘটনা ইতিহাসকে যেন ছাপিয়ে না-যায়, তার প্রতিও তিনি সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। আলোচ্য নাটকে সেকেন্দারের জবানিতে 'সত্য সেলুকস! কী বিচিত্র এই দেশ! এবং ভারতবর্ষীয় রাজা পুরুর সঙ্গো থক সম্রাট আলেকজাভারের যুদ্ধের যে-বর্ণনা লেখক দিয়েছেন, তা-ও ইতিহাস অনুসারী বলা যায়। সেই দিক থেকে ঐতিহাসিক নাটকের পরিবেশ সৃষ্টিতে আলোচ্য নাট্যাংশে লেখক

তাঁর দক্ষতার নিদর্শন দিয়েছেন। মঞসজ্জার বিষয়েও নাটককার যথাযথ নির্দেশ দিয়েছেন। আলোচ্য নাট্যাংশে মসজ্জা ও নির্দেশনা বিষয়ে নাটককার স্থান হিসেবে সিন্ধু নদীতট, দূরের গ্রিক জাহাজশ্রেণি এবং কাল হিসেবে সন্ধ্যা নির্দেশ করেছেন। নদীতটে শিবির-সম্মুখে সেকেন্দার ও সেলুকস অন্তগামী সূর্যের দিকে চেয়েছিলেন। হেলেন সেলুকসের হাত ধরে তাঁর পাশর্চ দণ্ডায়মান। সূর্যরশ্মি তাঁর মুখের ওপর এসে পড়েছিল। এখানে নাটককার দিজেন্দ্রলাল রায় ইতিহাসকে অক্ষুন্ন রেখে নাটকের পরিবেশ সৃষ্টিতে তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। স্থান, কাল, নাটকের প্রেক্ষিত রচনাতেও তিনি তাঁর কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। সম্রাট সেকেন্দার যে ভারতবর্ষীয় রাজা পুরুর কাছে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং যুদ্ধজয়ের পরেও তিনি তাঁর রাজত্ব প্রত্যর্পণ করেনসবকিছুতেই ইতিহাস রক্ষিত হয়েছে বলা যায় এবং এখানেই নাটককারের কৃতিত্ব। ৫.২ নাট্যাংশে সেকেন্দার' ও 'সেলুকস'-এর পরিচয় দাও। সেকেন্দারের ভারত-প্রকৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপ কীভাবে ধরা দিয়েছে, তা বিশ্লেষণ করো। উঃ সেকেন্দার : নাটককার দিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত নাট্যাংশের প্রধান চরিত্র হল সেকেন্দার। তিনি ম্যাসিডনিয়ার সম্রাট। তিনি জগতে অক্ষয় কীর্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে দিগবিজয় করতে বের হয়েছেন। তিনি ছিলেন

এক মহানুভব সম্বাট। তাই

ভারতবর্ষীয় সম্রাট পুরুর দৃঢ়চেতা

মনের পরিচয় পেয়ে তিনি তাঁকে

তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছেন।

সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁর সামনেই স্পর্ধিত

মনোভাব দেখালে, তাঁকে নিৰ্বাসিত

করেছেন। আবার গুপ্তচর সন্দেহে

ধরে আনা চন্দ্রগুপ্তের বীরত্বে তিনি

মগ্ধ হয়েছেন

সেলুকস : দিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাট্যাংশের এক অন্যতম গুরুত্বপর্ণ চরিত্র হল সেলকস। তিনি গ্রিক সম্রাট সেকেন্দারের সেনাপতি ও একান্ত অনুগত ছিলেন। সম্রাট পুরুকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দিলে তিনি তা সম্রাটের মহত্ত্ব হিসেবেই দেখেছেন। তাঁর আত্ব মর্যাদাবোধ ছিল প্রখর। তাই আন্টিগোনস তাঁকে 'বিশ্বাসঘাতক' বললে তিনি তাঁকে শাস্তি দিতে তরবারি বার করেছিলেন।

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য : গ্রিক সম্রাট সেকেন্দার দিগবিজয়ে এসে ভারত প্রকৃতির বৈচিত্র্যায় রূপ দেখে বিস্মিত হয়েছেন। দিনে প্রখর সুর্যুকিরণ আকাশকে পুড়িয়ে দেয়, আবার রাতের শুল্র চন্দ্রিমা তাকে স্লান করে দেয়। অমাবস্যার রাতে অসংখ্য জ্যোতিঃপুঞ্জে আকাশকে ঝলমল করতে দেখে সম্রাট বিস্মিত হন। গুরুগম্ভীর গর্জনে প্রকাণ্ড দৈত্যসৈন্যের মতো ঘন কৃয় মেঘ। আকাশ ঢেকে দেয়। ভারতবর্ষের উত্তরে যে অভ্রভেদী তুষারাবৃত হিমাদ্রি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে. যে নদনদী ফেনিল উদ্দামে ছোটাছুটি করছে এবং যে মরুভূমি তপ্ত বালুকারাশি নিয়ে একলা রয়েছে, তা তিনি বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখেন। কোথাও তালবন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও বা বটবৃক্ষ থেকে স্নেহছায়া ঝরে পড়ছে।

৫.৩ "চমকিত হলাম।"কার কথায় বক্তা চমকিত হয়েছিলেন? তাঁর চমকিত হওয়ার কারণ কী?

উঃ নাটককার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত 'চন্দ্রগুপ্ত' শীর্ষক নাট্যাংশের উদ্ধৃত প্রশাংশে ভারতবর্ষের 'আর্যুকুলরবি' পুরুর কথায় বক্তা গ্রিক সম্রাট সেকেন্দার চমকিত হয়েছিলেন। বিজিত সম্রাট পুরুকে বন্দি করে আনার পর বিজয়ী সম্রাট সেকেন্দার তার কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে, তিনি গ্রিক বীরের কাছে কেমন আচরণ প্রত্যাশা করেন। সম্রাট পুরু জানিয়েছিলেন"রাজার প্রতি রাজার আচরণ'-ই তাঁর কাছে প্রত্যাশিত। এই প্রত্যুত্তরে গ্রিক সম্রাট সেকেন্দার বিস্মিত হন। আসলে পুরুর জাতীয়তাবোধ, বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় পেয়ে , তিনি আপ্লুত হয়েছিলেন।

৫.৪ ;সম্রাট মহানুভব।"---বক্তা কে ংসম্রাটের মহানুভবতা"-র কীরূপ পরিচয় নাট্যাংশে পাওয়া যায় ?

ডঃ চন্দ্রগুপ্ত নাঢকের প্রশ্নোক্ত উ ক্তিটির বক্তা হলেন থিক সেনাপতি সেলুকস। প্রকৃত মহানুভব ব্যক্তি সে-ই, যে অপর ব্যক্তিকে তাঁর প্রাপ্য প্রকৃত সম্মান, শ্রদা প্রদর্শন করতে পারেন। আলোচ্য নাট্যাংশে দেখা গিয়েছে. ম্যাসিডনিয়া সাম্রাজ্যের অধিপতি সম্রাট সেকেন্দার ভারতবর্ষীয় রাজা পুরুকে বন্দি করেও তাঁর রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন, যা তাঁর মহানুভবতার পরিচয় বহন করে। আবার মগধের রাজপুত্র চন্দ্রগুপ্তকে সম্রাট সেকেন্দারের সামনে আনার পর থিক ব্যুহ রচনা প্রণালী, সামরিক শিক্ষা প্রভৃতি গোপনে শিখেছে জেনে তিনি তাঁকে বন্দি করতে পারতেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ওপর প্রতিশোধ নেবে জেনে এবং আন্টিগোনসের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর বীরত্বের ও সত্যবাদিতার পরিচয় পেয়ে তিনি তাঁকে নির্ভয়ে চলে যেতে বলেন, যা সম্রাট সেকেন্দারের মহানুভবতার এক অপূর্ব নিদর্শন।

৫.৫ ইতিহাসের নানান অনুষঙ্গ কীভাবে নাট্যকলেবরে বিধৃত রয়েছে তা ঘটনাধারা বিশ্লেষণ করে

আলোচনা করো। উঃ নাটককার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকটি ভারতীয় ইতিহাসের উপাদানকে ভিত্তি করেও সাহিত্যের রসে জারিত করে প্রকাশ করেছেন। আলোচ্য নাট্যাংশের কাহিনির প্রেক্ষাপটকে, ঘটনার ধারাগুলিকে সাহিত্যের আঙিনায় এনে নাট্যকলেবর দান করলেও তিনি কোথাও এসে ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহকে ক্ষন্ন করেননি। নাট্যাংশের চরিত্রগুলি সকলের ঐতিহাসিক চরিত্র যদি বিশ্লেষণ করা হয়, দেখা যাবে, ম্যাসিডনিয়া সাম্রাজ্যের অধীশ্বর আলেকজাভার, তাঁর সেনাপতি সেলুকসের সঙ্গে ভারতে এসেছিলেন সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য এবং তাঁরা আর্যকুলরবি পুরুর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হনএই ইতিহাস প্রসঙ্গটি আলোচ্য নাট্যাংশে সম্রাট সেকেন্দারের জবানিতে ব্যক্ত

CMYK

२७।

া। আর্যতীর্থ।।

প্রতিটি আত্মহত্যার খবরের পরে, আমার ভয়ানক জানতে ইচ্ছে করে প্রাণ যদি ফিরে আসে একবার শরের ভেতরে, মানুষটা চোখ কচলিয়ে উঠে চারদিক দেখে বুরো যায় শোক চোখে কাঁদছিলো কে কে, প্রিয় সে নোডর ফের চিনে নিতে পেথে,

জীবন ভিন্ন হবে তাহলে কি আগেকার থেকে?

আত্মহত্যাকারীর খনী আত্মই কিনা সে ব্যাপারে কেউই প্রায় বিশদ জানি না, কতটা হতাশা ছিলো প্রতিকার বিনা, সর্বই তো আন্দাজে, যে জানতো মে গিয়েছে চলে, কাউকে খোলসা করে কিছুই না বলে, আমি শুধু ভাবি, ধরো যদি বলতো তাহলে.

কেউ কি ঢাকনা দিতো তবে ব্লাকহোলেং

প্রতিটি আত্মহত্যা আমাদের সাবধান করে, খুঁজে দেখো, কে লাইনে আছে এর পরে, বিষাদ গোকুলে বাড়ে দেখো কার ঘরে, আমাদের ফোনে চোখ, ব্লুটুণ্ডে অরিজিভ সিং শোকাত্তর প্রিয়জন গুনে চলে উজ্জন্ধ লেখা পিং, ঘন্টাখানেক-এ হয় মনোবিদ সমাহারে মোহন মিটিং.

জার হকে ঝোলা দড়ি নিয়ে পরের শিকার ধরে কারোর সিলিং।

আসলে বেশির ভাগই আত্মহত্যা নয়। নিস্পুহ সমাজের অনার কিলিং।

।। উৎপলেন্দু দাস।।



বিষাদসিম্বুর মিছি বাষ্প উড়ে বেড়ায় আকাশ জুড়ে কখনো কালো মেঘ দেকে দেয় আলো প্রবল বৃষ্টি নামে পাহাডের ঢালে ঝড় বয় এলোমেলো বালুকাময় শীৰ্ণ নদী খাতে একটা হরপা বান হঠাৎ সব ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

প্রাত্যহিক যাপনে ব্যক্ত আসরা অভিনয়ে বিষাদ ঢেকে রাখি না রেখে খেয়াল, না জেনে সুখ দুঃখের মুহুর্তের পরিষ্ঠি পাই না সময় চোখ তুলে দেখার ক্লান্ত মুখচ্ছবি হৃদয়ে হৃদয় সংযোগের মাহেন্দ্রুগ চুলে যাই হাতে হাত রাখার আবহের রাস করে দু কামরায় বেঁচে থাকার অনুপম স্থাদ ভুলে থাকি।

চড়া ভূমির পরে

য় প্রমেশ্বর গাইন।।

অনেক পথ জলে স্থলে আকাশে ক্লান্তির নিশ্বাস...

রড়ো শরীরে বয়সের দাগ এঁকে বেঁকে গেছে কপাল পর্যন্ত সামনে দাঁড়িয়ে আবছা বিশ্বাস।

সেলাই করা যন্ত্রণা দগ্ধ পথিবীর গভীরতা মাপতে মাপতে খুব কাছে এসেছে অন্ধকারের সীমারেখা

দু 'পাশে উঁচু উলঙ্গ চড়া ভূমি মাঝখানে অঞ্চ ধারা গড়াতে গড়াতে মে এখন মরুর মরিচীকা ৷

অলীক সন্ধানে বাকি সময়টা ক্ষয়ে ক্ষয়ে কিঃপেয় চোখে শুধু পরজন্মের সূচনায়

জলে স্থলে আকাপে ধুলো মাখা স্মতি মুখ গুড়ে মাথা নেড়ে অনন্ত কাল অস্তিত্ব বিলায়।

কলমে :- অনুশ্ৰী মান্না



তোমার দুহিতা আদুরে পালন করিও তাহারে করিও তাহার যতন তোমার ঘরের লাবণ্য একদা হইরে রতন গুণ তাহার অনন্য

সে নয় সামান্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর) রাত্রে খাবার পাতে মিষ্টি দেখে রাসবিহারী কল্যাণীকে প্রশ্ন করে - মিষ্টি কে

কল্যাণী গর্বিত স্বরে উত্তর দেয়, তোমার মেজো ছেলে মনাই। আজ সে টিউশনি থেকে প্রথম মাসের বেতন পেয়েছে। খাওয়া থামিয়ে কল্যাণীর দিকে

তাকিয়ে থাকেন রাসবিহারী। নরম স্যাকাশ মনোদাকে বলে, হ্যাঁ কাল স্বভাবের মানুষটির চোখের কোন ভিজে যায়। অস্ফুট স্বরে বলেন -আমি বাবা হয়ে কিছুই দিতে পারিনি ছেলেগুলোকে। এমনই ভাগ্য চাকরিটাও শেষ বয়সে চলে গেল। মনাইটার মাথা ভালো, সেই জন্যই সায়েন্স নিতে বলেছিলাম। কিন্তু প্রাইভেট টিউটরের পয়সাটুকুও দিতে পারি না। বাবুকে তো কত অল্প বয়সেই চাকরিতে ঢুকে পড়তে

কল্যাণী সান্তনা দিয়ে বলেন, তমি আর কি করবে। এ তো আমাদের ভাগ্য। দেখো কোন না কোন ভাবে তোমার ছেলেরা ঠিক জীবনে দাঁড়াবে।

দুপুরে বাড়ির সামনে বান্ধব সংঘ ্ব ক্লাবের বারান্দায় বসে ছিল ঋজ আকাশ আর অন্য বন্ধুরা। ক্যারাম খেলার পরিকল্পনা করছিল ওরা। এ সময় সাইকেল থেকে নামলো মনোদা। তাদের পাশে বসে বলল ি কিরে সব রাম বিজয়া দেখতে যাবি

পরের দিন রাম বিজয়া। এটি হাওড়ার একটি বড উৎসব। সাঁতরাগাছির পাশেই রামরাজাতলা। হেঁটেই যাওয়া যায়। সেখানে প্রাচীন এক বড় মন্দিরে 🛮 রাম সীতা বিশাল বড় মৃতি। ্রামনবমীর দিন শুরু হয় এই পুজো। ঠিক তারপর পরই ইছাপুরে সৌম্যচন্ডী, বাকসাড়াতে নতুন নবনারী আর ঋজুদের পাড়ায় পুরাতন নবনারীতলার মন্দিরের পুজো শুরু হয়। এই মন্দির গুলো বিশ বড় সঙ্গে আটচালা আর প্রতিমাও এখানে বিশাল বড়। চন্ডী মাতার বড মর্তি সৌম্যচন্ডী ঠাকর। আর নটি নারী মিলে একটি হাতি সেই হাতির উপর বসে রাধা কৃষ্ণ,

এটিই দই নবনারী মন্দির।চার মাস মেতে উঠত। স্বাভাবিকভাবেই প্রভাচনার পর প্রারণ সামের স্বেয় মনোময় মল্লিক অটোতে উঠে প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে আরেকবার দেখলেন। নাহ. মোবাইলটা সঠিক স্থানেই আছে। পাশের যাত্রীটিকে আড চোখে দেখলেন। একটা গোবেচারা 🛮 টাইপের ছেলে। ঊরুর উপর খাতা রুখে কিছু পড়ছে। সম্ভবত পরীক্ষায় বসবে। সারা বছর পড়াশোনা করেনি। নিজের বুকপকেটে হাত দিয়ে টাকাটা টিপে দেখলেন। শক্ত কিছু লাগছে। তার মানে টাকার ভাজে এটিএম 🛮 কার্ডটাও যথাস্থানেই আছে। এবার একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বসলেন। অটোটা ভালই যাচ্ছে। সামনে কোনও জ্যাম নেই। মিনিট দেশেকের মধ্যে ইলেকট্রিসিটি অফিসে পৌঁছে যাবে। সাতাশ 🛮 তারিখ বিল দেবার লাস্ট ডেট। আজ চবিবশ। কাল ফোর্থ স্যাটারডে। পরশু রোববার। দুদিন বন্ধ। সোমবার যদি কোন কারণে আসতে না পারেন তাই আজ যাচ্ছেন। শেষ মুহূর্তের ঝুঁকি তিনি কখনোই নেন না। পাশের ছেলেটা 🛮 অটো থামাতে বলছে। তার গন্তব্য এসে গেছে। অটো থেকে নেমে সে একটা একশ টাকার নোট বের করেছে। অটোওয়ালা নিজের পকেট হাতড়ে সাকুল্যে চল্লিশ টাকা পেয়েছে। ছেলেটা নির্বিকার ভাবে 🛮 দাঁড়িয়ে আছে। তার কাছে নাকি ু খুচরো নেই। আজকালকার ছেলেমেয়েরা যে কী করে এত কান্ডজ্ঞানহীন হয় ভেবে পাননা মনোময়বাবু। দশ টাকা ভাড়া হলে পকেটে দশ টাকা খুচরো নিয়ে 📘 উঠবে না ? এইতো তিনি নিজে ■ অটোতে যাবেন বলে আলাদা করে বিশ টাকা প্যান্টের বাঁ পকেটে রেখেছেন। হাত ঢুকিয়েই পেয়ে যাবেন। বুক পকেটে হাত দিয়ে সব টাকা বের করে সেখান থেকে বিশ টাকা খোঁজতে হবে না। তাড়াহুড়োর মধ্যে বড় নোট চলে ে যেতে পারে। এসব কথা আগাম ভেবে রাখতে হয়। অযথা সময় নষ্ট হচ্ছে এখন।মনোময়বাবু ধমক দিয়ে উঠলেন, "তোমার জানা ছিল া ভাড়া কত?" ছেলেটা আমতা

আমতা করছে।মনোময়বাবু অটো

📗 ড্রাইভারকে বললেন, ''সময় নষ্ট

করোনা। আমি ওর দশ টাকা দিয়ে

আমার সময়ের দাম বেশি।"

দেব। অটো চালাও। টাকা থেকে

রবিবার এই চারটি ঠাকুর একসঙ্গে বিসর্জন করা হয়।। সেদিন হাওড়ার এই অঞ্চলের সমস্ত বিদ্যুতের লাইন অফ থাকে কারণ রাস্তার পোস্টের তার কেটে দিতে হয়। ঠাকুর গুলির সুবিশাল উচ্চতার কারণে। শুরুর দিন থেকে চার রামরাজাতলায় মেলা বসে। আর বিসর্জনের দিন এই চার জায়গাতেই মেলা বসে। তো আমরা যাব সবাই মিলে। মেলাতে কিন্তু তোমাকে খাওয়াতে হবে মনোদা

মনাদা হেসে বলে, সে না হয় আমি

ভাইদের খাওয়ালাম। কি আর খাবি তোরা, খোসা শুদ্ধ বাদাম ভাজা, জিলিপি আলুর দম, এগরোল এই সবই তো পাওয়া যায় মেলায়। ঋজু মনোদাকে বলে, আচ্ছা মনোদা, এই রামঠাকুর, নবনারী ঠাকর কতদিন ধরে শুরু হয়েছে? আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে। মনোদা সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, তোর এই কৌতুহলগুলো আমার খুব ভালো লাগে। সবকিছু জানার আগ্রহ থাকলে তবেই বড় হওয়া যায়। আচ্ছা তাহলে আজ তোদের সে গল্পই বলি।

ক্লাবের ভেতর সতরঞ্চি পেতে বসে তারা সবাই। মনোদা বলতে শুরু

সাঁতরাগাছির রামরাজাতলায় আজ থেকে প্রায় ২৫০ বছর আগে সাঁতরাগাছি-র প্রখ্যাত জমিদার অযোধ্যারাম চৌধুরী রাজবেশধারী রাম-সীতার পুজো প্রবর্তন করেন। ক্রমে ক্রমে এই পুজো জনপ্রিয় হয়। জায়গাটির নাম হয় রামরাজাতলা।

শোনা যায় রামভক্ত অযোধ্যারাম চৌধুরী একদিন স্বপ্নে শ্রী রামচন্দ্রের পুজো করার নির্দেশ পান। এরপর তিনি নিজে উদ্যোগ নিয়ে শুরু করতে চলেন বিশাল আকারের রাম সীতার পূজোর। বারোয়ারি পুজোর আদলেই এই পূজোর পরিকল্পনা করেন তিনি। সেই সময় এই এলাকায় বারোয়ারি সরস্বতী পুজোর খুব খ্যাতি ছিলো এবং আপামর গ্রামবাসী এই পুজোয় একদল গুদ্যবাসী বাবেচ্যাবি ব্রাহ্য ।। দেবব্রত ঘোষ মলয়।।

পুজোর বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন। বছরেরও বেশী প্রাচীন। বর্তমানে দুই পক্ষের গ্রামবাসীদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া লেগে গেল। দুপক্ষের মুরবিবরাই চেস্টা করলেন আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করার। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল, রামসীতার পুজোই বড় করে হবে, কিন্তু সরস্বতী পুজোর দিন প্রতিমা নির্মাণের সূচনা হবে বাঁশ কাটা এবং প্রারম্ভিক পজোর মধ্য দিয়ে। আর রামসীতার মূর্তির উপরের দিকে অবস্থান করবেন দেবী সরস্বতী। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত সরস্বতী

পুজোর দিন ষষ্ঠী তলার একটি নির্দিষ্ট বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কেটে পজোর সচনা করা হয়। বাঁশ কাটার পরে চৌধুরীপাড়ায় শিবমন্দিরে বাঁশ পুজোর মাধ্যমে রামসীতার

চৈত্র বা বৈশাখ মাসে রামনবমী তিথিতে শুরু হয়ে শ্রাবণ মাসের শেষ রবিবার পর্যন্ত রাম পুজো ও সেই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত মেলা চলতে থাকে। যদিও[°] এই পুজো প্রথমে তিনদিন ,তারপর পনের দিন , আরও পরে একমাস ধরে চলতো। আগে এই পুজো চলাকালীন প্রতি শনি ও রবিবার যাত্রাপালার আসর বসতো! সেসব এখন আর হয়না ঠিকই ,তবে প্রতিদিন পুজো ,ভোগনিবেদন , সন্ধ্যারতি ইত্যাদি চালু আছে।

রাজা রাম ও সীতার মূর্তি এখানে পূজিত হয়। সঙ্গে আছেন মহাদেব, ব্ৰস্ত্ৰাসহ মোট ২৬ টি প্ৰতিমা।

আলাদা ভাবে আছে মহাবীর হনুমানের মূর্তি ; সাবিত্রী-সত্যবান এবং বিষ্ণুর বামন অবতারের মূর্তির আলাদা মন্দিরকক্ষ। একটু থামেন মোনোদা। আকাশকে বলেন রঞ্জিত দার দোকান থেকে একটু মুড়ি চানাচুর নিয়ে আয় তো। আকাশ আর ঋজু রঞ্জিতদার দোকানের দিকে যায়। সেখান থেকে ভালো করে মুড়ি মেখে ঝাল

অনুচর নন্দী-ভৃঙ্গি ইত্যাদি। পাশে

মুড়ির মতো করে নিয়ে চলে আসে

ক্লাবে। সবাই মিলে একটা বড়

খবরের কাগজে মুড়ি মাখা রেখে

খেতে থাকে। আবার শুরু করেন

রাবণবধের পরে সপারিষদ

রামরাজাতলার কাছেই ইছাপুরে পূজিত হন সৌম্যচন্ডী, বাকসাড়ায় নতুন ও পুরাতন নবনারী। রামনবমীর দুদিন আগে সপ্তমীর দিন পুজো শুরু হয় সৌম্যচন্ডীর, অক্ষয় তৃতীয়া ও বুদ্ধপূর্ণিমাতে নতুন ও পুরাতন নবনারীর পুজোর সূচনা হয়। তবে কেবল রামরাজাতলাতেই চারমাস ব্যাপী মেলা চলে , যা ভারতের দীর্ঘতম মেলা। আগস্ট মাসের ২য় বা ৩য় রবিবার (শ্রাবণ মাসের শেষ রবিবার) বিশাল শোভাযাত্রা সহকারে চারটি বিশালকায় প্রতিমার বিসর্জন হয় , যা

'রামবিজয়া' নামে পরিচিত।

আকাশ মনোদাকে বলে, তোমার সঙ্গে থাকলে আমাদের খুব লাভ হয় তুমি অনেক কিছু জানো। পরের দিন খাওয়া দাওয়ার পর সবাই মিলে বেরিয়ে পড়ে। ঋজুদের বাড়ি থেকে পুরাতন নবনারীতলা পাঁচ মিনিট। নবনালি ঠাকুর ইতিমধ্যেই একটু এগিয়ে সাতঘরার মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে। তা ঠিক পিছনেই বাকসাড়া থেকে আসা নতুন নবনারী ঠাকুর। এই বিশাল একটা ঠাকুরগুলির লোহার ট্রলির উপর বসানো থাকে। শয়ে শয়ে মানুষ সেই ট্রলিতে বাধা দড়ি ধরে ধীরে ধীরে গঙ্গার দিকে টেনে নিয়ে যায় প্রতিমা। সমস্ত ঠাকুরের আগে কিছু ক্লাব ব্যান্ড ঢাকির দল। আর ঠাকুরের ট্রলের ঠিক পিছনেই একটা এক্কেবারে উপরে বসুদেব, রামের বিশাল বড চাদর চারদিক থেকে দুইপাশে লক্ষণ,ভরত ,শত্রুত্ব , ধরে নিয়ে চলে কমিটির ছেলেরা।

উপর খুচরো টাকা-পয়সা ফেলতে থাকেন প্রণামী হিসেবে।

বেতন মোড় অতিক্রম করে শোভাযাত্রা পৌঁছায় সাঁতরাগাছির মোড়ে। সেখানে আগে থেকেই দাঁড়িয়ে রামরাজা ঠাকুর। এই শোভাযাত্রা আরো বড় আরো জমজমাট। বেশ কয়েক দল ব্যান্ড পার্টি, তাসা পাটি ঢাকের সমাহ। এখানে রাস্তাতেও প্রচুর ভিড়। এরমধ্যে শুরু হয় তুমুল বৃষ্টি। শ্রাবণ মাসের ধারাপাতে ভিজতে থাকে মানুষ। ট্রেনে করে বহু দূর দুরান্ত থেকে গ্রামীণ মানুষ এসেছেন এই বিজয়া দেখতে। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজেও তারা রাস্তার দুইধার থেকে বেতের ঝুড়ি কোদাল কাটারি সহ নানা গৃহস্থালি দ্রব্যাদি কিনতে থাকেন। পুরো রাস্তা জুড়েই মেলা বসে গেছে। ইতিমধ্যেই ঋজুরা দলছুট হয়ে গেছে। শোভাযাত্রায় এগিয়ে চলে দালাল পুকুরের দিকে। একটু পরেই সৌম্য চন্ডীর

শোভাযাত্রাও যোগ দেবে। চারপাশে তাকিয়ে ঋজু দেখে তার বন্ধরা মনোদা কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। সে একটু ঘাবড়ে যায়। শোভাযাত্রা এগিয়ে গেছে অনেকটা। এদিকটা এখন ফাঁকা হয়ে গেছে। ঋজু আর সামনে একা একা যেতে সাহস পায় না। হাওড়া অনেক দূর। কেদারনাথ স্কুলের পাশ দিয়ে বড় রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকে সে। রাস্তা দিয়ে দলে দলে লোক এখন বাড়ির দিকে চলেছে। একটুক্ষণের মধ্যেই পাড়ার বেশ কয়েকজনকে দেখতে পায় সে। সবাই মিলে গল্প করতে করতে কখন বাড়ি পৌঁছে যায় বুঝতেই পারেনা।

(তথ্যসূত্র : শ্রী রামরাজা পরিষদ প্রকাশিত পুস্তক , এখন দিগন্ত পত্রিকা, হাওড়া জেলার ইতিহাসরামরাজাতলা-র রাম পুজো-র সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।) ক্রমশঃ

কোথায় যেন পেয়েছিলেন গন্ধটা

আগেও একবার ! মনোময়বাব

সাবানের ফেনা সারা শরীরে নিয়ে

অটোওয়ালা একবার মনোময়বাবুর দিকে ঘুরে দেখল। এ যুগে এখনও এমন মকেল

মাঝেমধ্যে পাওয়া যায় বটে ! অটো থেকে নেমে ভাডা মিটিয়ে এবার তিনি বিল দিতে লাইনে দাঁড়িয়েছেন। লম্বা লাইন পড়েছে। লাইন লম্বা হলে ক্ষতি নেই। মানুষের কোলাহল তার অপছন্দের নয়। ইচেছ ছিল এখানের বিল মিটিয়ে একবার ব্যাংকে যাওয়ার।

হয়তো রোববার রাতে ফিরতে পারে। ছেলেটা এবছর আঠাশে পড়েছে। একটা বিয়ে করিয়ে সংসারটা ধরিয়ে দিতে পারলে থিতু হয়ে যেত। কিন্তু ছেলেটার তার সাথে বসার সময় কোথায় !

মূর্তি গডার প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু

হয়। এর অল্প কিছুদিন পর থেকেই

রামরাজাতলা বাজারের আটচালায়

কুমারটুলির প্রতিমা শিল্পী গৌর

পালের বংশধর-রা প্রতিমা নির্মাণ

এই পজো আড়াইশো

শুরু করে দেন।

লাইনের পেছনের লোকটা তাড়া দিল, "দাঁড়িয়ে রইলেন কেন !

।। দীপঙ্কর ঘোষ।। করিনি।" টাকা দিয়ে রসিদটা হাতে নিয়ে পাঁচ ছ'বার ভালো করে বিলের সাথে রাশিদটা মিলিয়ে নিলেন। বুক পকেটে ভাঁজ করে রশিদটা সযত্নে রাখলেন। ঘরে গিয়ে ফাইল করবেন। সবকিছুর আলাদা আলাদা ফাইল আছে তার। জলের বিল, বিদ্যুতের বিল, পত্রিকার বিল।

অবশ্যই রামসীতার মাথার উপরের

দিকে অবস্থান করছেন পাঁচটি

সরস্বতী প্রতিমা। এছাড়া আছেন

দেবী জগদ্ধাত্রী-র দুটি মূর্তি,

বিভীষণ ক্ৰুমান জামুৰান শিবের ব্যক্তাৰ দু"ধারে দাঁদিয়ে থাকা



তা বোধহয় আজ আর হবে না। সে কাজটা সোমবার করবেন। সোমবার আবার বেরোতে হবে। হোক। মন্দ কি ? আজ এমনিতেও হাতে সময় কম। সন্ধ্যের আগে ঘরে ফিরতে হবে। মালতি বলছিল সন্ধ্যের পর একটা পার্টিতে যাবে। কার যেন ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি আছে আজ। ফিরতে নাকি রাত হবে। প্রীতম সকাল সকাল অফিসে গেছে। হাতে একটা ট্রাভেল ব্যাগ দেখেছেন। আজ শুক্রবার। মনে হয়না সেও বাড়ি আসবে। উইক অ্যান্ডে বন্ধুর বাড়ি দুরাত কাটিয়ে

লাইনে কত বড় গ্যাপ ধরেছে দেখুন।" সত্যিই ভাবনায় ডুবে গিয়ে ভূলেই গেছিলেন এগিয়ে যাওয়ার কথা। মনোময়বাবু তাড়াতাড়ি চার পা এগিয়ে গেলেন। ক্যাশ কাউন্টারের কাছে পৌঁছে বিলটা ঘূলঘূলির ফাঁক দিয়ে ঢোকাতেই ক্যাশিয়ার বলল, ''টাকা মিলিয়ে দেবেন।" মনোময়বাবু বললেন, "সে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, পাই পাই মিলিয়ে দেয়া আছে।"ক্যাশিয়ার মুখ তুলে মনোময়বাবুর দিকে তাকিয়ে বলল,

এমনকী বিয়ের কার্ডেরও ফাইল আছে একটা। এবার সামনের ক্যান্টিনে বসে আয়েশ করে এক কাপ চা খেতে হবে। তারপর যাবেন মোড়ের বাজারটায়। সেখানের সুলভ ভান্ডার থেকে তিনি আজকাল কেনাকাটা করেন। ন্যায্য দাম, জিনিসও ভালো। গত বছর আবিষ্কার করেছেন দোকানটা। আজ অবশ্য তিনি জিনিসের টোকা আনেননি। মাসের দু তিন তারিখ পেনশন ঢোকার পর লম্বা টোকা নিয়ে ''ওহ আপনি? আমি খেয়ালই আসবেন। আজ শুধু এক প্যাকেট

ধূপকাঠি আর একটা গায়ে মাখার সাবান নেবেন। বাথরুমের সাবানটা ছোট হয়ে আসছে। আরেকটা সাবান তার ড্রয়ারে আছে যদিও কিন্তু হঠাৎ যদি কাজের সময় পাওয়া না যায় ? তার মা"ও হামেশা চাল ডাল তেল সাবান সব মজুদ রাখতেন। মা বলতেন ভাঁড়ার শূন্য রাখলে

সংসারে অলক্ষী ঢোকে। দোকানের মালিক চেনা কাস্টমার দেখে একটা মিষ্টি হাসি দিল। দোকানের তাকে সবই চেনা সাবান। বহু মেখেছেন গায়। সবজ সাদা চকচকে প্যাকে একটা নতুন সাবান দেখা যাচ্ছে কোণায়। কুড়ি টাকা দাম। ওজন আছে বেশ। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন, তেলাপোকা বা ইঁদুর কাটেনি তো? এ দোকানে অবশ্য এমন ঘটনা পাননি। আগের দোকানটায় এমন হতো। তাই ওটা ছেড়েছেন। সাবান ধূপকাঠি নিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে বিকেল। মালতি ঘরে তালা দিয়ে চলে গেছে। তার মানে আগে পার্লারে যাবে। তারপর সেজেগুজে পার্টিতে। তবে চিন্তার কোন কারণ নেই। সাথে ডুপ্লিকেট চাবি আছে। ঘরে ঢুকে ফ্যানটা ছেড়ে বসলেন। বড্ড অগোছালো করে রেখে গেছে মালতি সব। কাপড়চোপড় ছড়ানো চারদিকে। অগোছালো ঘরদোর তার একেবারেই অপছন্দ। চোখে সহ্য হয় না। সব গোছাতে গোছাতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গেল। আর দেরি করা যাবে না। সম্যোবাতি দিতে হবে। তারপর এক কাপ চা বানিয়ে খাবেন। বাইরের কাপড় ছেড়ে পাজামা আর নতুন সাবানটা নিয়ে বাথরুমে ঢুকলেন। সাওয়ার ছেড়ে গা টা ভিজিয়ে সাবানটা সারা শরীরে মাখলেন। একটা পরিচিত গন্ধ এসে নাকে লাগছে। গন্ধটা আস্তে আস্তে বাড়তে তার সারা মন মস্তিষ্কে ছড়িয়ে যাচ্ছে। গন্ধের সাথে কোন একটা মর্মান্তিক

স্মৃতির ফেনিল সমুদ্রে ডুবে যেতে লাগলেন। মনে পডেছে, খুব মনে পড়েছে। তার প্রথম স্ত্রী প্রতিভা যেদিন এক রাতের জ্বরে মারা গেল সেদিন তিনি বাইরে ট্যুরে। প্রতিভা খুব অসুস্থ - এ খবর দিয়ে তাকে আনা হয়েছিল। প্রীতম তখন ছ বছরের। এসে দেখেন উঠোনে অনেক লোক। প্রতিভাকে পাড়ার মহিলারা গায়ে সাবান মাখিয়ে চান করাচ্ছে। এই বেলি ফুলের গন্ধযুক্ত সাবানটা। পাথরের মত দাঁড়িয়ে ছিলেন মনোময়বাবু। লাল টকটকে শাড়ি পরিয়ে প্রতিভাকে কাঁধে নিয়ে যখন তিনি হেঁটে যাচিছলেন তখনও গন্ধটা ভেসে এসে তার নাকে লাগছিল। একটা ঘোরের মধ্যে হাঁটছিলেন মনোময়বাবু। সে সময় তার মা জীবিত। মা মারা যাওয়ার আগে প্রতিভার সাজানো সংসারটা টিকিয়ে রাখার জন্য জোর করে মালতির সাথে তার বিয়ে দিয়ে গেছেন। সেও আজ প্রায় কৃডি বছর আগের কথা। বাস্তব আর সোনালি স্মৃতির টানাপোড়েনে একটা অসহ্য যন্ত্রনায় তিনি ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছেন। মনোময়বাবু শাওয়ারটা বাড়িয়ে দিলেন। শাওয়ারের জলে সাবান ধোয়া যাচ্ছে না। বালতি থেকে মগ মগ জল গায়ে ঢালতে লাগলেন। কিছুতেই গন্ধটা ছাড়াতে পারছেন না। ভেজা গায়ে চিৎকার দিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন। ছুটে গিয়ে পশ্চিম দিকের ব্যালকনিতে দাঁড়ালেন। এক নিঝুম অন্ধকার পশ্চিমের আকাশ থেকে দানবের মতো ধেয়ে এসে তার পুরো ঘরটাকে গিলে ফেলতে চাইছে। একটু পরেই এক সর্বগ্রাসী নিঃসঙ্গতা প্রতি রাতের মতো আজও তাকে চুপিচুপি বলতে আসবে যে আসলে তার কোন সংসার নেই, প্রিয়জন নেই। সংসারের সমস্ত খুঁটিনাটিকে পুষিয়ে একটা ভালোবাসার ঘর বানানোর যে স্বপ্ন প্রতিভার ছিল আজ এত বছর থেকে সে স্বপ্নকেই শুধু আঁকড়ে বেঁচে আছেন তিনি। তবু যতই পরিপাটি করে এ সংসারকে তিনি গুছিয়ে রাখতে চাইছেন ততই তিনি হেরে যাচ্ছেন। সব তাকে ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছে - সময়, শরীর, এমনকী তার ঘটনার স্মৃতি সতেজ হচেছ। শেষ সম্বল স্বপ্রগুলোও।

CMYK

CMYK



রাজ্য অনূর্ধ-১৫ ক্রিকেট: দুরন্ত শায়ন ও সুরজ জয় পেলো শান্তিরবাজার, সোনামুড়া মহকুমা

রানে অপরাজিত থেকে যায়।

এছাড়া আবু বন্ধর চৌধুরি ৪৩ বল

খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১টি ওভার

বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮ রান করে।

বিলোনিয়ার পক্ষে কৌশিক নম:

(২/১৬) সফল বোলার। এদিকে

বাইখোড়া মাঠে অপর ম্যাচে

দাপটের সঙ্গে খেলে শান্তিরবাজার

মহকুমা ৬ উইকেটে পরাজিত করে

সাব্রুম মহকুমাকে। টসে জয়লাভ

করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে সাব্রুম ১৪৭

রান করে। দলের পক্ষে সুরজ দাস

৪৫ এবং জয়দেব মালাকার ১৯ রান

করে।দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৪৩

রান। শাস্তিরবাজারের আয়ুষ

দেবনাথ, দীপায়ন রায় এবং সৌরভ

দেবনাথ দুটি করে উইকেট

পেয়েছে। জবাবে খেলতে নেমে

৭৩ বল বাকি থাকতে ৪ উইকেট

হারিয়ে জযের জন্য প্রয়োজনীয়

রান তুলে নেয় শাস্তিরবাজার

মহকুমা। দলের পক্ষে শায়ন নম:

৬২ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও

১টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৫

রানে এবং নীহার রিয়াং ১১ বল

খেলে ২ টি ওভার বাউন্ডারির

সাহায্যে ১৭ রানে অপরাজিত

থেকে যায়। এছাড়া দলের পক্ষে

ক্রীড়া প্রতিনিধি রেটিং দাবা

প্রতিযোগিতা শুরু আজ।

চলবে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত। এন

এস আর সি সি-র দাবা

হলঘরে হবে আসর। রাজ্য

দাবা সংস্থার উদ্যোগে প্রথমবর্ষ

ওই আসরের মোট প্রাইজমানি

৩৩ হাজার টাকা। প্রতিদিন দুই

রাউন্ড করে হবে খেলা। আজ

সকাল সাড়ে ১০ টায় হবে

প্রথম রাউন্ডের খেলা। জানা

গেছে, প্রায় ৭০ জন দাবাড়ু

আসরে অংশ নিয়েছে।

ক্রীড়া প্রতিনিধি ধর্মনগর,৮

এপ্রিলস্থগিত রাখা হলো ফাইনাল

ম্যাচ। অনিবার্য কারন বশত।

মালাবতি প্রথম ডিভিশন লিগ

ক্রিকেটের ফাইনাল ম্যাচ

শনিবার হওয়ার কথা ছিলো।

তাতে মুখোমুখি হওয়ার কথা

ছিলো সেন্ট্রাল রোড ক্রিকেট

কোচিং সেন্টার এবং এন এস

সরণী। আগামীদিনে ফাইনাল

ম্যাচের দিনক্ষণ পুনরায় জানিয়ে

দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন

মহকমা ক্রিকেট সংস্থার সচিব

শেখর সিনহা।

অমন দেবনাথ করে ২৯ রান।



ক্রীডা প্রতিনিধি সাব্রুম, শান্তিরবাজার জয় দিয়ে রাজ্য আসর শুরু করলো সোনামুড়া মহকুমা। সাব্রুম স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে সোনামুড়া মহকুমা ৬ উইকেটে পরাজিত করে বিলোনিয়া মহকুমাকে। রাজ্য অনুর্ধ-১৫ ক্রিকেটে। শনিবার সকালে আসরের উদ্বোধনী দিনে বিলোনিয়া মহকুমা টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে মাত্র ৯৩ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে অদ্রিত মজুমদার ৩০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ এবং তপন ঘোষ ২৪ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করে। দল অতিরিক্ত কাতে পায় ২২ রান। সোনামুডার পক্ষে মহ: জুয়েল হুসেন, সাগর দাস, তনবীর সোহেল, রাইহান আহমেদ এবং আবু বঞ্কর চৌধুরি দৃটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে খেলতে নেমে সোনামুডা ২৪.২ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জযের জন্য প্রযোজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে রাইহান আহমেদ ২৪ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ৩

উদ্বোধনী ম্যাচে জয়ী রেটিং দাবা বায়া খা বাকসা ক্লাব শুরু আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি অমরপুর,৮ এপ্রিল উদ্বোধনী ম্যাচে জয় পেলো বায়া খা বাকসা ক্লাব। ৪০ রানে পরাজিত করলো ব্রু সুংনাই মথৌ দলকে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্রিকেটে। শনিবার থেকে রাঙ্গামাটি মাঠে শুরু হয় আসর। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে বায়া খা বাকসা ক্লাব১১৬ রান করে। দলের পক্ষে নিউটন জমাতিয়া ৪০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১,বীরলাল জমাতিয়া ৪৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২১, দেবতা রিয়াং ২৬ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩৯ রান। ব্রু সুংনাই মথৌ দলের পক্ষে ইভান চন্দ্র রিয়াং (৫/৩৪) এবং সুশান্ত রিয়াং (২/১৭) সফল বোলার। জবাবে খলতে নেমে খাজারাম রিয়াং (৩/০), মনোজ দাষগুপ্ত (৩/২৮) এবং নববীর জমাতিয়ার (২/২৯) দুরন্ত বোলিংয়ে ৭৬ রানে গুটিয়ে যায় ব্রু সুংনাই মথৌ দল। দলের পক্ষে পুলেন্দ্র রিয়াং ৩৫ বল খেলে ৩ টি বাউভারি ও ২ টি ওভার বাউভারির সাহায্যে ৩২ রান করেন।

চলছে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব

সংহতি-১০২/৬ স্ফুলিঙ্গ-১০৩/৩ ক্রীড়া প্রতিনিধি জয়ের ধারা অব্যহত রেখে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। প্রতিপক্ষ কোনও দলই বেকায়দায় ফেলতে পারছে না দীপক ভাটনাগরের দলকে। মরশুমের একমাত্র দল হিসাবে এখনও অপরাজিত রয়েছে। শনিবার দুপুরে এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে স্ফুলিঙ্গ ৭ উইকেটে পরাজিত করে সংহতি ক্লাবকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে সংহতি নির্ধারিত ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১০২ রান করে। দলের পক্ষে অভিজিৎ দে ৩৯ বল খেলে ৬ টি বাউভারির সাহায্যে ৪০,সঞ্জয় মজুমদার ১২ বল খেলে ১ টি ওভার বাউভারির সাহায্যে ১৪ রান করেন। স্ফুলিঙ্গের পক্ষে সানি সিং (২/১৩) এবং চিরঞ্জীৎ পাল (২/২৭) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে স্ফুলিঙ্গ ১২.১ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে শ্রীদাম পাল ২০ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪১, জয়দীপ বনিক ২৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ এবং বিক্রম কুমার দাস ১৬ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ রান করেন। সংহতির পক্ষে অভিজিৎ দে (২/২১) সফল বোলার।

অনুধ-১৫ রাজ্য ক্রিকেটে জয় দিয়ে

উইকেটে হারিয়ে দারুন সূচনা অন্তরীপের দায়িত্বপূর্ণ ব্যাটিং এর বেশ পঞ্চাযেত মাঠে শনিবার হয় জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান ম্যাচটি। তাতে খোয়াই-এর গড়া তুলে নেয়। খোয়াইয়ের পক্ষে ১৮১ রানের জবাবে মোহনপুর ৬ বিশাল নম দাস (২/৩৬) সফল উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য বোলার। বিজয়ী দলের পিনাক দলের ইস্ট দেবনাথের ৩৭ ও খেতাব পেয়েছে। এদিকে, অন্তরীপ সাহার ৩৫ এবং বিজীত মোহনপুর স্কুল গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত করে। এদিন সকালে প্রথমে ব্যাট ব্যবধানে তে লিয়ামূড়াকে করার সুযোগ পেয়ে খোয়াই পরাজিত করেছে। শুরুতে টস

করলো বিশালগড়। তেলিয়ামুড়া (৩/১৩) ও পিনাক দেব (২/২৯) ২২৪ রান সংগ্রহ করে। দলের কে ৩৮ রানে হারিয়ে। মোহনপুর সফল বোলার। জবাবে খেলতে পক্ষে শুভজিৎ দাসের ৯৫ রান ও পিছিয়ে নেই। খোয়াইকে চার নেমে অধিনায়ক ইস্ট এবং ও সিদ্ধার্থ দেবনাথ এর ৪০ রান উ ল্লেখযোগ্য। মোহন পুর দলেরও। রাজ্য সঙ্গে অতিরিক্ত ৪৪ রান পেয়ে ৩৭ তেলিয়ামুড়ার তাইসান দেববর্মা অনুর্ধ-১৫ ক্রিকেটে। নরসিংগড় ওভার খেলে ৬ উইকেট হারিয়ে ৩১ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে তেলিয়ামুড়া ৮ উইকেট হারিয়ে ১৮৬ রান সংগ্রহ করতেই নির্ধারিত ৪৫ ওভার ফুরিয়ে যায়। প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দেব প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের দলের পক্ষে নবজিৎ কর অপরাজিত থেকে ৮৪ রান সংগ্রহ করলেও অন্যদের ব্যর্থতায় শেষ দলের অনিকেত মোদক ৩৬ রান খেলায় বিশালগড় ৩৮ রানের রক্ষা হয়নি। বিশালগড়ের হৃদয় নম: ও ঈশ্বরজিত নাগ দৃটি করে উইকেট পেয়েছে। বিজয়ী দলের মহকুমা ৪৩.৪ ওভারে সব কটি জিতে বিশালগড় প্রথমে ব্যাটিং শুভজিৎ দাস পেয়েছে প্লেয়ার

উইকেট হারিয়ে ১৮১ রান করে। এর সিদ্ধান্ত নেয় নির্ধারিত ৪৫ অফ দ্য ম্যাচের খেতাব।

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল(হি.স.) : কোটিপতি লিগ আইপিএল খেলার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও টুর্নামেন্টে মাত্র দুই ম্যাচ খেলে আইপিএল ছেড়ে দেশে ফিরে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছেন দিল্লি ক্যাপিটালসের অস্ট্রেলিয়ান তারকা অলরাউন্ডার মিচেল মার্শ লেখনউ সুপার জায়ান্টস এবং গুজরাট টাইটান্সের বিপক্ষে প্রথম দুই ম্যাচে একাদশে ছিলেন মার্শ। দিল্লির বোলিং কোচ জেমস হোপস বলেছেন, মার্শকে আমরা পরের কয়েকটা ম্যাচে পাব না, ও বিয়ে করতে অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে গেছে। মিচেলের জীবনের নতুন ইনিংসের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছে দিল্লি। সাড়ে ছয় কোটি টাকায় কেনা এই তারকা ক্রিকেটার আগামী কয়েকটি ম্যাচে দিল্লির হয়ে খেলতে পারবেন না।

জে সি সি-তে হোঁচট রিয়াজ, সাগরের অর্থশতরান খেলো ইউ:ফ্রেডস



জে সি সি-১৩৬ ইউনাটেড ফ্রন্ডস-১৩১/৯ ক্রীড়া প্রতিনিধি হোঁচট খেলো ইউনাটেড ফ্রেন্ডস। লড়াই করে হারলো জেসি সি-র বিরুদ্ধে। বিফলে গেলো অর্জুন দেবনাথের লড়াকু ইনিংস। শনিবার বিকেলে নরিসংগড় পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে অনুষ্ঠিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে। ম্যাচে জে সি সি জয়লাভ করে ৫ রানে। দুপুরে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে ইউনাটেড ফ্রেন্ডসের বোলারদের সাড়াশি আক্রমণের মুখে ১৩৬ রান করতে সক্ষম হয় জে সি সি। মিডল অর্ডারে রিমন সাহা এবং অভয়

দিভেদী প্রতিরোধ গড়ে তুলে

জয় অব্যহত

প্রণভানন্দ স্কুলের

করাতে মূখ্য ভূমিকা নেন। অভয় ৩৩ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫, রিমন ২৩ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩, নিরুপম সেন ২২ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ এবং বিপীন কুমার শর্মা ১৮ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করেন। ইউনাটেড ফ্রেডসের পক্ষে দীপক ক্ষত্রী (২/১৭) এবং পারভেজ সুলতান (২/২৪) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে জে সি সি-র বোলারদের সাড়াশি আক্রমণে শুরু থেকে নড়বড়ে হয়ে যায় ইউনাটেড ফ্রেন্ডসের ইনিংস। শেষ দিকে অর্জুন দেবনাথ দুরস্ত লড়াই করলেও তা প্রয়োজনের তলনায় যথেষ্ট ছিলো না। ইউনাটেড ফ্রেন্ডস শেষ পর্যন্ত ১৩১ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে অর্জুন দেবনাথ ২৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ৬ টি ওভার বাউভারির সাহায্যে ৪৯ (অপ:), সেন্টু সরকার ১২ বল খেলে ৫ টি বাউভারির সাহায্যে ২১ এবং স্বরূপ পাল ১৮ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করেন। জে সি সি-র পক্ষে বিপীন কুমার শর্মা(৪/১৮) সফল

দ্বিতীয় জয় পেলো বি সি সি হার্ভে-১০১/৯ ক্রীড়া প্রতিনিধি দ্বিতীয় জয় পেলো বি সি সি।শনিবার ব্যাটে বলে দাপট দেখিয়ে হার্ভের বিরুদ্ধে জয় ছিনিয়ে

নিলো দীপক ভাটনাগরের ছেলেরা। জয় পেলো ৬৩ রানে। এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে বি সি সি ৫ উইকেট হারিয়ে ১৬৪ রান করে। দলকে বড় স্কোর গড়াতে মৃখ্য ভূমিকা নেন রিযাজ উদ্দিন এবং সাগর শর্মা। দুজনই অর্ধশতরান করে দলকে এগিয়ে নিয়ে যান। সাগর ৪৩ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে

৬০ (অপ:), রিয়াজ ৪০ বল খেলে ৭ টি বাউভারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৬,আনন্দ ভৌমিক ২৪ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ এবং অরিজিৎ দেবনাথ ৮ বল খেলে ২ টি বাউভারির সাহায্যে ১৩ রান করেন।হার্ভের পক্ষে আকাশ কুমার সিং (৩/৩২) এবং তথাগত চক্রবর্তী (২/২৫) সফল বোলার। জবাবে



খেলতে নেমে আনন্দ ভৌমিকের (৪/২৫) দুরন্ত বোলিংয়ে নির্ধারিত ওভারে মাত্র ১০১ রান করতে সক্ষম হয় হার্ভে। দলের পক্ষে অর্কজিৎ দাস ২৫ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬,বিজয় বিশ্বাস ২৭ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ এবং আকাশ কুমার সিং ৬ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ রান করেন। বি সি

কৃষ্ণধনের ৪ উইকেট চলমানে বিধ্বস্ত বি এস টি

চলমান- ১৬০/৯ ইউ বি এস টি-৬০ ক্রীড়া প্রতিনিধি চলমানে বিধ্বস্ত ইউ বি এস টি। সহজেই জয় পেলো বেশীরভাগ কোনাবনের ক্রিকেটারদের নিয়ে গড়া চলমান সঙ্ঘ। সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃটি টি-২০ ক্রিকেটে। শনিবার পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে চলমান সঙ্ঘ ১০০ রানে পরাজিত করে ইউ বি এস টি কে। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে চলমান সঙ্ঘ নির্ধারিত ওভারে ৯ উইকেট

বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৩, ওপেনার তন্ময় দাস ৩৯ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪২, কৃষ্ণধন নম: ১৮ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ এবং আরমান হুসেন ১৪ বল খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২০ রান। ইউ বি এস টি-র পক্ষে কৃষ্ণ কমল আচার্য (২/২৭) সফল বোলার। জবাবে খেলতে

ভেলকির সামনে মাথা তুলে দাড়াতে পারেননি ইউ বি এস টি-র ব্যাটসম্যান-রা। দল ১৪.৫ ওভারে মাত্র ৬০ রানে গুটিয়ে যায়। দলের পক্ষে প্রণব দাস ১৩ বল খেলে ২ টি বাউভারির সাহায্যে ১৩ এবং মনোজিৎ দাস ১৩ বল খেলে ২ টি বাউভারির সাহায্যে ১১ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। চলমানের পক্ষে কৃষ্ণধড় ছাড়া জয়দেব দেব (২/১২) এবং রাজীব সাহা

নেমে কৃষ্ণধন নম: (৪/৮) গভাছড়া, এল.টি.ভি ও অমরপুর জয় দিয়ে সূচনা রাজ্য ক্রিকেটে

লংতরাইভ্যালি এবং অমরপুর। গন্ডাছড়া হারিয়েছে কাঞ্চনপুরকে ১৬৪ রানের বিশাল ব্যবধানে। কৈলাশহরের আর.কে আই স্কুল গ্রাউন্ডে ম্যাচ। টস জিতে গভাছড়া প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে নির্ধারিত ৪৫ ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে ২৫৯ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে রাজেশ বর্ধনের অপরাজিত ৬৫ রান এবং যশোয়া রিয়াংয়ের ৬৩ রান উল্লেখযোগ্য। জবাবে ব্যাট করতে নেমে কাঞ্চনপুর ২৬ ওভার খেলে ৯৫ রানেই ইনিংস গুটিয়ে নেয়। বিজয়ী দলের রাজেশ দেববর্মা ১১ রানে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অব রান সংগ্রহ করলে সীমিত ৪৫ খেতাবও পায়।

ক্রীডা প্রতিনিধি জয় দিয়ে দারুন স্যান্টের খেতাবও পায়। ওভার শেষ হয়ে যায়। অভ্রজিত সূচনা করেছে গভাছড়া, কৈলাশহরের আর কে এম দাস ১০৯ রান পেলেও অন্যদের স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত খেলায় লংতরাইভ্যালি চার রানে রুদ্ধশ্বাস জয় পেয়েছে। টস জিতে লংতরাইভালি প্রথমে বাটে করতে নেমে নির্ধারিত ৪৫ ওভারে ৩ উইকেটে ২৭১ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে সুরজ গুরুং ৮৬ বল খেলে ১৩ টি বাউভারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিত থেকে ১১৪ রান সংগ্রহ করে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া অর্ঘ্যদীপ চৌধুরীর ৬৭ রানও উল্লেখ করার মতো। জবাবে কমলপুর সমান্তরালে খেলে আট উইকেট হারিয়ে ২৬৭

কেউ আরও একটু সফল হলেই ম্যাচের ফলাফল অন্যর্কম হতো। মেলাঘরে শহিদ কাজল স্মৃতি ময়দানে অনুষ্ঠিত সি- গ্রুপের খেলায় অমরপুর ৭৫ রানের ব্যবধানে আমবাসাকে পরাজিত করেছে। টস জিতে অমরপর প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৪৭ রানে ইনিংস শেষ করলে জবাবে আমবাসার ইনিংস গুটিয়ে যায় ৭২ রানে। বিজয়ী দলের সৈকত ভৌমিক অর্থশতক পেলেও সতীর্থ সূত্রত চক্রবর্তী পাঁচ রানে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে দলকে জয়ী করার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের

ক্রীড়া প্রতিনিধি জয়ের ধারা অব্যহত রাখলো প্রণভানন্দ স্কুল। শনিবার

প্রণভানন্দ স্কুল ৯ উইকেটে পরাজিত করে ভবনসত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরকে।

রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত প্রথমবর্ষ অনর্ধ-১৭ বালিকাদের আন্ত:

স্কুল টি-২০ ক্রিকেট আসরে। ড: বি আর আম্বেদকর মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে

টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে প্রণভানন্দ স্কলের বোলারদের

আটোসাটো বোলিংয়ে নির্ধারিত ওভারে মাত্র ৮৮ রান করে ৫ উইকেট

হারিয়ে ভবনসত্রিপুরা বিদ্যামন্দির। দল সর্বেচ্চি ৪৬ রান পায় অতিরিক্ত

খাতে। এছাডা দলের পক্ষে স্লিঞ্চা রায় ৫৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির

সাহায্যে ২২ এবং পর্বা চৌধরি ২৩ বল খেলে ২ টি বাউভারির সাহায্যে

১০ রান করে। প্রণভানন্দ স্কলের পক্ষে অভিজ্ঞা বর্ধন (২/১১) এবং

অশ্বিতা রায় (২/১৩) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ১ উইকেট

হারিয়ে জয়ের জন্য সহজেই প্রয়োজনীয় রান তলে নেয় প্রণভানন্দ স্কল।

অন্বেষা চক্রবর্তী এবং অভিজ্ঞা বর্ধন দুরন্ত খেলে দলকে জয় এনে দেয়।

টানা ২ ম্যাচে জয় পেয়ে বিদ্যাসাগর স্কুলের সঙ্গে গ্রুপের শীর্ষে রয়েছে

ক্রীড়া প্রতিনিধি প্রথম জয় পেলো আসাম রাইফেলস স্কুল। ৮ রানে পরাজিত করে নন্দনগর স্কুলরকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত প্রথমবর্ষ পশ্চিম জেলা আন্ত: স্কুল বালিকাদের টি-২০ ক্রিকেটে। ড: বি আর আম্বেদকর স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে আসাম রাইফেলস স্কুলকে জয় এনে দিতে মূখ্য ভূমিকা নেয় সুশ্মিতা বসাক। প্রথমে ব্যাট হাতে ৪৪

পায় সুশ্মিতা। প্রথমে ব্যাট করার আসাম রাইফেলস করে। দলের বসাক ৪৫ বল বাড ভাবি ব অধিকারী ২০ বল বাড় ভাবি ব কির। পায় ৫২ রান। নেমে ১২৫ রান নন্দনগর স্কুল উইকেট হারিয়ে। ছেত্ৰী ৫৫ বল



সুযোগ পেয়ে স্কুল ১৩৩ রান পক্ষে সুশ্মিতা খেলে ৮ টি সাহায্যে ৪৪,দিয়া খেলে ৩ টি সাহায্যে ২১ রান অতিরিক্ত খাতে জবাবে খেলতে করতে সক্ষম হয় নির্ধারিত ওভারে ৪ দলের পক্ষে তৃষ্ণা খেলে ৬ টি সাহায্যে ৪৮ এবং

বাড় ভাবি ব অনামিকা রুদ্রপালত৪ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ রান করে। আসাম রাইফেলস স্কুলের পক্ষে সুশ্মিতা বসাক (৩/২২) সফল বোলার।

কুমারঘাটে রাজ্য ভলিবলের ফাইনাল ম্যাচ ও পুরস্কার বিতরণী আজ

জমজমার পর্যায়ে। আগামীকাল টুর্নামেন্টের অন্তিম দিনে ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে। রয়েছে বিশেষ সমাপ্তি অনুষ্ঠানও। কুমারঘাটের পূর্ত দপ্তরের গ্রাউন্ডে আয়োজিত ৪৪ তম পুরুষ এবং ৩৫ তম মহিলা রাজ্য স্তরীয় কৃষ্ণ চন্দ্র সাহা স্মৃতি ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ দ্বিতীয় দিনে আজ বেশ কটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম বেলায় পুরুষ বিভাগের

এপ্রিল।।কুমারঘাটে দিবারাত্রির অর্থাৎ ৩-১ সেটে পশ্চিম জেলা ভলিবল টুর্নামেন্ট বেশ দলকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে উঠেছে। অপর খেলায় ঊনকোটি হাড্ডাহাডিড লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ২৫-২৩, ২৬-২৪, ২২-২৫, ২০-২৫ এবং ১৫-১২ পয়েন্টে অর্থাৎ ৩-২ সেটে দক্ষিণ জেলা দলকে পরাজিত করেছে শেষ চারে প্রবেশ করে। অপর খেলায় ধলাই একপ্রকার সহজেই ২৫-২২, ২৫-২০ ও ২৫-২২ পয়েন্টে অর্থাৎ ৩-০ সেটে উত্তর জেলা দলকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে উন্নীত হয়েছে। খেলায় খোয়াই ২৫-১৯, সন্ধ্যায় কৃত্রিম আলোয় পুরুষ ও

ক্রীডা প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ২৮-২৬, ২৪-২৬ ও ২৫-২৩ মহিলা উভয় বিভাগের সেমিফাইনাল পর্যায়ের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেমিফাইনালে মহিলা বিভাগে খোয়াই খেলছে দিক্ষিণ জেলা দলের বিরুণদো। অপর সেমিফাইনালে পশ্চিম জেলা দল খেলছে ঊনকোটি জেলার বিরুদ্ধে। পুরুষ বিভাগে প্রথম সেমিফাইনালে খোয়াই ও ধলাই এবং দ্বিতীয় সেমিফাইনালে এডিসি এবং ঊনকোটি পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে। সংবাদ লেখা পর্যন্ত সেমিফাইনালের গুরুত্বপূর্ণ লড়াই চলছে। আগামীকাল সন্ধ্যা ছয়টায় হবে ফাইনাল ম্যাচ। এরপর হবে পুরস্কার বিতরণী







CMYK

TRIPURA BHABISHYAT, SUNDAY, 09 APRIL, 2023

ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, রবিবার, ৯ এপ্রিল, ২০২৩ ইং, ২৫শে চৈত্র, ১৪২৯ বাং



রতিয়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের এনএসএস'র স্বেচ্ছাসেবকরা ট্রাফিক বিধির উপর লিফলেট এবং মিষ্টি বিতরণ করে চালকদের মধ্যে

স্বেচ্ছাসেবকরা বিদ্যালয়ের

দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সঙ্গে নিয়ে

জাতীয় সেবা প্রকল্পের মধ্য দিয়ে কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ট্রাফিক বিধি ভারতবর্ষের একটা অংশ মেনে চলতে জাতীয় সেবা প্রকল্পের অনেকটাই উপকৃত হয়ে থাকেন। পক্ষ থেকে পথ চলতি বাইক আরোহী, ছোট বড় যান চালকদের জাতীয় সেবা প্রকল্পের স্বেচ্ছাসেবকরা প্রায়শই দেখা যায় মধ্যে ট্রাফিক বিধির উপর লিফলেট নিজেদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য এবং মিষ্টি বিতরণ করা হয়। উল্লেখ দিয়ে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে থাকে, নর্থ ঘিলাতলী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে জাতীয় সেবা প্রকল্পের যাচেছন আমাদের সমাজকে। বার্ষিক প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয় গত মানুষকে সচেতন থেকে শুরু করে মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো সব বহস্পতিবার থেকে। প্রথম দিনেই বার্ষিক প্রশিক্ষণ শিবিরের সূচনা হয় ক্ষেত্রেই দেখা মিলে ভারতবর্ষের জাতীয় সেবা প্রকল্পের ২৭ কল্যাণপুর প্রমোদনগর স্বেচ্ছাসেবকদের। ঠিক একই ছবি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক উঠে আসে কল্যাণপুরের মিনি পিনাকী দাস চৌধুরীর হাত ধরে শহর থেকে। শনিবার নর্থ তাছাড়াও বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটি, স্কুলেরে শিক্ষক-অশিক্ষক ঘিলাতলী রতিয়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের জাতীয় সেবা প্রকল্পের কর্মচারীরা এবং জাতীয় সেবা প্রকল্পের সকল স্বেচ্ছাসেবকরা বহু শিক্ষক-শিক্ষিকারা মিলিত হয়ে সমারোহের মধ্য দিয়ে ঐদিন সূচনা বার্ষিক জাতীয় সেবা প্রকল্পের করেন সপ্তাহব্যাপী জাতীয় সেবা তৃতীয় দিনে মিনি শহর প্রকল্পের। তারপর থেকেই

কল্যাণপুরের ট্রাফিক পয়েন্টের

বিভিন্ন কর্মসূচি করে যাচ্ছে। শনিবারেও একই ছবি দেখা যায় প্রথমে কল্যাণপুরের মিনি শহরে ট্রাফিক বিধির উপর সচেতনতা এবং মিষ্টি বিতরণ তারপর কল্যাণপুর হাসপাতালে মুহুর্য রোগীদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ। পাশাপাশি একইদিনে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আরক্ষা প্রশাসনের আধিকারিকদের নিয়ে আইনি সচেতনতার ওপর বিশেষ আলোচনা করা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কল্যাণপুর থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিকরা। সব মিলিয়ে বলা চলে কল্যাণপুরের নৰ্থ ঘিলাতলী দ্বাদশ শ্ৰেণী বিদ্যালয়ে, জাতীয় সেবা প্রকল্পের যে কর্মসূচি গুলি হাতে নিয়েছে স্বেচ্ছাসেবকরা সেগুলি সমাজের মধ্যে একটা বাতাবরণ পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই ধরনের কর্মসূচি"কে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মহল সাধবাদ জানান।।



রক্তদানে মহিলাদের উপস্থিতি খুবই কম, উদ্বেগ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর মহানায়িকা



বিনামূল্যে মেধাবীদের

আগরতলাঃ ৮ ই এপ্রিল, ২০২৩, বছরের মতো শ্যামলিবাজারস্থিত স্কুল অফ সাইন্স এ বছরও নীট (ন্যাশন্যাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্ট) এবং জেইই অ্যাডভান্সড অংশগ্রহণকারী মেডিকেল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়াল সহ বিনামূল্যে কোচিং ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে ক্লাস ১৭ ই এপ্রিল (সোমবার), ২২০ কোচিং প্রদান করবে। বিনামল্যে থেকে শুরু হবে। নির্বাচিত কোচিংয়ের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটি ''ত্রিপুরার মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য সুপার ১০০ স্কিম' নামে একটি প্রোগ্রামের অধীনে ১০০ জন মেধাবী ছাত্ৰছাত্ৰীকে বৃত্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যার মধ্যে (সাধারণ- ৫০, জনজাতি-১৫, তফশালী জাতি- ১৫, ওবিসি- ১০, সংখ্যালঘ- ৫ এবং বিপিএল- ৫) জন। বিভিন্ন বিভাগ থেকে ১০০ জন মেধাবী শিক্ষার্থী বাছাইয়ের জন্য স্কুল অফ সাইন্স ২০২৩ ইং দেওয়া হবে এবং তার প্রতিষ্ঠানের কনফারেন্স হলে

একটি ক্রীনিং টেস্ট (ওয়েমার ভিত্তিক) পরিচালনা করবে, যা ১৬ই এপ্রিল (রবিবার), ২০২৩ তারিখে সকাল ১০.০০ ঘটিকা থেকে ১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। স্ক্রিনিং টেন্টের ফলাফল উক্ত দিনে বিকাল ৫ ঘটিকায় ঘোষণা করা হবে। স্টাডি ছাত্রছাত্রীদের নীট এন্ট্রান্সের জন্য ৭২০ নম্বর এবং জেইই অ্যাডভান্সড এর জন্য প্রতিটি ৩০৬ নম্বরের তিনটি পূর্ণ মানের মক পরীক্ষা নেওয়া হবে। স্ক্রীনিং টেস্টের ভিত্তিতে মেধা অনুযায়ী প্রথম ১০ জন ছাত্ৰছাত্ৰীকে ৫০০০/- টাকা বৃত্তি দেওয়া হবে এবং অবশিষ্ট ৯০ জন ছাত্ৰছাত্ৰীকে ১০০০/- টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হবে। বৃত্তির ৫০শতাংশ টাকা ২১-শে জুলাই, অবশিষ্টগুলি উল্লিখিত প্রবেশিকা

সমাজে নেগেটিভ পজেটিভ দুই ধরনের লোক থাকে

থাকে পজিটিভ এর সংখ্যা যদি বাড়ে সমাজ এগিয়ে যাবে আর। নেগেটিভ এর সংখ্যা যদি বেশি হয় তাহলে সমাজ পিছিয়ে যাবে আপনাদেরই এখন ঠিক করতে হবে সমাজের জন্য কোনটা ঠিক করতে হবে - শনিবার উদয়পুর রাজর্ষি কলাক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে উপজাতি যুবক-যুবতীদের স্থনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন স্কিমের উপর এক পর্যালোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনটাই বললেন মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অভিযেক দেবরায়। তিনি আরো বলেন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার জনজাতিদের মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে এইদিনের এই অনুষ্ঠানে আরো অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাগমা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী রামপদ জমাতিয়া চেয়ারম্যান পাতালকন্যা জমাতীয়া। গোমতী জেলা জেলা শাসক সহ অন্যান্যরা।

CMYK

জন্য সুপার ৩০ চালু করল সুচিত্রা সেনের **১২তম** জন্মবার্ষিকী পালন

ঢাকা, ৭ এপ্রিল: নানা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি মহানায়িকা ও পাবনার মেয়ে সুচিত্রা সেনের ৯২তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে পাবনা জেলা প্রশাসন

ও সুচিত্রা সেন স্মৃতি সংরক্ষণ পরিষদের আয়োজনে বৃহস্পতিবার পাবনা শহরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। পরে তার ম্যুরালে শ্রদ্ধা জানান বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা। এছাড়া সংগ্রহশালা প্রাঙ্গনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।এতে তাঁর কর্মময় জীবন নিয়ে আলোচনা করেন বিশিষ্টজনেরা। ১৯৩১ সালের এই দিনে বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি মহানায়িকা সুচিত্রা সেন (রমা দাশগুপু) পাবনার হেমসাগর লেনের

বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। পাবনা শহরের হেমসাগর লেনের একতলা পাকা পৈত্রিক বাড়িতে সুচিত্রা সেনের শিশুকাল, শৈশব ও কৈশর কেটেছে। তাঁর বাবা কর গাময় দাশগুপ্ত পাবনা মিউনিসিপ্যালিটির ইন্সপেক্টর পদে চাকরি করতেন। মা ইন্দিরা দাশগুপ্ত ছিলেন গৃহিনী। সুচিত্রা সেন পাবনা বালিকা বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের ক'মাস আগে তিনি পরিবারের সাথে ভারতের কলকাতায় চলে যান। কলকাতায় যাওয়ার বছর দু'য়েক পরেই সেখানকার বনেদি পরিবারের ছেলে দিবানাথ সেনের সঙ্গে রমা দাশগুপ্তের বিয়ে হয়। এরপর নাম হয় সচিত্রা সেন।

বঙ্গবাজারের পার্শে

ঢাকা, ৮ এপ্রিল: বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বঙ্গবাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পাঁচ দিনের মাথায় ফের পশ্চিম পাশের বরিশাল প্লাজায় আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। এতে দুজন আহত

INDIAN MEDICAL CIATION

দমকল বিভাগ সূত্রে জানা যায়, শনিবার সকাল ৮টা ৫ মিনিটে আগুন লাগার খবর পায় দমকল বিভাগ। পরে ১৪টি ইউনিট ঘটনাস্থলে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে এবং ৮টা ৪৫ মিনিটের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে, তাৎক্ষণিভাবে ক্ষয়ক্ষতি ও আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি। বরিশাল প্লাজায় আগ্নিকাত্তের ঘটনায় আহত দুইজনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে

ভর্তি করা হয়েছে। এর আগে গত মঙ্গলবার অগ্নিকাণ্ডে বঙ্গবাজারের পাঁচটি মার্কেট ভঙ্মীভূত হয়। আগুনে পাঁচ হাজারের বেশি দোকানপাট পুডে যায়। ওই আগুনের রেশ কাটতে না কাটতে আবারও বঙ্গবাজারের পশ্চিম পাশের মার্কেটে আগুন

INDIAN MEDICAL ASSOCIATION TRIPLIPA STATE OF

53rd All Tripura Medical Confere

আগরতলা, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : রক্তদান শিবিরে মহিলাদের উপস্থিতি খুবই কম। কিন্তু, রক্তদানে মহিলাদেরও

এগিয়ে আসতে হবে। আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে স্পন্দন সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান

শিবিরে উদ্বেগের সুরেই একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা:) মানিক সাহা।তাঁর কথায়, রক্তের কোনো

রাজনৈতিক দল, জাতপাত কিংবা রঙ হয়না। তার ধর্ম একটাই, তা হল মানব সেবা করা। মানব সেবা সঠিক

ভাবে হলেই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়া সম্ভব হবে বলে দাবি করেন তিনি ৷এদিন তিনি কিছুটা উদ্বেগ প্রকাশ

করে বলেন, রক্তদান শিবিরে মহিলাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। তাই তিনি মহিলার রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য

আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, সরকারে কোন দল রয়েছে, সেটা বড় কথা নয়। সমাজ পরির্বতনে যারা

এগিয়ে আসবে তাঁদের সাথেই বিজেপি সরকার থাকবে। এই দিশা নিয়েই কাজ করছে ত্রিপুরা সরকার, দাবি

গত মঙ্গলবার সকাল ৬টা ১০ মিনিটে বঙ্গবাজারে আগুন লাগার পর আগুন সম্পর্ণভাবে নেভাতে ফায়ার সার্ভিসের দুই দিনেরও বেশী সময় লাগে। ততক্ষণে সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ব্যবসায়ীদের দাবি, আগুনে তাদের প্রায় দুই হাজার কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় ছয় হাজার

ভবিষ্যুৎ প্রতিনিধি: মনু মনপুই রোড সংলগ্ন এলাকায় হঠাৎ করে বন দপ্তর এবং রাজ্য রাজস্ব দপ্তরের খাস জমি দখল করার ঘটনা ঘিরে সমগ্র মহকুমা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিশাল সংখ্যক বৈরী গোষ্ঠীর সদস্যরা এই জমি দখল করে নেয়। কাঞ্চনপুর মহকুমার মনু মনপুই রোড সংলগ্ন এলাকায় হঠাৎ করে বন দপ্তর এবং রাজ্য রাজস্ব দপ্তরের খাস জমি দখল করার ঘটনা ঘিরে সমগ্র মহকুমা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিশাল সংখ্যক বৈরী গোষ্ঠীর সদস্যরা কাঞ্চণপুর মহকুমার অভ্যন্তরে সরকারী জমি দখল করে নিল তাতে জেলা প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আত্ম সমর্পণকারী এন এল এফ টি বৈরীরা আচমকা এই জমি দখল করে করা শুরু করে। মোট ১২৭৫ জন সদস্য ২৮ একর জমি দখল করে নেয়। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছডিয়েছে।

করেন তিনি। খাদ্যাভাস্যের সংস্কৃতি দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসায় মহিলারা রক্তাল্পতায় বেশী ভোগেন। এই সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। মহিলারা সমান অধিকার ভোগ করতে পারলে এই খাদ্যভ্যাসের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কেন পৃথক থাকবেন। শনিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে স্পন্দন —র উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের সূচনা অনুষ্ঠানে বলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। রক্তের মধ্যে কোন ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, দল থাকেনা। এখন ৬৫ বছর পর্যন্ত রক্তদান করা যায়। দানের পর রক্তদেখে বোঝা যায় না এটা কোন বয়সের মানুষ দিয়েছে। মানব সেবার ব্রতী হওয়াই মূল ধর্ম। আর এটা রক্তদানের মাধ্যমে সম্ভব বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। সমাজকে সঠিক দিশায় চালিত করতে না পারলে অবক্ষয় আসবে। যুব সমাজকে সঠিক দিশা দেখাতে হবে। অভিভাবকদের এই ক্ষেত্রে দায়িত্ব বেশী বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

TRIM

রাজনৈতিক লাভের জন্য আদানি

জম্মু, ৮ এপ্রিল(হি.স.): কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে রাজনৈতিক ব্যর্থতার কারণে রাহুল গান্ধী বারবার আদানি ইস্য তুলে শুধুমাত্র রাজনৈতিক ফায়দা নিতে চাইছেন বলে কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রী কিরেন রিজিজু।

শনিবার জম্ম বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে ডোগরি ভাষায় ভারতের সংবিধানের প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন রিজিজু। এই সময় রিজিজু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগকে দুর্বল করার অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, বিরোধী দল বিচার বিভাগকে আক্রমণ করে সংবিধান ছিন্ন করার চেষ্টা করলে আমরা চুপ থাকব না। তিনি আরও বলেন, তিনি হিভেনবার্গ-আদানি মামলার বিষয়ে মন্তব্য করবেন না কারণ সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যে একটি কমিটি গঠন করেছে এবং এটি খতিয়ে দেখছে। তিনি বলেন, কংগ্রেস এবং তার নেতারা ইচ্ছাকৃতভাবে আদানি পর্বটিকে একটি ইস্যু তৈরি করছে। কংগ্রেস হতাশাগ্রস্ত এবং বিচার বিভাগকে আক্রমণ করছে, কিন্তু সরকার এ বিষয়ে চপ করে থাকবে না।

